ডঃ নজরুল ইসলাম রচিত 'মুসলমানের করণীয়'
পুস্তকের জবাবে—

হিন্দুর করণীয়

নিত্যরঞ্জন দাস

ডঃ নজরুল ইসলাম রচিত

মুসলমানের করণীয় পুস্তকের জবাবে

নিত্যরঞ্জন দাস

ভূমিকা

ডঃ নজরুল ইসলাম I.P.S. অফিসার। সরকারের উচ্চপদে আসীন। পুলিশের পোষাক পরে পুলিশের গাড়ি চড়ে গিয়ে মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে মুসলমানদের সভায় তাঁর প্ররোচনামূলক ভাষণ ঃ

❖ রাজ্যে মুসলমান মুখ্যমন্ত্রী হওয়া উচিৎ

❖ রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদে মুসলমান নেই

❖ প্রয়োজনে মুসলিম অ্যাকটিভিটিজ (জঙ্গি কায়দায় আন্দোলন) করব।

এই সভায় নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন 'সিমি'র (SIMI) প্রতিনিধি হাজির ছিলেন। এছাড়া হাজির ছিলেন সিপিএম-নকশাল-মাওবাদী প্রতিনিধিরাও *[খবর ৩৬৫ দিন, ৩০.৭.১২]*

ডঃ ইসলাম একখানি বই লিখেছেন— ''মুসলমানের করণীয়''। মুসলমানের দুঃখ-দুর্দশা এবং তার প্রতিকারার্থে সর্বক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ সুবিধা ও সংরক্ষণ দাবি করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য হল (ক) হিন্দুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা ও (খ) দলিত-মুসলিম ঐক্য জোট গড়া। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় ১৯৪৭ সালে যে মুসলিম লীগ ভারতে বসবাসকারী সকল মুসলমানের নিঃশর্ত সমর্থনে দেশভাগ করেছিল প্রথম দিকে সেই দলটিরও দাবি ছিল মুসলমানদের জন্য বিশেষ সুবিধা ও সংরক্ষণ। মুসলিম লীগও দলিত মুসলিম ঐক্যের শ্লোগান দিয়েছিল। তাঁর ভাষণ সম্বন্ধে পত্রকার লিখেছেন—''এই ধরনের অভিযোগ শুধু সাধারণ প্ররোচনাই নয়, রাজ্যের সুস্থিতি নষ্ট করার ও জাতি-দাঙ্গা বাধানোর এক ভয়ঙ্কর অপচেষ্টা।'' এক ঘোর অশনি সঙ্কেত! একি ১৯৪৭ সালের পদধ্বনি....? এই অবস্থায় হিন্দুর করণীয় কি হবে? হিন্দুকে বুঝতে হবে মুসলিম 'এ্যাজেণ্ডা' পূর্বেও যা ছিল আজও তাই আছে। পুনরায় ভারত বিভাগ! হিন্দুস্থান হিন্দুর মাতৃভূমি। এ দেশ রক্ষার দায়িত্ব হিন্দুর। আর সেজন্য প্রয়োজন সচেতনতা , ঐক্য ও বজ্রকঠিন সংকল্প।

নিত্যরঞ্জন দাস

বিষয়সূচী

ভারত বিভাগ

ডঃ নজরুল ইসলাম লিখেছেন - ' ... তাঁদের মাতৃভাষা বাংলা, কাজেই তাঁরা বাঙালী। তাঁদের জন্ম ভারতবর্ষে, কাজেই তাঁরা ভারতীয়। ভারতের বা বাংলার সব কিছুতেই তাঁদের সমান অধিকার। (পৃঃ -২৪) ... ধর্মের দিক থেকে আমি ইসলাম ধর্মাবলম্বী, মুসলমান। আমার ধর্মের ভাষা আরবী। আমার প্রধান তীর্থস্থান সৌদি আরবে। কিন্তু সে পরিচয় আমার বাঙালী বা ভারতীয় হতে কোন বাধা নয়। ... আমি ভারতীয়। আর কোন ভারতীয় আমার থেকে বেশী ভারতীয় নয়। (পৃঃ - ৩১)

মুসলমান যদি ভারতীয় হত - তবে মূল নিবাসী ভূমিপুত্র ডঃ নজরুল ইসলামরা জন্মভূমি ভারতবর্ষকে দ্বি-খন্ডিত করত না। তাই মানব সভ্যতার জননী এই ভারতবর্ষ কেন বিভক্ত হল সেই মূল প্রশ্নের আলোচনাই সর্বাগ্রে হওয়া উচিৎ বলে আমরা মনে করি।

প্রথমতঃ ইসলাম ধর্ম মনুষ্যজাতিকে দুইভাগে ভাগ করে। যাঁরা আল্লা ও তাঁর রসুল হজরত মহম্মদে বিশ্বাস করে, তাঁরা মুসলমান। যাঁরা বিশ্বাস করে না, তাঁরা কাফের বা বিধর্মী। দ্বিতীয়তঃ 'মুসলমান ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশ মত মুসলিম মাত্রেরই নিকট পৃথিবী দুইভাগে বিভক্ত - ১। দার-অল্-ইসলাম; ২। দার-অল্-হর্‌ব। দার-অল্-ইস্‌লামের অর্থ ইসলামের দেশ, অর্থাৎ যে দেশ মুসলমান ধর্মাবলম্বী শাসক কর্তৃক অধিকৃত ও শাসিত। দার-অল্-হর্‌বের অর্থ যুদ্ধের দেশ, যে দেশে যুদ্ধ করিয়া ইসলামের প্রাধান্য স্থাপন করিতে হইবে। ইসলামের বিধান অনুসারে কোন মুসলমান অমুসলমানের অধীন থাকিতে পারেন না। শুধু তাই নয়; অমুসলমান জগৎ ও মুসলমান জগতের মধ্যে চিরন্তন বিরোধ, ... এই নির্দেশের জন্য অমুসলমান ও মুসলমান রাজ্যের মধ্যে কোন মৈত্রী হইতে পারে না; যতদিন পর্যন্ত না দার-অল্-হর্‌ব দার-অল্-ইসলামে পরিণত হইবে ততদিন পর্যন্ত বিশ্বাসী মুসলমান মাত্রকেই জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ চালাইতে হইবে।'[1] - লিখেছেন ক্ষণজন্মা চিন্তানায়ক নীরদ চন্দ্র চৌধুরী ।

সম্পূর্ণ ভারতবর্ষকে দার-অল্-ইস্‌লাম করতে মুসলমান চেষ্টার কসুর করে নাই। পরিশেষে ব্যর্থ হয়ে দাবী করে ভারতবিভাগ ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পাকিস্তান।

---

1. নীরদ চন্দ্র চৌধুরী - আমার দেশ আমার শতক, পৃঃ ২৬-২৭

বিংশ শতাব্দীতে মুসলমানের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবীর মুখ্য তাত্ত্বিক প্রবক্তা ছিলেন কবি স্যার মহম্মদ ইকবাল। তিনি বলেন, "সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অনুযায়ী স্বাধীন পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য ভারতে বসবাসকারী মুসলমানের ন্যায় সঙ্গত অধিকার আছে ভারতের মধ্যে একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের" ।(The Indian Muslim is entitled to full and free development on the lines of his own culture and tradition in his own Indian Home land)[1] লন্ডন প্রবাসী কেমব্রিজ শিক্ষিত তরুণ রহমত আলি ইকবালের তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করে Now or Never শীর্ষক একটি পুস্তিকায় বলেন হিন্দুস্থানে মুসলমান এসেছিল বিজয়ীরূপে এবং বিগত ১২০০ বৎসর তারা স্বতন্ত্র জাতিরূপে বাস করছে ....। তাঁর মূল তত্ত্ব হল মূলত হিন্দু-মুসলমান দুটি স্বতন্ত্র জাতি ।পাঞ্জাব, উঃ পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর, সিন্ধু ও বালুচিস্তান নিয়ে গঠিত ভূ-খন্ড মুসলমানের নিজস্ব বাসভূমি । ৭১২ খ্রীষ্টাব্দ হতে হিন্দুরা এখানে সংখ্যালঘু*। "আমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস, পরম্পরা, সাহিত্য, অর্থব্যবস্থা, বিবাহ ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধিসমূহ হিন্দুদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এই পার্থক্য কতগুলি মৌলিক নীতির মধ্যেই সীমিত নয়। দৈনন্দিন জীবনের সর্বক্ষেত্রে তা প্রতিফলিত। হিন্দু ও মুসলমান একসঙ্গে পানাহার করে না। স্থাপন করে না পরস্পরের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক। আমাদের জাতীয় রীতি - নীতি, প্রথা, কাল-গণনা পদ্ধতি, আহার্য ও বেশ ভূষা - সকল কিছুই হিন্দুদের থেকে স্বতন্ত্র।" (Punjab N.W.F.P. Kashmir, Sindh and Baluchistan comprised the national home of the Muslims ...... This was not a part of India, for since 712 A.D. the Hindus were a minority there. The Muslim lived there as a nation for 1200 yrs. Whereas they came to Hindustan only as conquerors. To him Hindu-Muslim clash was not due to religious or economic reasons - it was an international conflict between two national ambitions ..... His basic theory was that the Hindus and Muslims were fundamentally distinct nations.. our religion, culture, history, tradition,

* হিন্দুরা কেন সংখ্যা লঘু? কারণ বিজয়ী মুসলমান এই সুপ্রাচীন আর্যভূমি থেকে হিন্দুকে হত্যা, বলপূর্বক ধর্মান্তর ও বিতাড়িত করে। হিন্দু তাই সংখ্যালঘু।

1. R.C.Majumder - History of the freedom Movement in India, Vol - III, P - 473.

literature, economic system, laws of inheritance, succession and marriage are fundamentally different from those of the Hindus. These differences are not confined to the broad basic principles. They extend to the minute details of our lives. We, Muslims and Hindus do not interdine; we do not intermarry, our national customs and calenders, even our diet and dress are different.)[1]

জিন্নার* পূর্বেই দ্বি-জাতি তত্ত্বের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন - "সুতরাং আমাদের জাতির ভাগ্যকে এক ভারতীয় জাতিত্বের (ভারতীয় জাতীয়তাবাদ) স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত করার অর্থ হবে আমাদের বংশধর ও ইতিহাসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ও মানবতার বিরুদ্ধে এক অপরাধ"। (Therefore for us to seal our national doom in the interest of our Indian nationhood would be a treachery against our posterity, a betrayal of our history and a crime against humanity)[2] **সুতরাং প্রমাণিত হল মুসলমান ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে স্বীকার করেন না। ডঃ সাহেব কি বলেন?** রহমত আলি লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে মুসলিম প্রতিনিধিদের নিকট Now or Never পুস্তিকাটি পাঠিয়ে ছিলেন। ইসলাম ধর্ম সকল বিশ্বাসীদের (মুসলমান) মধ্যে সঞ্চারিত করে এক ঐক্যবোধ। তাই তাদের আবেগ অনুভূতি, চিন্তা, আদর্শ ও বিচার ধারায় দেখা যায় এক বিস্ময়কর ঐক্য বা সাদৃশ্য। (The religious law of the Muslim has had the effect of imparting to the very diverse individuals of whom the world is composed, a unity of thought, of feeling, of ideas,of Judgement - Renan)[3] তাই চিন্তাধারায় মহম্মদ আলি জিন্নার সঙ্গে গ্রামের চাষী হাফিজ আলি ইসলামের কোন পার্থক্য নেই। ডঃ সাহেব কি বিরল ব্যতিক্রম?

মুসলমান একটি স্বতন্ত্র জাতি;অনন্য তার বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর অন্য কোন জাতির সঙ্গে তার মিল নেই। মুসলিম ঐতিহাসিক আয়েষা জালালের বিশ্লেষণে - "বিশ্বের সকল মুসলমান বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ হলেন বিশ্বের একমাত্র সার্বভৌম সম্রাট এবং

---

* পরবর্তী কালে জিন্নাও এই ভাষাতেই দ্বি-জাতি তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন। আজ পর্যন্ত কোন মুসলমান তার বিরোধিতা করেন নি। ডঃ নজরুল ইসলাম কি দ্বি-মত পোষণ করেন?

1. Ibid, P - 473, 474
2. Ibid, P - 474
3. B.R.Ambedkar - Writings & Speeches, Vol -8, P-234

আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়"। তাঁর কোন শরীক নেই। এই দুটি বিশ্বাস (hakimiyat and Unity of God or Tauhid) হল ইসলামের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি স্বরূপ। ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতি অভিন্ন এবং মুসলমান যে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ (ভারতীয় জাতীয়তাবাদ) স্বীকার করে না * তার তাত্ত্বিক ভিত্তি হল এই বিশ্বাস। (All Muslims subscribe to the hakimiyat or sovereignty of Allah over the entire world. Together with the belief in the unity of God or Tauhid, the notion of devine sovereignty lies at the heart of the Islamic view of universal brotherhood. It offers ideological Justification for rejecting territorial nationalism and the seperation of religion from politics)[1]

ইকবাল ও আয়েষা জালাল ইসলামের সংহতি ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের আদর্শের উল্লেখ করেছেন। ডঃ আম্বেদকরের ভাষায় তার যথার্থ স্বরূপ ঃ ইসলামের ভ্রাতৃত্ব হল মুসলিম ভ্রাতৃত্ব। সার্বজনীন নয়। অর্থাৎ মুসলমানের জন্য মুসলমানের ভ্রাতৃত্ব। যাঁরা মুসলমান দুনিয়ার বাহিরে তাদের জন্য আছে শুধু ঘৃণা ও বিদ্বেষ। আর জাতীয়তাবোধ, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য? **মুসলমান শাসিত দেশকেই মুসলমান নিজের দেশ বলে মনে করে - সে দেশটির অবস্থান পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই হোক না কেন। অর্থাৎ ইসলামের বিধান অনুযায়ী মুসলমান যেমন কখনও ভারতবর্ষকে মাতৃভূমি বলে ভাবতে পারে না। তেমনি হিন্দুকে ভাবতে পারে না আত্মীয় বলে** *। এই কারণেই মহম্মদ আলি একজন স্বনাম ধন্য ভারতীয় - কিন্তু খাঁটি মুসলমান। তাই তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে, ভারতে নয় তাকে যেন কবর দেওয়া হয় জেরুজালেমে। * (The brotherhood of Islam is not the Universal brotherhood of man. It is brotherhood of Muslims for Muslims only, those who are

---

* এই ধর্মীয় বিধানের জন্যই মুসলমান হাজার বছর ভারতে বাস করেও ভারতীয় হতে পারল না। ভারতবর্ষকে মাতৃভূমি মনে করে না। তাই ভারত বিভাগ।

* মুসলমান হিন্দুকে উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণ নির্বিশেষে কাফের বলে গণ্য করে। অতএব বধ্য - তাতে পূণ্য আছে।

* রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রস্তাব মত তখনও ইজরায়েল রাষ্ট্রের পত্তন হয় নি। জেরুজালেম নগরী ছিল মুসলিম অধ্যুষিত প্যালেষ্টাইনের অন্তর্গত, অতএব দার-উল-ইসলাম। বিখ্যাত আল আকসা মসজিদ এখানেই অবস্থিত। পাশেই ইহুদিদের Wailing Wall - যেখানে বৎসরের নির্দিষ্ট দিনে ইহুদিরা এসে অশ্রুপাতে পালন করে জাতীয় শোক দিবস।

1. Ayesha Jalal - Self & Sovereignty, P - 188

outside the corporation, there is nothing but contempt and enmity .... the allegiance of a Muslim does not rest on his domicile in the country which is his but on the faith to which he belongs ..... wherever there is the rule of Islam, there is his own country. In otherwords, Islam can never allow a true Muslim to adopt India as his motherland and regard a Hindu as his kith and kin. This is probably the reason why Maulana Mohammed Ali, a great Indian but a true Muslim, preferred to be buried in Jerusalem rathar than in India)[1] মুসলমান প্রায় সকল আলোচনাতেই মুসলিম দুনিয়ার উল্লেখ করে। মুসলমান Pan Islam- এর আদর্শে বিশ্বাসী। এই Pan Islam- বা বিশ্ব ইসলামিক তন্ত্রের মূল তত্ত্ব হল দেশ-কাল নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মুসলমানের ইতিহাস, ধর্ম, সভ্যতা ও কৃষ্টি এক ও অভিন্ন। তাই জাতি হল মুসলমান। অর্থাৎ মুসলমান (যে দেশেরই অধিবাসী হোক না কেন) একটি স্বতন্ত্র জাতি। তাঁদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক। আর তা হল বিশ্বব্যাপী দার-উল-ইসলামের (মুসলমান বা ইসলামের শাসন) প্রতিষ্ঠা। সকল মুসলমান - বিশেষতঃ অমুসলমান দেশের মুসলমানদের আনুগত্য Pan Islam- অর্থাৎ বিশ্ব ইসলামিক তন্ত্রের প্রতি।

এই Pan Islam- আবর্তিত হয় মুসলিম ধর্মগুরু খলিফাকে কেন্দ্র করে। তখন তুরস্কের সুলতান ছিলেন আবদুল মজিদ। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর মিত্র রাষ্ট্র ছিল তুরস্ক। যুদ্ধে উভয় রাষ্ট্রই পরাজিত। ভেঙ্গে যায় বিশাল অটোমান সাম্রাজ্য। উচ্ছেদ হয় খলিফাতন্ত্র। তাই তুরস্কর পরাজিত সুলতানকে তাঁর সাম্রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে এদেশে গান্ধীর নেতৃত্বে সংগঠিত হয় খিলাফত আন্দোলন। তুরস্ক ও আরব দুনিয়ায় কিন্তু সুলতানের সমর্থনে একটি অঙ্গুলিও উত্তোলিত হয় নি। গান্ধী খিলাফতের সমর্থনে মৌলান আজাদ ও মহম্মদ আলি, সৌকত আলিকে সঙ্গে নিয়ে সারা ভারত পরিভ্রমন করেন। ভারতসরকারের গোয়েন্দা দপ্তরের গোপন রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, মৌলানা আজাদ (পরবর্তীকালে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী) ও হাকিম আজমল খাঁ কেরালার মুসলিম প্রধান মালাবার অঞ্চলে হিংসাত্মক ভাষণ দেওয়ার পরই মুসলমান হিন্দুর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। (The following passage occurs in

1. Dr. B. R. Ambedkar - Writings & Speeches, Vol -8, P - 330, 331.

a confidential report of the I.B. Govt. of India : The Moplah (মালাবারের মুসলমান মোপলা নাম পরিচিত) rebellion broke out in August after khilaphat agitators, including Abul Kalam Azad and Hakim Ajmal Khan had been making violent speeches in the area."[1] গান্ধী পরিচালিত এই খিলাফত আন্দোলন মুসলমানের দ্বারা নির্বিচার হিন্দু হত্যা, ও বর্বর পাশবিক অত্যাচারে সমাপ্ত হয়। নিহত - ১৫০০, ইসালামে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয় ২০০০০ * হিন্দুকে, সর্বস্ব হারিয়ে গৃহহারা হয় ১,০০,০০০ হিন্দু। **এই নরহত্যার সমর্থনে গান্ধী বলেন .... মোপলারা সাহসী, ধর্মভীরু। তারা ধর্মের জন্য ধর্ম নির্দেশিত পথেই সংগ্রাম করেছে।** (.... brave God fearing Moplas who were fighting for what they consider as religion, and in a manner which they consider as religious)2 ব্যর্থ খিলাফত। কিন্তু মুসলমান জাতি ও Pan Islam -এর স্বার্থে প্রয়োজন হয়, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বা সংগঠনের। স্থাপিত হয় Organisation of Islamic Countries (OIC). এই OIC হল Pan Islam ও খলিফাতন্ত্রের আধুনিক সংস্করণ। Muslim Brotherhood -এই Pan Islam -এর আত্মা স্বরূপ।

যেখানে মুসলমান সেখানেই স্বতন্ত্ররাষ্ট্রের দাবি।

ভারতে বহু বিদেশী জাতি এসেছে। কালক্রমে তারা হিন্দু বা ভারতীয় জাতি সত্ত্বায় লীন হয়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম মুসলমান। শুধু ভারত নয়, পৃথিবীর কোথাও তারা মূল জাতিস্রোতের সঙ্গে মিশে যায় নি। বজায়ে রেখেছে আপন ইসলামি স্বাতন্ত্র। রাশিয়া ও চীনে মুসলমানদের সম্বন্ধে Akbar S. Ahmad -লিখেছেন ঃ এ সিদ্ধান্তে না এসে পারা যায় না যে, সোবিয়েত রাশিয়া ও চীনে মুসলমানদের অস্তিত্ব বিপন্ন করা যায় নি; তারা মূল জাতিস্রোতে মিশে না গিয়ে স্বীয় আত্মপরিচিতি বজায়ে রেখেছে।

---

* **এই ভাবেই হিন্দুদের বলপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়। ইসলামের আধ্যাত্মিক মহিমায় আকৃষ্ট হয়ে কেউ মুসলমান হয় নি। কিন্তু ইসলামের এমনই মহিমা - যে একবার ধর্মান্তরিত হলেই সে হয় কালাপাহাড় ....।**

---

1. R. C. Majumder - History of the freedom Movement In India, Vol - III, P - 690
2. Ibid,P - 161

(The conclusion can't be escaped that Muslims in the U.S.S.R. and China have neither been crushed out of existence nor assimilated beyond recognition)[1]- কম্যুনিষ্ট রাশিয়া ও চীনের স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থায় (যা নাৎসীবাদ অপেক্ষা শতগুণে ভয়ংকর) সমাজ ও ব্যক্তিজীবনও কঠোর সর্বাত্মক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অধীন। সেখানেও তারা মুসলমানকে মূল জাতীয় স্রোতের সঙ্গে মেশাতে ব্যর্থ হয়েছে। *

চীন -

চীনের ঝিনজিয়াং প্রদেশে বিরাট সংখ্যক মুসলমানের বাস। তারা উঘুর মুসলমান নামে পরিচিত। তারা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবীতে দীর্ঘদিন ধরে জেহাদী লড়াই করছে। চীনা সরকার তাদের দমন করার জন্য হান-চীনাদের ঝিনজিয়াং-এ বসতির ব্যবস্থা করেছে। সে দেশের আইন অনুযায়ী সরকারের অনুমতি না নিয়ে মসজিদ বানানো যায় না। (আর এদেশে মুসলমান বিনা অনুমতিতে হাজার হাজার মসজিদ মাদ্রাসা তৈরী করছে।) গ্রহণ করা যায় না - বিদেশী অর্থ। এত কঠোরতা সত্ত্বেও 'উঘুর' মুসলমানদের দমন করা যায় নি।

সিংহল -

অধিবাসীরা তিনভাগে বিভক্ত। সংখ্যা গরিষ্ঠ সিংহলী - ধর্মে বৌদ্ধ ; সংখ্যা লঘু তামিল - ধর্মে হিন্দু। এদের নামে কিন্তু ধর্মীয় পরিচয় নেই। আছে মুসলমান। সে নিজেকে না বলে সিংহলী না তামিল। তার একমাত্র পরিচয় - মুসলমান। তাদের আছে একটি রাজনৈতিক দল। নাম Ceylon Muslim Congress. খুব স্বল্প সংখ্যক বলেই এখন পর্যন্ত স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি করেনি।

মায়ানমার (বার্মা) -

মোগল সম্রাট বৃদ্ধ শাজাহান অসুস্থ। আগ্রার দূর্গে অন্তরীণ। সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে তাঁর চার পুত্রের মধ্যে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। সম্রাটের মধ্যমপুত্র সুজা ছিলেন বাংলার সুবেদার। তিনি প্রথমে ঔরঙ্গজেব ও পরে তাঁর সেনাপতি মীরজুমলার

*** এদেশে কি নজরুল ইসলামরা ভারতীয় জাতি সত্ত্বায় লীন হয়েছে? তা না হলে তো তারা ভারতীয় বলে দাবিই করতে পারে না ......।**

---

1. Akbar S.Ahmad- Discovering Islam, P -116

কাছে পরাস্ত (১৬৫৮ খ্রীঃ) হয়ে সপরিবারে অনুচরদের নিয়ে পালিয়ে যান বর্মার দুর্গম আরাকান অঞ্চলে। আরাকানে সেই সম্ভবতঃ প্রথম মুসলিম বসতি। দ্রুত বংশবৃদ্ধি ও বঙ্গদেশ থেকে অনুপ্রবেশের ফলে বৌদ্ধ প্রধান আরাকান অঞ্চলে বর্তমানে এক বিরাট সংখ্যক মুসলমানের বাস। এরা রোহিঙ্গা মুসলমান নামে পরিচিত। কিন্তু যেখানেই মুসলমান সেখানেই পাকিস্তান (স্বতন্ত্র মুসলিমরাষ্ট্র) দাবি। বর্মা বা মায়ানমারের শাসকবৃন্দ গণতান্ত্রিক বা একনায়কতন্ত্রী যাই হোক না কেন - তাঁরা দেশপ্রেমিক। এদেশের গান্ধী - নেহেরুর ন্যায় জাতিদ্রোহী, বিশ্বাস ঘাতক দেশদ্রোহী নন। নেই সেখানে কোন অশুভ "ধর্মনিরপেক্ষ চক্র" । বাংলাদেশে তখন বি.এন.পি. সরকার। প্রধান মন্ত্রী খালেদা জিয়া। মায়ানমারের সরকার ৬০, ০০০ মুসলমানকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে (Push Back)দেয়। ক্ষুদ্র মায়ানমার যা পারে - বৃহৎ শক্তি ভারত তা পারে না .... বর্তমানেও আরাকান প্রদেশে বৌদ্ধ মুসলিম সংঘর্ষ চলছে। মুসলমানরা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে। আর হতভাগ্য ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে বাংলাদেশ থেকে জলস্রোতের ন্যায় মুসলিম অনুপ্রবেশ অব্যাহত। লক্ষ্য তাদের পুনরায় ভারত বিভাগ।

তাহলে প্রমাণিত হল মুসলমান কখনও রাশিয়ান, চীনা, বাঙালী বা ভারতীয় হয় না।

সিপাহী বিদ্রোহ -

ধর্মযুদ্ধের হুঙ্কার দিয়েই মুসলমানের হিন্দুস্থান অভিযান। তারপর কমবেশী হাজার বছরের ইসলামি শাসন। জিহাদের উদ্দেশ্য হল সার্থক। হিন্দুস্থান হল দার-উল-ইসলাম। ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে মুসলমানের ভাগ্যরবি হল অস্তমিত*। এল ইংরেজ। হিন্দুস্থান আবার দার-উল-হারব। পুনরায় বেজে ওঠে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধের রণদামামা।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের প্রকৃতি নির্ণয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। একশ্রেণীর ঐতিহাসিকদের মতে ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থান হল ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। মহাবিপ্লবী স্বনামধন্য বীর সাভারকর এই মতের প্রধান প্রবক্তা। অন্যমতে এই বিদ্রোহ ছিল প্রকৃত পক্ষে সিপাহীদের বিদ্রোহ। ঘটনার বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয় - জনসাধারণ ও দেশীয় রাজন্যবর্গ ব্যাপকভাবে এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেনি। বিদ্রোহ মাত্র কয়েকটি অঞ্চলে - তাও প্রধানতঃ সিপাহীদের একাংশের

---

* পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পরাজয় ভারতের নিকট ভগবানের আশীর্বাদ স্বরূপ। এই যুদ্ধে মুসলমান পরাজিত না হলে আমাদের সুপ্রাচীন সভ্যতার গৌরব মহিমার পুনরুদ্ধার হত না। বর্তমানের ঐক্যবদ্ধ ভারত নয়, তখন ভারত হত পশ্চিম এশিয়ার মুসলিম দেশগুলির ন্যায় কলহদীর্ণ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত এক ভূখন্ড।

মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। দিল্লীর বিদ্রোহীরা বাহাদুর শাহকে সম্রাট ঘোষণা করায় - শিখ ও রাজপুত শক্তি ঐতিহাসিক কারণেই বিদ্রোহে যোগদান করেনি;বরং ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করেছে। মারাঠারা অংশ নিয়েছে , তবে স্বাধীন ভাবে। বাহাদুর শাহকে তাঁরা স্বীকার করেনি। কানপুরের সিপাহীরা মারাঠা নায়ক নানা সাহেবকে পেশোয়া বলে ঘোষণা করে। নানাসাহেব সিপাহীদের দিল্লী পাঠাতে অসম্মত হন। সকল ঘোষণা তাঁর নামেই করা হত। এদের মনে আশঙ্কা ছিল, বাহাদুর শাহ সম্রাট হলে ভারতে আবার মুসলিম রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হবে। এখন প্রশ্ন হল মুসলমান এই বিদ্রোহকে কোন দৃষ্টিতে দেখেছিল। বস্তুত তাদের নিকট এ ছিল ধর্মযুদ্ধ। অর্থাৎ কাফেরের বিরুদ্ধে জেহাদ। সেই সময়কার বিভিন্ন রচনায় এর সমর্থন পাওয়া যায়। সমসাময়িক ঐতিহাসিক জীবনলালের (Jiwanlal) ১৯ শে মে'র (১৮৫৭) দিনলিপির বিবরণ অনুযায়ী - জুমা মসজিদে আজ ধর্মযুদ্ধের পতাকা উত্তোলিত হল।

২০শে মে। মহম্মদ সৈয়দ সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাত করে জানালেন - হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত করার জন্যই জেহাদের নিশান তোলা হয়েছে। (This day the standard of the holy war was raised by the Mahammedans in the Jumma Masjid). On May 20, he wirtes : Mahammad Sayed demanded an audience and rep-resented to the king that the standard of holy war had been erected for the purpose of inflaming the minds of the Mahammedans against the Hindus)[1]

রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন - এই হিন্দু বিদ্বেষ শুধুমাত্র দিল্লীতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সরকারি বিবরণ অনুযায়ী ৪ঠা জুন বেনারসে বিদ্রোহের রাত্রে সংবাদ পাওয়া গেল যে একদল মুসলমান বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে ইসলামের সবুজ নিশান ওড়াতে সংকল্পবদ্ধ। ইংরেজ রাজকর্মচারী মিঃ লিন্ড শহরের রাজপুতদের স্বধর্মের অপমান প্রতিরোধে আহ্বান জানান। তবেই মুসলমান নিবৃত্ত হয়। (But the communal spirit was not confined to Delhi.We learn from official re-port that on the night of mutiny (June-4) at Varanasi "news was received that some Mussulmans had determined to raise the Green Flag in the temple of Bishessur .... Mr. Lind called on the rajputs in the city to prevent the insult to their faith.

---

1. R. C. Majumder - History of the freedom Movement In India, Vol - I, P - 217

So the Mussulman retired peacefully”.[1]

বেনারস ছাড়াও উত্তর প্রদেশের বহু অঞ্চলে হিন্দু বিরোধী দাঙ্গা হয়েছে। উড়েছে ইসলামের সবুজ নিশান। .... মুসলমান মুসলিম রাজত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠা দাবি করে। হিন্দুদের পূণ্য তীর্থক্ষেত্র হরিদ্বার ও কন্‌খলে মুসলমান পৈশাচিক আনন্দে হিন্দু হত্যায় মত হয়। (The communal hatred led to ugly communal riots in many parts of U.P. Green Flag was hoisted and bloody wars were fought between the Hindus and Muslims in Sirsa, Budeon, Shahjahanpur, Bareilly, Moradabad and other places where the Muslims shouted for the revival of the Muslim Kingdom. Two famous Hindu places of Pilgrimage, Haridwar and Kankhal were mercilessly sacked)[2].

সিপাহী বিদ্রোহ কেবলমাত্র উত্তর প্রদেশেই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এ ঘটনা বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ যে, অযোধ্যা ও রোহিলা খন্ডে মুসলিম দলপতিগণ - তাঁদের ঘোষণায় ধর্ম ও কোরানের নামে মুসলিম জনতার নিকট আবেদন জানিয়েছে। তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কাফেরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলে মৃত্যুর পর বেহেস্তে গতি হয়। (It is very significant fact that all the proclamations of the Muslim chiefs in Avadh and Rohilakhand contain an appeal to the Muslims in the name of their religion and remind them on their faith in the koran, that by fighting against the infidels, they would secure to themselves eternal bliss after death).[3]

একই অভিমত পোষণ করেন ডঃ বি. আর. আম্বেদকর। তিনি বলেন, “জিজ্ঞাসু পাঠক যদি ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস বিশ্লেষণ করেন তবে দেখতে পাবেন যে, এই বিদ্রোহ প্রকৃতপক্ষে ছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে মুসলমানের জেহাদ। সৈয়দ আহ্‌মেদ বিগত কয়েক দশক প্রচার করেছেন যে ভারত ইংরেজ কর্তৃক অধিকৃত হওয়ায় দার-উল-হারবে পরিণত হয়েছে। তাই মুসলমানকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ই বিদ্রোহ করতে হবে। ভারতকে পুনরায় দার-উল-ইসলামে রূপান্তরিত করার লক্ষে ১৮৫৭ সালের

---

1. R. C. Majumder - History of the Freedom Movement In India, Vol - I, P -217
2. Ibid, P - 217
3. Ibid, P : 220 - 221

সিপাহী বিদ্রোহ এক বলিষ্ঠ প্রয়াস। এর সাম্প্রতিকতম উদাহরণ হল আফগানিস্থান কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা। *

খিলাফত নেতৃত্বের প্ররোচনায় মুসলমানরাই ভারতকে মুক্ত করার জন্য আফগান সাহায্য প্রার্থনা করে। মূল কথা হল ভারত যদি সম্পূর্ণভাবে মুসলিম পদানত না হয় - তবে দেশটি অবশ্যই দার-উল-হারব। এবং সেক্ষেত্রে ইসলামিক অনুশাসন অনুযায়ী মুসলমান সঙ্গতভাবেই জেহাদ ঘোষণা করতে পারে (The curious may examine the history of the mutiny of 1857 and if he does, he will find that, in part, at any rate, it was really a "Jihad" proclaimed by the Muslims agaisnt the British, and that the mutiny so far as the Muslims were concerned was a recrudescence of revolt which had been fostered by Sayyed Ahmad who preached to the Musalmans for several decades that owing to the occupation of India by the

---

* এই সময় সংবাদে প্রকাশ যে ভারতের মুসলমানদের আমন্ত্রণে আফগানিস্থানের নবাব ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা করছে। এ সম্বন্ধে মহম্মদ আলির বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ ঃ জেহাদের উদ্দেশ্য নিয়ে আফগানরা যদি ভারত আক্রমণ করে; ভারতের মুসলমান তাদের পক্ষে যোগদান করতে শুধু বাধ্য নয় - যদি হিন্দুরা সহযোগিতা না করে তবে তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করা হবে। (একই ধর্মীয় কারণে পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করলে এদেশের মুসলমানের সমর্থন থাকে পাকিস্তানের প্রতি) If the Afgans invaded India to wage holy war, the Indian Mahammedan are not only bound to join them, but to fight the Hindus if they refuse to co-operate with them).[1]

মহম্মদ আলির ঘোষণায় দেশবাসী স্তম্ভিত। প্রকাশ্যে দেশদ্রোহীতা! কিন্তু গান্ধী অবিচল। মহম্মদ আলিকে সমর্থন করে তিনি বলেন - ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমি অবশ্যই আফগান নবাবকে সাহায্য করব। দেশবাসীর নিকট আবেদন জানিয়ে আমি বলব যে সরকার জাতির (কোন জাতির?) আস্থা হারিয়েছে, তাকে সাহায্য করা অপরাধ। (I would in a sense, certainly assist the Amir of Afganistan if he wages war against the British Govt. That is to say, I would openly tell my countrymen that it would be a crime to help a Govt. which had lost the confidence of the nation to remain in power.[2]

---

1. R. C. Majumder - History of the Freedom Movement In India, Vol - III, P - 53

2. Dr. B.R.Ambedkar - Writings & Speeches, Vol - 8, P - 155

British the country had become a Dar-Ul-Harb... A more recent instance was the invasion of India by Afganistan in 1919. It was engineerd by the Musalman of India ..... the fact remains that India, if not exclusively under Muslim rule, it is Dar-Ul-Harb and the Musalmans acc, to the tenets of Islam are justified in proclaiming a Jihad).[1] প্রত্যাশিত ভাবেই সিপাহী বিদ্রোহের আড়ালে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধের বিরাট আয়োজন ব্যর্থ হয়। কিন্তু জেহাদের বিরাম নেই। এল ওয়াহবি আন্দোলন। প্রবর্ত্তক রায়বেরিলির সৈয়দ আহ্মেদ। ১৮৩১ সালে শিখদের সাথে যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হলে এ আন্দোলন দ্রুত সারাভারতে ছড়িয়ে পড়ে। ওয়াহবি আন্দোলন দমন করতে ইংরেজ সরকারকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন -

বাংলা দেশেও উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে কতিপয় মুসলিম ধর্মসংস্কারকের আর্বিভাব হয়। এঁরা সকলেই ছিলেন Pan - Islamic. তাঁরা ঘোষণা করলেন, ইংরেজ শাসনাধীন বাংলা হল দার-উল-হারব।

ইসলামিক রাষ্ট্র স্থাপনের জন্য ইংরেজ ও হিন্দুর বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা মুসলমানের পবিত্র কর্তব্য। এঁদের মধ্যে হাজী শরীয়ত উল্লার ফারজি (faraizi)* আন্দোলন, মৈনুদ্দিন আহ্মেদ ওরফে দুঁদুঁ মিয়ার খিলাফত সংগঠন ও মীর নিশার আলি ওরফে তিতুমীরের * আন্দোলন উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তানের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক কে. কে. আজিজ এর অভিমত হল "এই সকল নেতার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম সমাজের সংস্কার;হিন্দু জমিদারদের গোলামী হতে মুক্ত করে তাঁদের আর্থিক উন্নতি বিধান এবং সকল শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ইসলাম - বিরোধী রীতি নীতির দূরীকরণ। সর্বোপরি ইংরেজদের বিতাড়িত করে একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা।" (The

---

* ফর্জ শব্দ থেকে ফরাজি আন্দোলনের উৎপত্তি। মুসলমানকে 'ফর্জ' অর্থাৎ 'প্রকৃত-কর্তব্যে' উদ্বুদ্ধ করার জন্য মক্কা থেকে নির্দেশিত ও শরীয়তউল্লা পরিচালিত আন্দোলনই ফরাজি আন্দোলন।
* এদেশে মুসলমানের সহযোগী হিন্দু-বিদ্বেষী প্রগতিশীল ধর্ম নিরপেক্ষ 'চক্র' প্রচার করে যে, তিতুমীর ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। পশ্চিমবঙ্গের পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার এই জেহাদী তিতুমীরের নামে বারাসাত (উত্তর ২৪ পরগণা) কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাসের নাম করণ করেছে।

---

1. Dr. B. R. Ambedkar - Writings & Speeches, Vol - 8, P - 295-296.

Principal goals of all these leaders were to effect reforms in the Muslim community, to improve their economic position by releasing them from the slavery of the Hindu Land Lords, to eradicate un-islamic practices from the Muslims of all classes and to drive the British out of the territory so that Muslims could live in freedom in an independent state of their own). [1] বাংলায় এই দার-উল-ইসলাম বা "পাকিস্তান" রাষ্ট্র গঠনে মুসলমান ইংরেজের সক্রিয় সহযোগিতা পেয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলা তথা সমগ্র ভারতে দেখা দেয় ব্যাপক হিন্দু জাগরণ। ইংরেজ প্রমাদ গুণল। লন্ডনে ইংরেজ রাজনীতিবিদরা মিলিত হলেন এক গোপন বৈঠকে। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড হিউমও সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় সিদ্ধান্ত হল নবজাগ্রত হিন্দু জাতির স্বাধীনতা স্পৃহা যাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে ক্ষুন্ন না করতে পারে, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। স্বাধীনতা আন্দোলনকে যদি সংস্কার আন্দোলনে পরিবর্তিত করা যায় - তবে তাই হবে ইংরেজের পক্ষে সর্বাধিক নিরাপদ। তারজন্য চাই একটি রাজনৈতিক দল। প্রতিষ্ঠিত হল বিদেশী লর্ড হিউমের নেতৃত্বে কংগ্রেস দল। নামটিও নেওয়া ইংরেজী ভাষা থেকে।*

লর্ড কার্জন তখন গভর্নর জেনারেল। তিনি বুঝতে পারলেন, দেশপ্রেমের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হিন্দু শক্তিকে দমন করতে না পারলে ব্রিটেনের ভারত সাম্রাজ্য বিপন্ন হতে পারে। শত্রুর শত্রু আমার মিত্র। রাজনীতির এই ধ্রুব সত্যকে মেনে নিয়ে তিনি মুসলমানের পক্ষ নিলেন। তাঁদের দাবি মেনে তিনি ১৯০৫ সালের ১৬ই ডিসেম্বর, ঘোষণা করেন বঙ্গ বিভাগ। এই প্রসঙ্গে রমেশ চন্দ্র মজুমদারের বিস্তারিত বিবরণ সংক্ষেপে উদ্ধৃত হল ঃ এই সময় হিন্দু ও কংগ্রেস বিদ্বেষী আলিগড়ের সুপ্রসিদ্ধ নেতা সৈয়দ আহমেদ * মুসলমান সম্প্রদায়কে হিন্দুর বিরোধী এবং ভিন্ন জাতিরূপে পরিচিত করিয়া

---

* নামটি বিদেশী - প্রতিষ্ঠাতা একজন বিদেশী। বর্তমান সভাপতিও এক বিদেশিনী।

* অবশ্য মার্কসবাদী ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব বলেন - তিনি ছিলেন "অসাধারণ প্রগতিশীল .... উনবিংশ শতাব্দীর এক অগ্রণী চিন্তানায়ক"। (He was a remarkably progressive man .... among the 19th Century Thinkers, he is perhaps, the boldest) - The statesman, 8-11-1995.

সৈয়দ আহমেদ প্রতিষ্ঠিত আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় - "পাকিস্তান রাষ্ট্র" গড়ার কারখানা রূপে পরিচিত। বর্তমানে ইসলামি জেহাদী সংগঠন SIMI (Students Islamic

1. K.K.Aziz - The Murder of History, P : 209-210

সরকারি সাহায্যে স্বীয় সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য নানাভাবে সচেষ্ট ছিলেন এবং ইহাই ছিল তাহার শেষ জীবনের ব্রত। এই উদ্দেশ্যে তিনি ঢাকা নগরীতে মুসলমান নেতৃবৃন্দের এক সভা আহ্বান করেন। ঢাকার নবাব সলিমুল্লা ইহার প্রধান পৃষ্টপোষক ছিলেন এবং এই সভাতেই "মুসলিম লীগ" নামে কংগ্রেসের ন্যায় - কিন্তু, কেবল মুসলমান সদস্য লইয়া একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ঢাকা শহরে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ৩১ শে ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হইল"। জাতীয়তাবাদী (?) কংগ্রেস নেতা ও পরবর্তীকালে কংগ্রেস সভাপতি " মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন" - Azad- India wins Freedom, P - 117

বরেণ্য ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে - "এই ভাবেই হিন্দু ও মুসলমান, এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে হিংসা ও বিভেদের বীজ রোপিত হইল কালক্রমে তাহাই ৪০ বছর পরে মহামহীরূপে পরিণত হইয়া পাকিস্তান সৃষ্টি করিল। এই বিরোধাত্মক মনোবৃত্তি গভর্ণমেন্টের স্বার্থসিদ্ধি র অনুকুল হওয়ায় - অচিরাৎ ইহার ফলে সাম্প্রদায়িক কলহ ও মারামারি আরম্ভ হইল এবং সরকারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমোদন ও সহানুভূতি লাভ করিল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ (মুসলিম লীগ নেতা) কুমিল্লায় গেলেন। ইহার পর মুসলমানরা চারদিন যাবৎ হিন্দু সম্প্রদায়ের দোকান লুঠ, বাড়িঘর পোড়াইয়া দেওয়া, স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে প্রহার ও নানাবিধ অত্যাচার চালাইতে লাগিল, পুলিস কিছুমাত্র বাধা দিল না। হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানদের উত্তেজিত করার জন্য মুদ্রিত ইস্তাহার বিলি করা হইল"[1]। তাহার মধ্যে লাল ইস্তাহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

" হে মুসলমানগণ! জাগরিত হও। তহবিল সংগ্রহ কর। .... তোমাদের জ্ঞান নাই, যদি জ্ঞান লাভ করিতে পার, তবে একদিনেই হিন্দুকে জাহান্নামে পাঠাইতে পারি" [2] বাংলা ভাগ হলে পূর্ব বাংলা হবে মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ - অর্থাৎ দার-উল-ইসলাম বা পাকিস্তান। বৃহত্তর পাকিস্তান গঠনের পক্ষে কার্যকরী পদক্ষেপ। মুসলমান তাই প্রকাশ্যে ও সক্রিয়ভাবে বঙ্গ বিভাগ সমর্থন করে। পাকিস্তানি ঐতিহাসিক কে. কে. আজিজ

Movement of India) -এর সৃষ্টি এই আলিগড়ে। কেরালার জনৈক মার্কসবাদী সাংসদের বিশেষ উদ্যোগে ও পশ্চিমবঙ্গের মার্কসবাদী মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য এবং প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জ্জীর (বর্তমানে রাষ্ট্রপতি) সক্রিয় সহযোগিতায় এ রাজ্যের মুসলিম প্রধান মুর্শিদাবাদ জেলায় এই আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হিন্দু ও ভারত বিরোধী সকল বিষয়ে মুসলমান কংগ্রেস কম্যুমিষ্ট এক জোট।

1. রমেশ চন্দ্র মজুমদার - বাংলা দেশের ইতিহাস, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৭২
2. রমেশ চন্দ্র মজুমদার - বাংলা দেশের ইতিহাস, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৭৪

ঘটনার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বলেন - প্রধানত বাঙালী মুসলমানদের উদ্যোগেই ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় সারা ভারত মুসলিম লীগ*। ১৯০৫-১৯১১ সাল এই ছ'বছর বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দু ও কংগ্রেসের প্রবল বিক্ষোভ আন্দোলন বাংলার মুসলমান মোকাবিলা করেছে। সিমলায় প্রতিনিধিদল প্রেরণ ও মুসলিম লীগের উত্থানের উত্তেজনাপূর্ণ বছরগুলিতে যে বিষয়টি বাংলার মুসলমানদের হৃদয়কে গভীরভাবে আলোড়িত করেছে তা হল বঙ্গ-বিভাগ। বাংলা ভাগ করে (পূর্ববাংলায়) একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ গঠনের বিরুদ্ধে যে তীব্র গণ আন্দোলন হয় তার প্রতি কংগ্রেসের ছিল পূর্ণ ও প্রত্যক্ষ সমর্থন। সুতরাং বঙ্গবিভাগের বিষয়টি প্রাদেশিকতার সীমা অতিক্রম করে সর্বভারতীয় স্তরে উন্নীত হয় যা মুসলমানকে গভীর আবেগে উত্তেজিত করে এবং সংগঠিত হয় উপর্যুপরি হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা। (It was mainly on the initiative of Bengali leaders that the All India Muslim League was established in Dacca in Dec - 1906. Between 1905 and 1911 the Bengali Muslims faced the Hindu and Congress agitation and anger because of the partition of Bengal .... During the hectic years of the Simla deputation and the emergence of AIML the most important issue which touched the heart and life of every Bengali Muslim was the partition. It was by no means a provincial matter. The Hindu agitation against the splitting up of Bengal and the creation of a new Muslim majority province had the solid backing of the Congress. This raised the controversy to an all India Level where it stirred deep passions and led to frequent and bloody Hindu- Muslim riots). [1]

সমগ্র জাতি যখন ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তাল, তখন মুসলমান শুধু নীরব দর্শকের ভূমিকায় ছিল না - সে ছিল ইংরেজের সহযোগী। এমনকি পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের জন্যও তাকে কার্যত কোন আন্দোলন করতে হয় নি। কংগ্রেসের কল্পনা বিলাসী সর্বোচ্চ নেতৃত্বের একাধিক পর্বত প্রমাণ আত্মঘাতি ভ্রান্ত পদক্ষেপ ভারত বিভাগ অনিবার্য করে তুলেছিল। ইংরেজ উপলক্ষ্য মাত্র। যদিও মুসলমান দাবি করে যে তারা

***যে মুসলিম লীগ দেশভাগ করেছে - তার প্রতিষ্ঠা হয়েছে বঙ্গদেশের ঢাকায়। উদ্যোক্তা ডঃ নজরুল ইসলামের বাঙালী মুসলমান।**

1. K.K.Aziz - The Murder of History, P - 211, 216

তাদের স্বাধীনতার (পাকিস্তান) জন্য প্রভূত ত্যাগ স্বীকার করেছে। ঐতিহাসিক **কে. কে. আজিজ-এর মতে এই দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। "প্রকৃত ঘটনা হল - ১৮৫৮-১৮৬০ ও ১৯২০-২২ সালের (খিলাফত আন্দোলন) কয়েক বছর ব্যতীত ১৮৫৭-১৯৪৭ পর্যন্ত মুসলমান স্বাধীনতার জন্য কোন দুঃখকষ্ট বরণ করেনি। একথা অনেকেই ভুলে যান যে মুসলিম লীগের আন্দোলন প্রথমে ছিল সংরক্ষণ ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধা এবং পরবর্তীকালে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য; এবং এ আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক। আবেদন নিবেদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কোন মুসলিম লীগ নেতা কারাবরণ করেনি; মুসলিম জনতাকে ইংরেজ পুলিসের গুলি খেতে হয়নি"**
'The fact is that, apart from the brief years of 1858-1860 and 1920-22, Muslim suffers little hardship between 1857 to 1947. It is forgotten by everyone that Muslim League's search for protection and safeguards (in the early years) and its struggle for an independent country (in the later years) were strictly constitutional efforts .... No Muslim league leaders languished in prisons. No Muslim Massesses faced British Bullets.)[1]

এই হল ভারতের মুসলমান! যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য এক বিন্দু রক্ত দেয় নি - তারাই আজ দেশের সম্পদ ভান্ডারের মুখ্য দাবিদার ! মোগল সাম্রাজ্যের পতন হলে ভারতে মুসলিম রাজত্বের ঘটে অবসান। ভারত আবার দার-উল-হারব। কিন্তু মুসলমান তা মেনে নিতে পারে না। ভারতকে দার-উল-ইসলাম করা তার ধর্মীয় লক্ষ্য। "জেহাদ" তার জন্য ধর্ম নির্দেশিত পথ। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে - সিপাহী বিদ্রোহে মুসলমান যুগপৎ ইংরেজ ও হিন্দুর বিরুদ্ধে ঘোষণা করে "জেহাদ"*। তারপর দেশব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন দাঙ্গারূপে আবির্ভাব ঘটে জেহাদের। ইতিমধ্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে হিন্দুর স্বাধীনতা আন্দোলন প্রবল হয়। দেখা দেয় ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাবনা। ভারতে মুসলিম শাসনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব বুঝতে পেরে মুসলমান স্বতন্ত্র জাতীয় রাষ্ট্রের দাবি করে। দাবি আদায়ের জন্য দাঙ্গা হয় তার হাতিয়ার। **ইসলামী "জেহাদ" যদি ভারতে পুনরায় মুসলিম শাসন অর্থাৎ দার-উল-ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পারত; তবে আর মুসলমান স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি করত না। ভারত বিভাগ প্রশ্নে এই বিষয়টি সর্বাগ্রে বিবেচ্য। Pan-Islam ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ তত্ত্বগতভাবেই পরস্পর বিরোধী। এই বিরোধিতাই হিন্দু-মুসলিম অনৈক্য ও ভারত বিভাগের মূল কারণ।**

* পরবর্তী কালের 'ফর্জ', 'ওয়াহবি' ও ১৯২০ সালের 'খিলাফত' আন্দোলনও' ছিল হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানের জেহাদ।

1. K.K.Aziz - The Murder of History, P - 197

১৯৪০ সালের ২৪শে মার্চ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়। মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন বাংলার উদারচেতা প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক। মুসলমান নেতাদের মধ্যে প্রগতিশীল ও ধর্মনিরপেক্ষ বলে যিনি ছিলেন খ্যাতিমান। অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে মহম্মদ আলি জিন্না বলেন - "হিন্দু ও মুসলমান, দুটি পৃথক জাতি। হিন্দু ও মুসলমানদের পৃথক ধর্ম, দর্শন, সামাজিক প্রথা ও সাহিত্য। তাহারা পরস্পর বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হন না বা একসঙ্গে আহারও করেন না। জীবন সম্পর্কে তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পৃথক। হিন্দু ও মুসলমানরা সাহিত্য ও ইতিহাসের দিক হইতে বিভিন্ন প্রকারের অনুপ্রেরণা লাভ করে। তাঁহাদের একের কাছে যাঁহারা বীর ও পূজনীয়, অন্যের কাছে তাঁহারা ঘৃণ্য শত্রু। সুতরাং এই দুই জাতি- এক রাষ্ট্রের অর্ন্তভুক্ত হইলে কখনও মিলিয়া মিশিয়া সুখে সন্তুষ্ট চিত্তে থাকিতে পারিবে না। বিগত বারো শত বৎসরের ইতিহাস হইতে প্রমাণিত হয় যে, এই দুটি জাতির * মধ্যে জাতীয় ঐক্য কখনও গড়িয়া উঠে নাই। ইংরেজের ভয়ে একটি যে কৃত্রিম ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, ইংরেজ রাজত্ব অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও অবসান হইবে। তখন ভারতের শাসনতন্ত্রে হিন্দুদের প্রাধান্য থাকিবে। আমি আশা করি, ইংরেজ জোর করিয়া কখনও মুসলমানদের হিন্দু রাজ্যে বাস করিতে বাধ্য করিবে না। কারণ মুসলিম ভারত এমন শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে না যেখানে হিন্দুর প্রাধান্য থাকিবে"।[1]

---

* ক) জাতির (Nation) সংজ্ঞায় স্বামী বিবেকানন্দ ঃ

স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক দৃষ্টি অনুসরণ করে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ লিখেছেন - " ... ত্যাগ ও চরম সত্যের অপরোক্ষজ্ঞানকে ভিত্তিস্বরূপ অবলম্বন করিয়াই ভারতের জাতীয়তারূপ সুমহান সৌধ চিরকাল দণ্ডায়মান রহিয়াছে, ঐ জাতীয়তার প্রাণশক্তি ভারতের ধর্মের ভিতরেই নিহিত।"

জাতীয় ঐক্যের নীতি ঘোষণা করে স্বামীজী বলেছিলেন ঃ " A Nation in India must be a union of those whose hearts beat to the same spiritual tune". উদার ও গভীর এইরূপ অধ্যাত্মচেতনার ঐক্য ভূমিতে স্বামীজী রোপন করেছিলেন ভারতীয় জাতীয়তাবোধবৃক্ষ। স্বামীজীর এই প্রয়াসের ফলে সহজেই স্বাভাবিক জাতীয়তাবোধ স্ফুরিত হয়েছিল, জাতির পুনরুত্থান সহজসাধ্য হয়েছিল। ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার স্বামীজীর অবদানের স্বীকৃতি জানিয়ে লিখেছেন ঃ Vivekananda vitalised the nationalism of India by putting it on a spiritual level and making it a clarion call of the Hindus to realise the value of their spiritual heritage ..."

---

1. রমেশ চন্দ্র মজুমদার - বাংলা দেশের ইতিহাস, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৪৩৪

কলিকাতা দাঙ্গা -

১৯৪৩ সালের ২৭শে জুলাই মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ১৬ই আগষ্টকে "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস" (Direct Action Day) রূপে পালনের আহ্বান জানায়। মুসলিম মহল্লায় ধ্বনি ওঠে "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান"। বাংলায় মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা। প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দি গান্ধীর প্রিয় ভ্রাতা । হিন্দু মেধ যজ্ঞের আয়োজন সম্পূর্ণ। ৫ই আগষ্ট ১৯৪৬ - কলকাতা থেকে প্রকাশিত The Statesman পত্রিকায় সুরাবর্দি 'শহীদ' এই ছদ্মনামে এক প্রবন্ধ লেখেন ঃ দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও রক্তপাত যদি মহৎ কাজের * জন্য হয় তবে তা খারাপ নয়। অথচ মুসলমানের নিকট পাকিস্তান * দাবি অপেক্ষা প্রিয় ও মহত্তম আর কিছু নেই। (Bloodshed and disorder are not necessarily evil in themselves if resorted for a noble cause. Among Muslims today no cause is dearer or nobler than Pakistan)[1] মুসলমানদের সুরক্ষা এবং রাজ্য পুলিশ বাহিনীকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য সুরাবর্দি পাঞ্জাব থেকে ৫০০ মুসলমান পুলিশ এনেছেন। ১৬ই আগষ্ট সরকারি ছুটি ঘোষিত হয়। বিভিন্ন উর্দুপত্রিকায় ছাপা হল মুসলমান নেতাদের জ্বালাময়ী ভাষণ। বিলি করা হয় লক্ষ লক্ষ উত্তেজনাপূর্ণ প্রচার পত্র। একটি উর্দু পত্রিকায় লেখা হয় - "এই রমজান মাসে ইসলাম ও কাফেরদের প্রথম প্রকাশ্য যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই রমজান মাসেই আমরা মক্কায় জয়লাভ করি এবং পৌত্তলিকদের নিশ্চিহ্ন করিয়া দেই। এই মাসেই ইসলামের বনিয়াদ স্থাপিত হয়। আল্লার ইচ্ছায় পাকিস্তান লাভের উদ্দেশ্যে জেহাদ আরম্ভ করিবার জন্য নিখিল

জাতীয় জীবনের গঠনকর্তা স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি ঋণ স্বীকার করে চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী ১৯৬২ খ্রীঃ ২৭শে জুলাই লিখেছিলেন ঃ Swami Vivekananda saved Hinduism and saved India. But for him we would have lost our religion and would not have gained our freedom. We therefore owe everything to Swami Vivekananda."

শ্রী অরবিন্দ বলেছেন ঃ ভারতের জাতীয় আদর্শের বীজ বিবেকানন্দের ভিতর নিহিত ছিল। ... বিবেকানন্দই আমাদের জাতীয় জীবনের গঠনকর্তা। তিনিই ইহার প্রধান নেতা। ঐতিহাসিক পানিক্কর লিখেছেন ঃ What gave Indian nationalism its dynamism and ultimately enabled it to weld at least the major part of India into one state was the creation of a sense of community among the Hindus to which the credit should to a very large extent go to Swami Vivekananda ..." - স্বামীলোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত - চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, পৃঃ ৭৪-৭৫।

মনীষীদের এই সুচিন্তিত অভিমতের প্রেক্ষিতে গান্ধী-নেহেরুর হিন্দু-মুসলমানকে নিয়ে এক ভারতীয় জাতি গঠনের তত্ত্ব বিবেচনারও যোগ্য কি ... ?

* দেশভাগ মহৎ কাজ। এই মহৎ কাজের জন্য হিন্দু হত্যা খারাপ নয় - বলেছেন ডঃ সাহেবের বাঙালী (?) মুসলমান শহীদ সুরাবর্দি।

* ইতিহাসবিদ্ বিদগ্ধ পন্ডিত ডঃ নজরুল ইসলাম বলেন - "বাংলাকে মুসলমানরা ভাগ করেন নি" পৃষ্ঠা - ৬১। খাঁটি কথা। মুসলমানরা পুরা বাংলাকেই পাকিস্তানের অর্ন্তভুক্ত করতে চেয়েছিল। হিন্দুর বাঁধা দানে সে স্বপ্ন পূর্ণ হয় নি।

---

1. Leonard Moslay - The Last Days of the British Raj, P - 27

ভারত মুসলিম লীগ এই রমজান মাস ঠিক করিয়াছেন"*[1]।

কলিকাতা জেলা মুসলিম লীগের সেক্রেটারি এবং কলিকাতার মেয়র মহম্মদ ওসমানের স্বাক্ষরে এই পুস্তিকাটি প্রচারিত হয়। ডঃ নজরুল ইসলাম পুলিশের পদস্থ আধিকারিক। তিনি ইচ্ছে করলে লালবাজারে সুরাবর্দির Article ও এই প্রচার পত্রের দুই একখানি কপি অবশ্যই পাবেন। প্রথম দুইদিন মুসলমান ইসলামের ঐতিহ্য অনুযায়ী অভাবনীয় সাফল্যের সঙ্গে হিন্দুমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। সেই একই ইতিহাস - হত্যা, হিন্দুনারী ধর্ষণ, অপহরণ, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ। কলকাতা দাঙ্গার জন্য সকলেই 'বাঙালী' মুসলমান সুরাবর্দিকেই অভিযুক্ত করেছেন। ইংরেজ ঐতিহাসিক Leonard Moslay লিখেছেন ঃ "হিন্দু-শিখ জনতা যখন প্রতিশোধ নিতে প্রস্তুত হয় তখন তিনি সেনা তলব করেন। (It was when the Hindu and Sikhs had come out in retaliation then the Chief Minister had called for military aid)[2].

মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্বন্ধে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল লন্ডনে ভারত সচিবের নিকট নিম্নোক্ত বার্তা পাঠান ঃ

"১৬-১৮ই আগষ্টের মধ্যে কলিকাতার এই সকল দাঙ্গায় ৪৪০০ জন হত, ১৬০০০ আহত এবং একলক্ষ লোক গৃহহীন হয়েছে"[3] **ডঃ নজরুল ইসলাম নিশ্চয়ই গর্বিত। ঐ সকলই তাঁর 'আদিবাসী ভূমিপুত্র' মুসলমান ভাইদের কীর্তি।**

---

* এ দাবি যথার্থ। যুদ্ধ ও নরহত্যার মধ্য দিয়েই ইসলাম ধর্মের অভিযেক। নায়ক স্বয়ং পয়গম্বর মহম্মদ। 'জেহাদের' নামে বিশ্বব্যাপী সেই নরহত্যা আজও চলছে।

ক) ২০০৬ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর। ষোড়শ পোপ বাইজাইন্টান সম্রাট দ্বিতীয় এমানুয়েলের বক্তৃতা উদ্ধৃত করে বলেছেন - "আমাকে দেখান হজরত মহম্মদ এমন কি বলেছেন ! দেখবেন, উনি শুধু অমানবিক হিংসার কথা, তলোয়ার দিয়ে ধর্ম প্রচারের কথা বলেছিলেন"। পোপের বিরুদ্ধে ইসলামি জগৎ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আনন্দবাজার পত্রিকায় সাংবাদিক সীমা সিরোহী "ঐতিহাসিক ভুল" (আঃ বাঃ ২৪-০৯-২০০৬) শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছেন ঃ ষোড়শ পোপ বেনেডিক্টের বিতর্কিত বক্তৃতার যে উগ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেল, তাতে কার্যত এটাই প্রমাণ হল যে, পোপের বক্তব্য অসাড় নয়। সোমালিয়াতে এক খ্রীষ্টান সন্ন্যাসিনী এবং তাঁর দেহরক্ষীকে হত্যার ঘটনা ইসলামের ভাবমূর্তি তুলে ধরল। সংক্ষেপে তা এই যে, উগ্র মৌলবাদীরা ধর্মটাকে দখল করে নিয়েছে! " রোম পুড়িয়ে দাও, পোপকে খুন কর জাতীয় উন্মত্ত চিৎকার, প্যালেষ্টাইনে গীর্জায় আক্রমন, খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে আল কায়দার হুমকি ..... " খটকা লাগে কোথায় দাঁড়িয়ে আছি।

খ) একই অভিমত তসলিমা নাসরিনের - "নিজের সৃষ্ট এই ধর্মকে ক্ষমতা দখল করার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন তিনি। নিদ্বির্ধায় মানুষ খুন করে, ভিন্ন গোত্রের লোকদের রক্তে স্নান করে; ভিন্ন ধর্মের মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করে, ইহুদি এলাকায় নিজের সৈন্য নামিয়ে দিয়ে তাদের সম্পদ লুঠ করে, মেয়েদের ধর্ষণ করে তিনি বিজয় নিশান উড়িয়ে দিলেন। এই ধর্ম কখনও তাঁর আধ্যাত্মিক ব্যাপার ছিল না, ছিল প্রথম থেকে শেষ অবদি রাজনৈতিক। ইহলৌকিক কোন আনন্দ থেকে নিজেকে তিনি বঞ্চিত করেন নি। ... আল্লাহ নাকি তাকে বলেছেন, 'যদি তুমি তোমার কোনও স্ত্রীকে তালাক দাও, তবে আল্লাহ তোমার জন্য আরও সুন্দরী, আরও সহনশীল, আরও পবিত্র, আরও নত, আরও লজ্জাবতী, আরও বিশ্বস্ত কুমারী বা বিধবা মেয়ে দেবেন বিয়ে করার জন্য। নিজের ছেলের বউ জয়নবকে বিয়ে করেও মোহাম্মদ তাঁর অপকর্মকে জায়েজ করেছেন আল্লাহর ওহি নাজেল করে, আল্লাহ নাকি তাঁকে বলেছেন তাঁর ছেলের বউকে বিয়ে করার জন্য ... " (তসলিমা নাসরিন - দ্বিখণ্ডিত, পৃঃ - ৫০)

---

1. রমেশ চন্দ্র মজুমদার - বাংলা দেশের ইতিহাস, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা - ৪০৪
2. Leonard Moslay - The Last Days of the British Raj, P - 33
3. রমেশ চন্দ্র মজুমদার - বাংলা দেশের ইতিহাস, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা - ৪০৫

নোয়াখালি -

১৬ই আগষ্ট কলকাতায় হিন্দু মেধ যজ্ঞে মুসলমান পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করতে পারেনি। দাঙ্গার তৃতীয় দিনে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জীর নেতৃত্বে হিন্দু শিখ জনতা গড়ে তোলে প্রতিরোধ ও পাল্টা আক্রমণ। সফল হয় না ইসলামিক জেহাদের উদ্দেশ্য। ক্রুদ্ধ মুসলমান কাফের হিন্দুকে চরম শিক্ষা দিতে বেছে নেয় রাজধানী কলকাতা হতে বহুদূরে নদী খাল ঘেরা পূর্ববাংলার নোয়াখালি জেলা। লোক সংখ্যার ৮২ শতাংশ মুসলমান, হিন্দু মাত্র ১৪ শতাংশ। প্রাদেশিক মুসলিম লীগের তদানীন্তন সম্পাদক আবুল হাশিম লিখছেন, ২৯ শে আগষ্ট নোয়াখালি জেলায় হঠাৎ আকস্মিক উত্তেজনার সৃষ্টি হল। মৌলানা গোলাম সারওয়ারের নেতৃত্বে ৭ই সেপ্টেম্বর নোয়াখালির মৌলভীদের সভায়* ঘোষণা করা হয় যে, কলকাতা হত্যাকান্ডের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মুসলমানদের যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। নোয়াখালি এবং কুমিল্লার সর্বত্র দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল। এবং সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে পূর্ব বঙ্গের সমস্ত জেলাব্যাপী দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ত। সুরাবর্দি আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার আপ্রাণ প্রচেষ্টা করেছিলেন। সুরাবর্দি এই আপ্রাণ প্রচেষ্টার রকমটা কি রকম তা সুচেতা কৃপালনি (কংগ্রেস সভাপতি আচার্য্য জে.বি.কৃপালনীর স্ত্রী - একসময় উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীও হয়েছিলেন) তাঁর আত্মজীবনীতে লিখে গেছেন। মোল্লাদের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী - হিন্দুদের পলায়নের পথ বন্ধ করতে রাস্তা কেটে দেওয়া হয়, উপড়ে ফেলা হয় রেললাইন। নৌকা, লঞ্চ ও স্টীমার দিয়ে অবরোধ করা হয় জলপথ। অতঃপর ১০ই অক্টোবর কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার দিন স্থানীয় বিধান সভার সদস্যের নেতৃত্বে ২৫০ মাঃ ব্যাপী বিস্তৃত অঞ্চলে শুরু হয় - ব্যাপকভাবে হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ, শতশত হিন্দুনারী অপহরণ, ধর্ষণ ও চরম লাঞ্ছনা ও নির্যাতন সহ মুসলমানের ঘরে আটক রাখা, বলপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তর প্রভৃতি। বিনকাশিম থেকে আহম্মদ শা আবদালি পর্যন্ত ইসলামের হানাদার বাহিনীর বীরশ্রেষ্ঠ সেনাপতিরা ঠিক যেমনটি করেছেন। **ডঃ সাহেব যদি এ কাহিনী না জেনে থাকেন** -

---

গ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথিতযশা সাংবাদিক, টি.ভি. সঞ্চালক Brigitte Gabriel সাত বৎসর কাটিয়েছেন লেবাননে ;ভ্রমন করেছেন বহু দেশ, ইসলাম সম্বন্ধে রয়েছে তাঁর প্রত্যক্ষ ও প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা Mrs. Gabriel অষ্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী, মার্কিন কংগ্রেস, এফ.বি.আই. ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে ইসলামি জেহাদ সম্বন্ধে তাত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেন - মহম্মদ স্বয়ং কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন, সেই হল প্রথম জেহাদ। বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতা প্রিয় মানুষের বিরুদ্ধে সেই জেহাদই নতুনভাবে আরণ্যক হিংস্রতার সঙ্গে সংঘটিত হচ্ছে। The initial Islamic war Mohammed declared on the infidels - the original Islamic war - has reemerged and is ramping up its attack on freedom loving people. - B. Gabriel - They must be stopped, P-2

* লক্ষ্যণীয় - কোন রাজনৈতিক দল বা সমাজ বিরোধীদের সভা নয়। হিন্দু হত্যার এই শপথ নেওয়া হয় মোল্লা বা মৌলভীদের সভায়। যাঁরা ইসলাম ধর্মের স্বীকৃত প্রবক্তা - মুসলমানের প্রণম্য - মসজিদে নমাজ পড়ায়। ইহাই তো স্বাভাবিক। কারণ ইসলামের মূল বাণী হল - বিধর্মী সংহার। Either Islam or Death.

- তবে ইতিহাস পড়ে জেনে নেবেন। প্রশ্ন - ১ যে দলিত মুসলিম ঐক্যের শ্লোগান দিয়ে বাংলা ও ভারতে পুনরায় 'পাকিস্তান' গড়ার চক্রান্ত তিনি করছেন - হিন্দু নিধন যজ্ঞ থেকে সেই নিম্নবর্ণের হিন্দুদের কি সযত্নে রক্ষা করা হয়েছিল ? প্রশ্ন - ২ তিনি লিখেছেন 'আমরা শুদ্ররা বা শূদ্রদের থেকে ধর্মান্তরিত" - ডঃ সাহেব খাঁটি মুসলমান। যখন হাইস্কুলের ছাত্র - তখন তিনি মসজিদে ইমামতি করেছেন। তাঁর তো জানা উচিৎ, ইসলামের বাণীই হল - Either Islam or Death. হয় ইসলাম গ্রহণ নতুবা শির দাও। এ ছাড়াও ছিল শত প্রকারের বিধি ব্যবস্থা (জিজিয়া কর অন্যতম) যাতে হিন্দুরা মুসলমান হতে বাধ্য হয়, হিন্দুস্তানে হিন্দুকে এই ভাবেই ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়। ভারতে ইসলামী শাসনের (মোগল সাম্রাজ্য) পতনের পর থেকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বাদ দিলে আজ পর্যন্ত কোন হিন্দু ধর্মান্তরিত হয় নি। অবশ্য পাকিস্তান ও বাংলাদেশে ইসলামের রীতি মেনে যথারীতি হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করা হয়েছে - এবং এখনও চলছে। হিন্দুস্থানে ৬-এর দশকের শেষ দিকে দঃ ভারতের মীনাক্ষীপুরমে ১৬০ জন হিন্দুকে ভীতিপ্রদর্শন ও প্রলোভন দেখিয়ে 'মুসলমান' করা হয়েছিল। পরে শুদ্ধি যজ্ঞের* মাধ্যমে তাঁদের আবার স্বধর্মে ফিরিয়ে আনা হয়।

---

* ধর্মান্তরিত মুসলমানদের যে বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনা হয় - তাকেই বলা হয় শুদ্ধি যজ্ঞ। এই শুদ্ধি যজ্ঞের প্রবর্তন করেন আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী। স্বাধীনতা সংগ্রামী স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ছিলেন শুদ্ধি যজ্ঞের প্রচারক। মুসলমানরা তাঁর বিরোধী ছিলেন। বিরোধী গান্ধীও। আব্দুল রসিদ নামক জনৈক মুসলিম যুবক অসুস্থ শয্যাশায়ী স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে গুলি করে হত্যা করে। নিন্দা করে না গান্ধী। তিনি বলেন 'রসিদ আমার ভাই'।

Mrs. Gabriel লিখেছেন - প্রায় ১৪০০ বছর ধরে ইসলামিক জেহাদে ২৭ কোটি মানুষ নিহত হয়। আফ্রিকান ১২ কোটি, খ্রীষ্টান ৬ কোটি, হিন্দু ৮ কোটি, বৌদ্ধ ১ কোটি। (By 1905 the west had liberated its' territory previously conquered and savaged by Islam and declared an economic and military victory, thus marking the end of 1400 years of Islamic rule and Jihad. During this period, Muslims had killed 270 million people across the globe; 120 million Africans, 60 million Christians, 80 million Hindus, 10 million Buddhists.) - Brigitte Gabriel - They Must Be Stopped, P - 36.

"প্রবুদ্ধ -ভারত" পত্রিকায় স্বামীজীর এক সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় - "যখন মুসলমানরা প্রথম এদেশে আসিয়াছিলেন, তখন প্রবীণ মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তার মতে ভারতে ৬০ কোটি হিন্দু ছিল, এখন আমরা ২০ কোটিতে পরিণত হয়েছি। (When the Mahammedans first came, we are said -I think on the authority of Ferista, the oldest Mohammedan historian to have been six hundred millions Hindus. Now we are about two hundred millions - The complete works of Swami Vivekananda, Vol -5, P - 233

এদেশে অর্দ্ধ শিক্ষিত বুদ্ধি জীবীদের সংখ্যাই বেশী। তাঁদের উদ্দেশ্য মূলক প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে অনেক নির্বোধ হিন্দু এই রকম বিশ্বাস করেন যে, বাঙালী মুসলমান ভাল (যেন শুধু অবাঙালী মুসলমানই যত অশান্তির কারণ)। যেমন ডঃ ইসলাম লিখেছেন, বাংলায় হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করে। তাঁদের এক ভাষা এক সংস্কৃতি। যদিও এই সকল ব্যক্তিরা জানেন যে, মুসলমান কখনও নিজেকে বাঙালী, বিহারী বা মারাঠী বলে পরিচয় দেয় না। "মুসলমান" - এই তার একমাত্র পরিচয়। ভারতে প্রায় হাজার বছর ধরে বিনকাশিম, মামুদ, বাবর, আওরঙ্গজেব, তৈমুর, নাদির, আবদালি (সকলেই ইসলামের মহান বীর বলে মুসলমানের প্রণম্য) যে অত্যাচার করেছে; কলকাতা - নোয়াখালির বাঙালী (?) মুসলমানও বাঙালী হিন্দুর (ব্রাহ্মণ - শুদ্র নির্বিশেষে) ওপর সেই একই নারকীয় অত্যাচার করেছে। পার্থক্য শুধু ব্যাপকতায়, প্রকৃতিতে নয়। এটাই তো স্বাভাবিক। উভয়ের মূল প্রেরণা তো পবিত্র ইসলাম ধর্ম।

সব কিছুরই তো একটা উদ্দেশ্য থাকে। সুচেতা কৃপালিনী তাঁর মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা থেকে আত্মজীবনীতে লিখেছেন "নোয়া খালি ও কুমিল্লায় হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুদের মর‍্যাল এক্সটারমিনেশন। তাই নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় নরহত্যা তত হয়নি যত হয়েছে ধর্ম ও সংস্কৃতি নাশের চেষ্টা। গ্রামের পর গ্রামে হিন্দুদের ধর্ম নাশ করার চেষ্টা হয়েছে, বোরখা পড়ানো হয়েছে, গরুর মাংস খেতে, লুঙ্গি পড়তে, নূর রাখতে বাধ্য করা হয়েছে, হিন্দুমেয়েদের জোর করে মুসলিম ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে হিন্দু মেয়েদের মুসলিম বাড়িতে রাত্রি যাপনে বাধ্য করা হয়েছে।[1] নোয়াখালি-কুমিল্লায় মুসলমানের (বাঙালী?) পাশব বর্বরতা বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন - "নোয়াখালির ঘটনায় একটি বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালী মুসলমানদের শতকরা ৯০ জন ধর্মান্তরিত মুসলমান - ইহা স্বীকার করিলেও দেখা যাইতেছে, হিন্দু-বিদ্বেষ, তাহাদের অধিকাংশের মধ্যে প্রবলভাবে সংক্রামিত হইয়াছে। মুসলমান সমাজে এখন যাহারা প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে দুইটি জিনিষ সবচেয়ে বেশী লক্ষ্যণীয়; প্রথম পরধর্মের প্রতি তাহাদের গভীর বিদ্বেষ, দ্বিতীয়, ভিন্ন ধর্মের অপহৃতা নারীকে গৃহে আনয়ন করার আগ্রহ ....। মুসলমানেরা এদেশে আসিবার পর হইতেই হিন্দুর দেবমন্দির ও বিগ্রহের উপর আক্রমণ আরম্ভ হয়। নোয়াখালির উপদ্রুত অঞ্চলের সমস্ত হিন্দু অধিবাসীকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে এবং বহু বিশিষ্ট মুসলমানও হিন্দুনারী অপহরণে সহায়তা করিয়াছে, নরহত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ প্রভৃতি অপেক্ষা এই দুই ঘটনাকেই

1. সাংবাদিক শংকর ঘোষ - (হস্তান্তর) ৯ম পর্ব, সাপ্তাহিক দেশ, ০৭-০৩-৯৮

আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করি। পূর্ববর্ণিত ইতিহাস মনে রাখিলে ইহার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করাও কঠিন হইবে না।"[1]

ডঃ নজরুল ইসলাম বলেছেন - "আর ৭০০ বছর ধরে যে মুসলমানরা দেশ শাসন করেছেন, আমরা তাঁদের বংশধর নই।" পৃঃ ৬৩। তবে ধর্মান্তরিত মুসলমানের এরূপ হিন্দু বিরোধী জেহাদের রহস্য কি? বিশ্লেষণ করেছেন ভারতীয় বংশোদ্ভুত ত্রিনিদাদ নাগরিক নোবেলজয়ী স্বনামধম্য ভি.এস. নাইপল। তিনি বলেন ঃ উৎস বিচারে ইসলাম একটি আরব ধর্ম, যে মুসলমান আরব নন সে ধর্মান্তরিত। ইসলাম ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা বিবেকের বিষয় নয়। সার্বভৌম সম্রাটের ন্যায় সে দাবি করে সর্বস্ব। পরিবর্তিত হয় বিশ্ব সম্বন্ধে ধর্মান্তরিতের দৃষ্টিভঙ্গি। তার পূন্যতীর্থ স্থান সমূহ আরবে; আরবী তার দেব (পবিত্র) ভাষা। পরিবর্তিত হয় তাঁর ঐতিহাসিক ধ্যান ধারণা। নিজস্ব সত্ত্বা বিসর্জন দিয়ে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সে আরবীয় কাহিনীর অংশ বিশেষে পরিণত হয়*। নিজের বলতে যা কিছু বোঝায় তার থেকে তাকে মুখ ঘুরিয়ে নিতে হয়। সমাজে সৃষ্ট হয় প্রচন্ড বিক্ষোভ আলোড়নের; সহস্র বৎসরেও যার সমাধান না হতে পারে। তারা কে, কি তাদের পরিচয় এ সম্বন্ধে তারা রচনা করে উদ্ভট কল্পকাহিনী। ধর্মান্তরিত দেশগুলিতে ইসলামের মধ্যে দেখা দেয় স্নায়ুরোগ জাত অবিশ্বাস ও সব কিছু ধ্বংস করার এক কঠিন সংকল্প। (যেন তপ্ত কটাহের উপর স্থাপিত) এই সকল দেশে সহজেই ঘটানো যায় বিস্ফোরণ।" (Islam in its origin an Arab religion. Everyone not an Arab who is a Muslim is a convert. Islam is not simply a matter of conscience or private belief. It makes imperial demands. A convert's world view alters. His holy places are in Arab Lands; his sacred language is Arabic. His idea of history alters. He rejects his own ; he becomes whether he likes it or not a part of the Arab story. The convert has to turn away from everything that is his. The disturbances for societies is immense and even after a thousand years can remain unresolved. People develop fantasies about who and what they are, and in the Islam of

* আরবের সাথে যে কোন ভাবে যুক্ত হতে পারা ধর্মান্তরিত মুসলমান কৌলিন্যের পরিচায়ক বলে মনে করে। পাকিস্তানি ঐতিহাসিক কে. কে. আজিজ কৌতুহলোদ্দীপক দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টির আলোচনায় বলেন ঃ ভারত ও পাকিস্তানের মুসলমানের সমাজ বিদ্যার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে

1. রমেশচন্দ্র মজুমদার - বাংলা দেশের ইতিহাস, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা - ৪৩১, ৪৩২

converted countries there is an element of neurosis and nihilism. These countries can be easily set on boil[1]. **ইসলামের অপার মহিমায় তাঁর পূর্বের ধর্ম জাতি ও দেশের বিরুদ্ধে সৃষ্ট হয় অন্ধ বিদ্বেষ ও তীব্র ক্ষোভ। মত্ত হয় সে ধ্বংসের তান্ডব নর্তনে। কালা পাহাড় ও আলাউদ্দিন খলজির সেনাপতি মালিক কাফুর এর দৃষ্টান্ত।**

নোয়াখালিতে হিন্দু হত্যা সম্বন্ধে নেহেরু মন্ত্রীসভার দুইজন মুসলীম লীগ সদস্য বলেন ঃ সমগ্র ভারত ব্যাপী পাকিস্তান দাবি আদায়ের জন্য যে সংগ্রাম চলছে পূর্ব বাংলার ঘটনা তারই অংশ মাত্র। (.... that the events in East Bengal were but part of the All India battle for Pakistan).[2] *

---

* ডঃ সাহেব বলেন - "বাংলাকে মুসলমানরা ভাগ করেন নি" ঃ পৃষ্ঠা - ৬১। কিন্তু তাঁরা ভারত ভাগ করেছেন। কোনটি বড় পাপ? বঙ্গবিভাগ অথবা ভারতবিভাগ?

দেখা যায়, প্রত্যেক মুসলমান তার আত্মজীবনী, আত্ম পরিচিতি স্মৃতিকথায় দাবি করে যে তাঁর পূর্বপুরুষ ইয়েমেন, হিজাজ, ইরান, গজনী অথবা মধ্য এশিয়ার কোন (মুসলিম) দেশ থেকে একদা ভারতে এসেছিল। অর্থাৎ সে প্রকৃত পক্ষে আরব বংশোদ্ভুত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ দাবি অসত্য। কারণ বিরাট সংখ্যক হিন্দু ধর্মান্তরিত হয়েছে। মুসলমানের মিথ্যা দাবি এই ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করে। এই সকল ভন্ড মুসলমান এদেশেরই ভূমিপুত্র, শতশত বৎসর এই দেশে বাস করেছে; এবং সম্ভবত (তাঁহাদের পূর্বপুরুষ) স্মরণাতীত কাল থেকে এই দেশেরই অধিবাসী। এই ঘোষণার দ্বারা অতীতের সকল যোগসূত্র সে ছিন্ন করতে চায়। (Here I may add an interesting footnote to the sociological history of modern Muslim in India and Pakistan. Almost every Muslim of any importance claimed (and still claims today) in his autobiography, reminiscences, memoirs, journal and biodata that his ancestors had come from Yemen, Hijaj, Central Asia, Iran, Ghazni or some other foreign territory. In most cases this is a false claim for its arithmetic reduces the hordes of local converts to an insignificant number .... It is also a declaration of disaffiliation from the soil on which these shammers have lived for centuries and to which, in all probability, they have belonged since history began. K.K. Aziz - The Murder of History, P - 98

---

1. V.S. Naipaul - Beyond Belief (Prolouge)
2. R.C. Majumder - History of the freedom Movement in India, Vol - III, P - 649

১৯৪৫ সালের শেষ দিকে কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচন হয়। মুসলিম লীগের নির্বাচনী ইস্তাহারে প্রধান ইস্যু ছিল স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বা পাকিস্তান। ডিসেম্বরের শেষ দিকে ফল প্রকাশিত হয়। সকল মুসলমান মুসলিম লীগকে সমর্থন করে। মুসলমানের জন্য নির্দ্ধারিত সকল আসনে লীগ প্রার্থীরা ৮৬.৬ শতাংশ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়। ঐ সকল আসনে কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী (?) মুসলমান প্রার্থীদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। **এর থেকে একটি জিনিষ পরিষ্কার। ভারত ভাগ করেও আজ ভারতে যে ২০ কোটি মুসলমান, তাঁদের পূর্ব পুরুষরা সকলেই পাকিস্তানের জন্য মুসলিম লীগকে ভোট দেয়। সংরক্ষণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার প্রশ্নই আসে না। তাঁদের ভারতে বাস করার কোন নৈতিক ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার নেই।**

দুরাত্মা ভ্রষ্ট চরিত্র গান্ধী ছিল যুগপৎ মক্কা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এ্যাজেন্ট। তাঁর অনুগত ক্ষমতালোভী নেহেরু ছিল খল নায়ক। এদের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস দল কখনই লীগের পাকিস্তান দাবির বিরুদ্ধে হিন্দু জাতিকে সতর্ক ও সংগঠিত করে নি বরং বিভ্রান্ত করেছে। ভারত বিভাগ অনিবার্য হয়ে ওঠে, সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল বলেন - " আমরা স্বীকার করি বা না করি, ভারতবর্ষে দুটি জাতি *। হিন্দু ও মুসলমান। উভয়কে নিয়ে কখনও ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন করা যায় না। এই বাস্তব সত্যের স্বীকৃতি না দিয়ে গত্যন্তর নেই। (Whether we liked it or not there were two nations in India. He was now convinced that Muslims and Hindus could not be united into one nation. There was no alternative except to recognise this fact).[1]

ভারত বিভাগ নাটকের অন্তিম পর্ব। এই রকম প্রচার করা হয় যে গান্ধী ছিলেন দেশ বিভাগের ঘোরতর বিরোধী। আজাদকে তিনি বলেছিলেন "কংগ্রেস যদি দেশ বিভাগ মেনে নিতে চায় - তবে তা হবে আমার মৃতদেহের উপর দিয়ে। জীবন থাকতে আমি দেশ বিভাগে সম্মত হব না এবং কংগ্রেসকেও এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে দেব না।

---

* জাতি (Nation) ও সম্প্রদায় (Community) সমার্থক নয়। কয়েকটি সম্প্রদায় নিয়ে একটি জাতি গঠিত হয়। সম্প্রদায় হল অংশ (Part) ; জাতি হল পূর্ণ (Whole) দ্বিজাতি (Two Nation) তত্ত্বের (দ্বি-সম্প্রদায় বা Two community নয়) ভিত্তিতেই মুসলমানের দাবি মেনে ভারতভাগ হয়। এখন তবে সম্প্রদায় বলা হয় কেন ? কেন বলা হয় হিন্দু - মুসলমান সকল সম্প্রদায়কে নিয়েই এই ভারত। দেশভাগ করার পর মুসলমানের খন্ডিত ভারতে বাস করার কোন বৈধ অধিকার থাকতে পারে না। মুসলমানের অনধিকারকে বৈধতা দানের উদ্দেশ্যেই "ধর্মনিরপেক্ষতার" নামে এই বাক্‌চাতুরী।

---

1. Maulana Abul Kalam Azad - India wins Freedom, P - 201

(If the Congress wishes to accept partition it will be over my dead body. So long as I am alive, I will never agree to the partition of India. Nor will I, If I can help it allow Congress to accept it)[1]. সেই গান্ধীই ১৯৪৭ সালের ১৫ই জুন দিল্লীতে এ.আই.সি.সি. -র অধিবেশনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্ত্তৃক গৃহীত দেশ বিভাগ প্রস্তাবের সমর্থনে ৪০ মিনিট বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, "ভারত বিভাগের বিরোধী হয়েও আজ তিনি এ.আই.সি.সি'র অধিবেশনে এসেছেন ভারত বিভাগ প্রস্তাব গ্রহণের অনুরোধ নিয়ে। অপ্রীতিকর সিদ্ধান্ত কখনও কখনও গ্রহণ করতে হয়। (He advised the house to accept the resolution ..... he was one of those who had steadfastly opposed the division of India. Yet he had come before the A.I.C.C. to urge the acceptance of the resolution on India's division. Sometimes, certain decisions, however unpalatable they might be had to be taken)[2]. দেশ বিভাগের প্রস্তাব ১৫৭-২৯ ভোটে গৃহীত হয়। একমাত্র যোগ্য নেতৃত্বে হিন্দুজাতীর সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিশালী প্রতিরোধ আন্দোলনের দ্বারাই ভারত বিভাগ রদ করা সম্ভব ছিল। তবে দেশ বিভাগের জন্য শুধু কংগ্রেস নয় - কম্যুনিষ্টরাও সমভাবে দায়ী। পাকিস্তান দাবির প্রতি তাদের ছিল তাত্ত্বিক ও প্রত্যক্ষ সমর্থন। তাদের পরিকল্পনা ছিল ভারতকে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত (Balkanisation) করা। ১৯৪০ সালে হীরেণ মুখার্জ্জী* ও K.M. Asraf - এর নেতৃত্বে এস.এফ.আই.- এর সম্মেলন থেকে ঘোষণা করা হয় ঃ আগামী দিনে ভারত হবে পারস্পরিক আস্থার ভিত্তিতে (অর্থাৎ কোন অঙ্গরাজ্য ভারত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান না করে স্বাধীন সত্ত্বা অক্ষুন্ন রাখতে পারে) স্বেচ্ছায় যোগদানে আগ্রহী অঙ্গরাজ্যগুলি নিয়ে গঠিত একটি যুক্তরাষ্ট্র।

---

* এই দেশপ্রেমিক (?) হীরেন মুখার্জ্জীকে কংগ্রেস সরকার রাষ্ট্রীয় সম্মান পদ্মশ্রী প্রদান করে।

1. R. C. Majumder - History of the freedom Movement in India, Vol - III, P - 660

2. Ibid, P -671

মুসলমানের ন্যায় কম্যুনিষ্টরা কোনদিন দেশের মুক্তি সংগ্রামে অংশ নেয়নি। তারা প্রকাশ্যে ও গোপনে ইংরেজদের সঙ্গে করেছে সহযোগিতা। মুসলমানের ন্যায় কম্যুনিষ্টরাও হিন্দু ও ভারতবিরোধী। আমাদের গৌরবময় সুপ্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারে আমরা সকলেই গর্বিত। কিন্তু মুসলমানের ন্যায় মার্কসবাদীরাও এই সভ্যতার প্রতি সমভাবে বিদ্বিষ্ট। কোন কম্যুনিষ্ট লেখকের লেখায় ভারতীয় সভ্যতা

সুতরাং "এক অখন্ড জাতি নয় - ভারত হল বহু জাতিক একটি দেশ," এ তত্ত্ব কম্যুনিষ্টরা প্রচার করে। এই প্রচারের আর একটি উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানের পাকিস্তান দাবির স্বীকৃতি* । (The Conference of the Communist students in Dec, 1940, led by Hiren Mukherjee and K.M, Ashraf .... passed a resolution declaring " that the future India should be a voluntary federation of regional states based on mutual confidence". Thus instead of a single nation comprising the people of India as a whole, the Communist upheld the ideal of India as a multinational state. This resolution was a clear bid to enlist the support of the Muslims by conceding the claim of Pakistan).[1]

পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের জন্য কম্যুনিষ্টরা মুসলমানদের সঙ্গে একযোগে আন্দোলন করেছে। ১৯৪২ সালে গান্ধী ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দেন। কম্যুনিষ্টরা শ্লোগান দিল, "আগে দেশ ভাগ হবে, তারপর দেশ স্বাধীন হবে;" Divide and quit. পার্টির ইস্তাহারে তারা সগর্বে ঘোষণা করে - "একমাত্র কম্যুনিষ্ট পার্টি মুসলমানের

***ইসলাম ও মার্কসবাদ।** প্রথমটি একটি বিশেষ ধর্মীয় মতবাদ - দ্বিতীয়টি পুরোপুরি বস্তুবাদী রাজনৈতিক দর্শন; ধর্ম ও ঈশ্বর ভাবনার ঘোরতর বিরোধী এবং যথার্থই সেক্যুলার। এই আপাত বৈপরীত্য সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে রয়েছে বিস্ময়কর সাদৃশ্য; তত্ত্ব ও প্রয়োগে। ইসলাম পৃথিবীতে একমাত্র সত্য ধর্ম। বেহেস্তে যাবার জন্য মর্ত মানুষের একমাত্র অবলম্বন। মার্কসবাদ অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক সত্য - শোষিত জনতার শোষণ মুক্তি ও ঐহিক সুখ-সমৃদ্ধি র একমাত্র পথ। উভয়েরই ঘোষিত লক্ষ্য সাম্য - স্বাধীনতা - বিশ্বভ্রাতৃত্ব।

1. R. C. Majumder - History of the Freedom Movement in India, Vol - III, P - 567

সম্বন্ধে নিন্দা ব্যতীত পাওয়া যাবে না কোন সপ্রশংস মন্তব্য। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত নেহেরু ছিলেন খাঁটি কম্যুনিষ্ট। কেন্দ্রীয় সরকার ও কংগ্রেস দলে কম্যুনিষ্টদের ছিল নিরঙ্কুশ প্রাধান্য। তাই সোভিয়েত রাশিয়া ও চীনসহ সকল কম্যুনিষ্ট দেশে কম্যুনিষ্টরা যে নৃশংস অত্যাচার ও গণহত্যা (Genocide) করেছে; কংগ্রেস সরকার বা দল কখনও তার নিন্দা করেনি। কম্যুনিষ্ট নেহেরু মার্কসবাদী ঐতিহাসিক ইরফান হাবিবকে ভারতীয় ইতিহাস গবেষণা পরিষদের (ICHR) সভাপতি নিযুক্ত করেন। এই পরিষদ স্কুল-কলেজের জন্য ইতিহাস পাঠক্রমের নীতি নির্দ্ধারণ করে। দুটি বিষয়ের ওপর বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়। নবীন প্রজন্ম যেন প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও তমসাচ্ছন্ন মধ্যযুগে ইসলামিক বর্বরতা সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে। তাই যে ইতিহাস বর্তমানে স্কুল কলেজে পড়ানো হয় তা অসত্য ও বিকৃত।

পাকিস্তান দাবিকে সঙ্গত বলে মনে করে; দাবী আদায়ের জন্য কংগ্রেস - কম্যুনিষ্ট-মুসলিম লীগের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান জানায়।" (The Communist party is the only party that recognises Muslim's demand for pakistan as just and calls the league to achieve the fundamental goal of Pakistan through united struggle of the Congress, Muslim league and the Communists.).[1]

কম্যুনিষ্টরা ভারতবিরোধী মুসলমান জাতির একনিষ্ঠ সমর্থক*।

মুসলমানের ধর্ম ও ইতিহাস মুসলমানকে একটি স্বতন্ত্র জাতিরূপে তৈরী করেছে। উচ্চ-নীচ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল মুসলমান প্রকাশ্যে দাবি করে যে, তারা মুসলমান - ভারতীয় নয়। মুসলমান যখন বলে, "আমি ভারতীয় মুসলমান" তখন এর দ্বারা সে তার বাসভূমির ভৌগোলিক অবস্থানকে বুঝায় - ভারতীয় জাতিসত্ত্বাকে নয়। মুসলমান যদি ভারতীয় হত তবে তাঁরা ভারত ভাগ করত না।

---

* ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের তিনটি যুদ্ধ হয়েছে। কম্যুনিষ্টরা সর্বদা পাকিস্তানকে সমর্থন করে। কম্যুনিষ্টরা কখনও মুসলিম দেশের বিরুদ্ধাচারণ করে না। পাক জেহাদী হামলায় ভারত রক্তাক্ত। কম্যুনিষ্টরা শুধু নীরব নির্বিকার নয় - তারা জেহাদীদের সমর্থন করে।

1. Bhawani Sen - Muktir Pathe Bangla ,
Secy. CPI Bengal Committee
Published by Kanai Roy, on behalf of the CPI-Bengal Committee.

ইসলাম পৃথিবীকে দুইভাগে ভাগ করে দার-উল-ইসলাম (মুসলিম শাসিত দেশ - adode of peace) ও দার-উল-হারব (অমুসলমান শাসিত দেশ - adode of war). মার্কসবাদও পৃথিবীকে কম্যুনিষ্ট ও অকম্যুনিষ্ট (ধনবাদী বুর্জোয়া) এই দুইভাগে ভাগ করে। ইসলামের লক্ষ্য বিধর্মীদের নির্মূল করে বিশ্বব্যাপী দার-উল-ইসলামের প্রতিষ্ঠা। মার্কসবাদের লক্ষ্য হল শ্রেণীশত্রুদের (অ-কম্যুনিষ্ট) খতম করে কম্যুনিজমের প্রতিষ্ঠা। উদ্দেশ্য সাধনে ইসলাম গ্রহণ করেছে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধের (Holy war) পথ আর মার্কসবাদের পথ হল শ্রেণী সংগ্রাম (Class Struggle)।

বঙ্গবিভাগ

ডঃ নজরুল ইসলামের গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত - "বাংলাকে মুসলমানরা ভাগ করেন নি। শুদ্ররাও ভাগ করেন নি .... ভাগ করেছেন ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ নেতারা" - পৃষ্ঠা - ৬১

ইতিহাস কি বলে? সাধারণভাবে ভারত বিভাগ সংক্রান্ত চুক্তি সম্বন্ধে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে মতৈক্য হওয়ার পর বাংলার ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়। জিন্না প্রথম থেকেই বাংলাকে পাকিস্তানের অর্ন্তভুক্ত করার দাবি জানিয়েছিলেন। ক্যাবিনেট মিশন আসার পর মুসলিম লীগ পুনরায় এই দাবি উত্থাপন করলে - হিন্দুদের মধ্যে দেখা দেয় তীব্র প্রতিক্রিয়া। বিগত সাতশ বৎসরের ইতিহাস বাংলার হিন্দুরা বিস্মিত হয় নাই। বিস্মৃত হয় নাই মাত্র এক বৎসর পূর্বে সুরাবর্দির মুসলিম লীগ সরকারের প্রত্যক্ষ সমর্থন ও সহযোগিতায় Direct Action ; প্রথমে কলকাতা, পরে নোয়াখালিতে ব্যাপক হিন্দু নিধনের ভয়ংকর স্মৃতি। " কোলকাতা হাইকোর্ট-এর ৫০ জন ব্যারিষ্টার বঙ্গ বিভাগের দাবি জানাইয়া এবং উহার সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। তাহাদের প্রধান যুক্তি দুটি। প্রথমত তাঁহারা বলেন, পাকিস্তানে আমাদের বিশ্বাস নাই। আমরা এক দাসত্বের বিনিময়ে অন্য দাসত্ব চাই না। দ্বিতীয়ত, পশ্চি মবঙ্গে একটি শক্তিশালী পৃথক রাষ্ট্র গঠিত হইলে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের রক্ষার কার্যকরী ব্যবস্থা হইবে।" [1] ধন্য আশা কুহকিনী ! বাংলাদেশে ইসলামিক রীতি অনুযায়ী নিরন্তর চলছে হিন্দু নির্যাতন ও হত্যা। কিন্তু সে সংবাদটুকুও এদেশের সেক্যুলার সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয় না ...।

---

1. রমেশ চন্দ্র মজুমদার - বাংলা দেশের ইতিহাস, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা - ৪৪৪

হজরত মহম্মদ ইসলামের পয়গম্বর, প্রবক্তা ও রূপকার। তেমনি মহামতি লেনিন - স্ট্যালিন মার্কসবাদের অবিসংবাদী প্রবক্তা ও রূপকার। তাত্বিক ক্ষেত্রে যেমন এই সাদৃশ্য তেমনি সাদৃশ্য রয়েছে প্রয়োগের ক্ষেত্রে। উভয় মতবাদ End justifies the means - এই নীতিতে বিশ্বাসী। উদ্দেশ্য সিদ্ধি র জন্য যে কোনই পথই গ্রহণযোগ্য। মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা কোন প্রতিবন্ধক নয়। সম্মতি নয় - বলপ্রয়োগ উভয় মতবাদের ভিত্তিস্বরূপ। তাই দেখা যায় অমুসলমানের রক্ত পিছল পথে, লক্ষ মানুষের মৃতদেহের উপর দিয়েই এগিয়ে গেছে ইসলামের বিজয় রথ। শুধুমাত্র ভারতে যে রক্তপাত হয়েছে তা তুলনাহীন। ঐতিহাসিক Will Durant বলেন The Mohammedan Conquest of India is probably the bloodiest chapter in history. একইভাবে মার্কসবাদের রক্তাক্ত জয়রথ ভূমন্ডলের যে অঞ্চল দিয়ে গেছে - সেখানেই রেখে গেছে দানবীয় হত্যাকান্ড ও বিশ্বব্যাপী ধ্বংসের পদচিহ্ন। আদিম বর্বর হিংসার মাহাত্ম প্রচার উভয় মতবাদেরই লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। ৬০ লক্ষ ইত্যাদি হত্যা করে হিটলার নিন্দিত;৫ কোটি রাশিয়ানকে হত্যা করেও (সুনীল গঙ্গে াপাধ্যায় - ইতিহাসের স্বপ্নভঙ্গ-পৃষ্ঠা ৩২)

এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তৃতীয় একটি - স্বতন্ত্র স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। মুসলমান বুঝতে পারে সমগ্র বাংলাকে পাকিস্তানের অর্ন্তভুক্ত করা সম্ভব নয়। কিন্তু স্বতন্ত্র বাংলাকে সংখ্যাধিক্যের জোরে সহজেই পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করা যাবে। এই প্রস্তাবের প্রধান উদ্যোক্তা স্বয়ং সুরাবর্দি। দুর্ভাগ্যক্রমে সমর্থন ছিল শরৎ চন্দ্র বসু, ডঃ বিধান চন্দ্র রায় ও কিরণ শংঙ্কর রায়ের (উচ্চবর্ণের হিন্দু)। হিন্দুদের মন জয় করার জন্য সুরাবর্দি সাংবাদিক সম্মেলনে আবেগপূর্ণ ভাষায় হিন্দুদের কাছে আবেদন করেন, " আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, ভবিষ্যৎ বর্তমানের ন্যায় হইবে না ... হিন্দুগণ পূর্বের কথা ভুলিয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলে আমি তাহাদের আশা ও দাবি পুরাপুরি মিটাইয়া দিবার অঙ্গীকার করিতেছি ... বাংলার প্রাচীন গৌরব ও ঐশ্বর্য আবার ফিরিয়া আসিবে।" কিন্তু হিন্দুরা বিভ্রান্ত হয় না। ভারত বিভাগ স্থির হওয়ার পূর্বেই হিন্দু মহাসভার নেতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী ১৯৪৭ সালের ১৯শে মার্চ দাবি করেন বাংলাদেশকে ভাগ করে দুটি স্বতন্দ্র প্রদেশ গঠিত হোক। তিনি উদ্যোগী না হলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্র হত ভিন্নরূপ। স্বনাম ধন্য ডঃ বি. আর. আম্বেদকরও বাংলা ভাগের দাবি করেন। মুসলমানের পক্ষে ছিলেন যোগেন্দ্র নাথ মন্ডল। পরে বাঙালী মুসলমানদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে আসেন এ বাংলায়। ডঃ আম্বেদকর বলেন - **"বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যার ৪৪ শতাংশ। মুসলমান ৫৬ শতাংশ। বাংলাকে ভাগ না করা হলে প্রতিষ্ঠিত হবে মুসলিম রাজত্ব; হিন্দুর বিপদ নিশ্চিত। মুসলমান শাসনের ভয়ঙ্কর বিপদ হতে হিন্দুকে উদ্ধার করার জন্য ডঃ আম্বেদকর বাংলাকে ভাগ করার প্রস্তাব করেছিলেন।** (... to redraw the boundaries, to have Muslims and Hindus placed under seperate National States and thus rescue the 44 p.c. of the Hindus from the horror of the Muslim rule.").[1]

1. Dr. B. R. Ambedkar - Writings & Speeches, Vol - 8, P - 125

মার্কসবাদের প্রাণপুরুষ, সফল রূপকার মহান স্ট্যালিন বিশ্ববন্দিত। ১৯৬৫-১৯৭৫ সাল। শুধুমাত্র এই ১০ বৎসরেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে কম্যুনিষ্ট চীনে ৪ কোটি চীনকে হত্যা করা হয়। তবু মাও- সে-তুঙ-এর গুণমুগ্ধ ভক্তের অভাব নেই। বাবর-তৈমুর-আহম্মদ শাহ্ আবদালিরা তাঁদের শিবিরের সমুখে নিহত হিন্দুদের মুন্ড দিয়ে তৈরী করতেন বিশাল স্তম্ভ (Tower)। সিংহাসনে বসে উপভোগ করতেন সেই বীভৎস মনোরম দৃশ্য! কম্বোডিয়া। লোকসংখ্যা মাত্র ৫০ লক্ষ। ক্ষমতা দখল করে কম্যুনিষ্ট নেতা পলপট হত্যা করেন ২০ লক্ষ কম্বোডিয়ানকে। তাদের মাথার খুলিগুলো সাজিয়ে রাখা হত।

সুরাবর্দি তবু আশা ছাড়েন না। একদিন বাংলার মুসলিম লীগ সেক্রেটারি আবুল হাসেম ও শরৎ বসুকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দিল্লীতে গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আবুল হাসেম আবেগপূর্ণ ভাষায় গান্ধীকে বলেন ঃ " ভাষা, সংস্কৃতি ও অতীত ইতিহাস বাংলার হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্যের চিরস্থায়ী বন্ধন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। হিন্দু - মুসলমান সকলেই আমরা বাঙালী; সুতরাং হাজার মাইল দূর হইতে পাকিস্তান আমাদের শাসন করিবে ইহা ঘৃণার বিষয়।" খুশী হইয়া গান্ধীজি হাসেমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা যদি পাকিস্তান ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারের জন্য স্বাধীন বঙ্গদেশকে স্বেচ্ছায় পাকিস্তানের সহিত যুক্ত রাজ্য (Voluntary Federation) গঠনের জন্য আহ্বান করে তবে কি স্বাধীন বঙ্গদেশ তাহা প্রত্যাখ্যান করিবে? হাসেম হ্যাঁ বা না কোন উত্তর দিলেন না। (অনুরূপ প্রশ্ন ডঃ সাহেবকে করিলে তিনি কি উত্তর দিতেন, জানিতে বড়ই সাধ হয়)। গান্ধীজী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি যে বাঙালীর সংস্কৃতির কথা বলিলেন, তাহার মূল উৎস উপনিষদে এবং বর্তমান যুগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাহাকে মূর্ত করিয়াছেন, তাহা কেবল বঙ্গদেশের নহে, সর্বভারতীয় সংস্কৃতি। সুতরাং স্বাধীন অখন্ড বঙ্গদেশ কি ভারতের সঙ্গে স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান গ্রহণ করিবে* ? এবারেও হাসেম চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু সুরাবর্দি সম্মতি দিয়েছিলেন[1]।" হাসেমের নীরবতা উদ্দেশ্য প্রণোদিত, মুসলমানের প্রকৃত উদ্দেশ্যের ইঙ্গিতবাহী; সুরাবর্দির সম্মতি ছলনায় কার্যসিদ্ধির প্রয়াস মাত্র। যা হোক হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ বিরোধিতায় মুসলমানের স্বাধীন বঙ্গদেশ গঠনের চক্রান্ত সফল হয় নাই। এই হল '৪৭ সালে বঙ্গভঙ্গের ইতিহাস।

ডঃ সাহেব লিখেছেন - কিন্তু অখন্ড বাংলা ভারতে থাকতে চাইলেও তাকে অখন্ড রাখা যাবে না; হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে নিয়া আলাদা রাজ্য গড়তে হবে, সে দাবিকে সমর্থন করব কি করে? পৃ ঃ- ৬৩

এই অশ্রুতপূর্ব ঐতিহাসিক তথ্য ডঃ ইসলাম কোথায় পেলেন জানতে ইচ্ছা করে। বাংলা ভাগ হয়েছে বলেই তো পূর্ব বাংলার হিন্দুদের একটা অংশ মুসলমানের কসাইখানা হতে পালিয়ে এ বঙ্গে আসতে পেরেছিল। নতুবা তো সকলকেই ইসলামের বেদীমূলে প্রাণ দিতে হত। তা না পারার জন্যই কি এই কুম্ভীরাশ্রু .... ?

---

* গান্ধী ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, বাংলার সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতিরই অঙ্গ, যার উৎস হল উপনিষদ। উপনিষদ আবার হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র। তা হলে গান্ধীও স্বীকার করছেন যে, ভারতীয় সংস্কৃতি সর্ব অর্থেই হিন্দু সংস্কৃতি। ইসলামিক সংস্কৃতি স্বতন্ত্র, মুসলমানের সংস্কৃতি - যার উৎস হল ইসলাম ধর্ম। এই তো যথার্থ বিশ্লেষণ। তা হলে যে বলা হয়, হিন্দু-মুসলমানের এক সংস্কৃতি; ভারত হল মিশ্র সংস্কৃতির (কখনও তা হয় না) দেশ। সে কি শুধু প্রচার, উদ্দেশ্য প্রণোদিত মিথ্যাচার অথবা আত্মপ্রতারণা?

---

1. রমেশ চন্দ্র মজুমদার - বাংলা দেশের ইতিহাস, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৪৫০

বর্ণব্যবস্থা

হিন্দু সমাজে বর্ণ বিভাগ সম্বন্ধে পরিকল্পিত ভাবেই বিরুদ্ধ প্রচার করা হয়। ডঃ নজরুল ইসলামও হিন্দু বিরোধিতায় সেই একই পথের যাত্রী।

তিনি বলেন, "ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত থেকে শুরু করে ধর্মীয় শাস্ত্র বলে পরিচিত স্মৃতি - সংহিতা - পূরাণ সমূহে দাবি করা হয়েছে, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ থেকে, ক্ষত্রিয় হাত থেকে, বৈশ্য উরু থেকে এবং শূদ্র পায়ের পাতা থেকে জন্মেছেন। মনু সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে ধর্মের নামে বিধান দেওয়া হয়েছে যে, ব্রাহ্মণরা পৌরহিত্য ও বিদ্যাচর্চ্চা করবেন;ক্ষত্রিয়রা দেশরক্ষা করবেন, বৈশ্যরা লাভজনক কাজ করবেন;কিন্তু জনসংখ্যার যাঁরা ৮৫ শতাংশ, সেই শূদ্ররা অখিন্ন চিত্তে ১৫ শতাংশ তিন বর্ণের সেবা করবেন ইত্যাদি ..." - পৃঃ ৩৯ । তাঁর বইয়ে তিনি এতবার "ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-শূদ্র" প্রসঙ্গ তুলেছেন যে মনে হয় তিনি দলিত মুসলিম ঐক্য গড়ে হিন্দুর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে সংকল্পবদ্ধ । মক্কা ও মুসলিম দুনিয়া থেকে প্রচুর অর্থ পেয়ে যোগেন মন্ডলের ভাবশিষ্য কিছু দলিত নেতা যে তাঁর ফাঁদে পা দেবেন না;তেমন কথা নিশ্চি ত করে বলা যায় না। যাই হোক ডঃ সাহেবের ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করতেই হয়।

আমাদের এরূপ ধারণা আছে যে, সকল মানুষই সমান। রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে ইহা সত্য হলেও প্রত্যেক মানুষ্য সমগুণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, এ ধারণা সত্য নয়। জন্মগত অবস্থাতেই ইন্দ্রিয়াদি, মেধা চিত্তবৃত্তি বিষয়ে মানুষে মানুষে বৈষম্য থাকে। আধুনিক বিজ্ঞান মনে করে এই পার্থক্যের কারণ বংশগত। কিন্তু হিন্দু ঋষিগণের মতে "সৃষ্টিতত্ত্ব ও জন্মান্তর বাদের" জন্যই এইরূপ বৈষম্য। বৃত্তিমূলক জাতি বিভাগ একটি সামাজিক ব্যবস্থা। প্রায় সকল সমাজেই বৃত্তি বিভাগ বা Division of labour প্রথা আছে। যেমন খৃষ্টান সমাজেও যাজক, যোদ্ধা, সমাজসেবী ইত্যাদি শ্রেণী আছে। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক ব্যবস্থারও পরিবর্তন হয়। বর্তমানে চর্মব্যবসায়, ক্ষৌরকর্ম বা পয়ঃ প্রণালী পরিষ্কারেও ব্রাহ্মণ, কায়স্থ সন্তানরা যুক্ত হন। কারণটি অর্থনৈতিক। হিন্দু সমাজে তাঁরা ব্রাত্য নন;অথবা তাঁদের আধ্যাত্মিক মুক্তির পথ বন্ধ হয়েছে - একথা কেউ বলেন না।

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন - গুণ ও কর্মানুসারে আমি মনুষ্যজাতিকে ৪ বর্ণে ভাগ করছি।

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম বিভাগশঃ (গীতা ৪/১৩) । অভিশাপ, আশীর্বাদ, আসক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে উচ্চ বা নীচ বর্ণে জন্ম হয়। কিন্তু সেই বর্ণে জন্ম গ্রহণ করলেও তারা নিজপূর্ব স্বভাব অনুযায়ী আচরণ করে থাকে। "এই জন্যই উচ্চবর্ণে জন্মালেও অনেকের নীচ আচরণ দেখা যায় যেমন ধুন্ধুকারী প্রভৃতি। আবার নীচ বর্ণে জন্মালেও অনেকে মহাপুরুষ হন, যেমন - বিদুর, কবীর, রইদাস । যারা সনাতন বা হিন্দুধর্মের সমালোচনা করেন তারা ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের (১০/৯০/১২) আক্ষরিক ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করেন। তাঁরা কিন্তু ভগবৎ নিঃসৃত গীতার বাণী (চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং...) কখনও শোনেন নাই। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি, সরস্বতী বিদ্যাবারিধি, প্রজ্ঞাভারতী, পদ্মভূষণ আচার্য্য ডঃ দুর্গাদাস বসু তাঁর বিখ্যাত 'হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব' গ্রন্থে বিষয়টি নিয়ে সবিস্তার আলোচনা করেছেন। আমি সংক্ষেপে তা উদ্ধৃত করছি।

(ক) বৈদিক যজ্ঞাদি ও মন্ত্রের সফলতার ভিত্তি ছিল তাহাদের সম্যক অনুষ্ঠান ও আবৃত্তিতে। এইরূপ নির্ভুল অনুশীলন অভ্যাস সাপেক্ষ ছিল বলিয়া, যাহারা পরিচর্যাদিকার্যে রত তাহারা হঠাৎ চেষ্টা করিলে বিভ্রাট ঘটিতে পারে মনে করিয়া শূদ্রের পক্ষে বৈদিক কর্মকান্ডে অনধিকার আরোপিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। যে মনু **শূদ্রের বেদ পাঠ নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনিই আবার বলিয়াছেন যে, 'মন্ত্রবর্জন' পূর্বক যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিলে শূদ্র নিন্দনীয় নহে, বরং প্রশংসনীয় হইবে।**

খ) বেদচর্চার জন্য যে বহুদিনের অভ্যাস ও চারিত্রিক শুদ্ধ তার প্রয়োজন তাহার প্রমাণ পাই ঐ মনুসংহিতাতেই, অন্যপ্রসঙ্গে। শূদ্র ছাড়া অন্য তিন বর্ণকে বেদ পঠনের অধিকারী বলিলেও বেদের অধ্যাপনার অধিকার একমাত্র ব্রাহ্মণকেই দেওয়া হইয়াছে। তাহার কারণ অতি সুস্পষ্ট - যাহারা যুদ্ধ কর্মে অথবা বাণিজ্যাদি কর্মে লিপ্ত, বেদ অধ্যাপনা করিতে হইলে যে ব্রহ্মবিদ্যার প্রয়োজন তাহা তাহারা কোথায় পাইবে? অপরদিকে বেদ-চর্চা ও বেদকর্মের অনুষ্ঠান এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ব্রাহ্মণের একমাত্র অবলম্বন। তিনি যদি এই বেদাভ্যাস ব্যতীত অন্যবৃত্তি অবলম্বন করেন; এমনকি জীবন ধারনের জন্য অন্য কোন বিদ্যা আশ্রয় করেন, তবে তিনি জীবিতাবস্থাতেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। বেদাভ্যাসই ব্রাহ্মণের পরম তপস্যা, বেদজ্ঞানেই তাহারা শ্রেষ্ঠত্ব এবং ইহার অভাবে তিনি নিষ্ফল।

(গ) স্মৃতির যুগে শূদ্রের বেদমন্ত্র উচ্চারণে নিষেধ হইলেও উপনিষদ্ বা জ্ঞান কান্ডের পাঠ নিষিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া দেখা যায় না।

(ঘ) যাঁহারা শূদ্রকে নীচজাতীয় বলিয়া ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের দোহাই দিয়ে থাকেন, তাঁহারা ঐ সূক্তে বর্ণিত পুরুষকে মনুষ্যদেহধারী মনে করেন যাহাতে পদ হইতে জাত জীব নিকৃষ্ট হইতে বাধ্য। কিন্তু ইহারা পুরুষসূক্তটির ১৬টি মন্ত্র একত্রে পাঠ করেন

নাই। ঐ সূক্তের প্রথম মন্ত্রেই বলা হইয়াছে যে, সৃষ্টিকর্তা ঐ পুরুষটি নরদেহ ধারী বা নরজাতীয় জীব নহেন, ইনি ব্রহ্মান্ডরূপী এক বিরাট পুরুষ যাঁহার সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্রপদ। আবার শেষের দিকে বলা হইয়াছে যে, ইঁহার মস্তক হইতে স্বর্গ ও চরণ হইতে পৃথিবী সঞ্জাত হইল। এই সহস্রশীর্ষা, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ পুরুষের মাহাত্মই উপনিষদে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। ... এই সৃষ্টি কর্তা বিরাট পুরুষের শীর্ষদেশে দ্যুলোক, চন্দ্র-সূর্য্য হইতেছে তাঁহার চক্ষুদ্বয়, দিক্‌সমূহ তাঁহার কর্ণ এবং পৃথিবী তাঁহার চরণ স্বরূপ।

তাহা হইলে "পুরুষ সূক্ত" হইতে শূদ্রের দীনতা বা জন্মগত বর্ণবিভাগের ধারণা করা অলীক ও অযৌক্তিক। কিরূপে এবং কেন বর্ণবিভাগ হইল তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা মহাভারতের শান্তিপর্বে আছে, তাহার প্রতিটি বাক্যই সমালোচকদের স্তব্ধ করা উচিত।

১। সৃষ্টির আদিতে মানবজাতির মধ্যে কোনও শ্রেণীবিভাগ ছিল না। সকলেই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হওয়ায় সমগ্র মানবজাতিই 'ব্রাহ্মণ' ছিল।

২। যজুর্বেদেও বলা হইয়াছে যে শূদ্রাদি সমেত - সমগ্র মনুষ্য জাতির জন্যই বেদবাণী উদ্দিষ্ট হইয়াছিল - যজুঃ (২৬/২) যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চ ...।

৩। কিন্তু পরবর্তী যুগে, সমাজের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি বা জীবন ধারণের জন্য নানাজাতীয় কর্ম অবলম্বন করিলেন এবং সেই সকল কর্মই মানবজাতির মধ্যে শ্রেণী বিভাগ করিল। যিনি যজন, যাজন অধ্যয়ন, দান, অপরিগ্রহ, সত্যনিষ্ঠা, অদ্রোহ ইত্যাদি বৈদিক ক্রিয়া ও সদাচার অবলম্বনে জীবন যাপন করিতেন তাঁহাকে 'ব্রাহ্মণ' বলা হইত, অপরদিকে যুদ্ধ, প্রজারক্ষাদি কর্মে নিরত ব্যক্তিকে 'ক্ষত্রিয়' এবং বাণিজ্য, পশুপালন ও কৃষিকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিকে ' বৈশ্য' বলা হইত। 'শূদ্র' বলা হইত সেই ব্যক্তিকে যিনি বেদ পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞানত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, লোভের বশবর্ত্তী হইয়া যাহা কিছু ভোজন করেন এবং হিংসা ও মিথ্যা আশ্রয় করিয়া ব্যাধের ন্যায় নিন্দনীয় জীবিকা গ্রহণ করেন।

৪। এইরূপে সদাচার ভ্রষ্ট ও স্বেচ্ছাচারী বলিয়া শূদ্রের অন্তর-বাহির পবিত্রতা রহিত এবং সেজন্যই স্বীয় কর্ম বশতঃ তিনি বেদাধ্যয়ন অনধিকারী হইলেন। .... স্বীয় কর্মানুসারে ছিল এই পরিচয়, জন্মগত জাতিবিভাগ নহে। কেহ ব্রাহ্মণের ঘরে জাত হইয়াও বেদাধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া, এই রূপে হীনবৃত্তি ও ভ্রষ্টাচারী হইলে তাহাকে শূদ্রই বলা হইত। (মহাভারত - শান্তি - ১৮৮/১৩) হিংসা ... শূদ্রতাং গতাঃ)। অপরদিকে, কোনও শূদ্রের মধ্যে যদি সত্য, দান, দয়া, তপস্যাদি ব্রাহ্মণোচিত গুণ দেখা যাইত, তবে তিনি ব্রাহ্মণ আখ্যাই পাইতেন।

৫। ব্রাহ্মণোচিত গুন অর্জন করিয়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র যে কোন জাতির পক্ষে ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করা সম্ভব ছিল, ইহার প্রমাণ বহু শাস্ত্রে পাওয়া যায়। আবার বহুজাতি বেদক্রিয়াদি হইতে বিরত হওয়ায় শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার উল্লেখ মনুসংহিতায় আছে। বেদ বিভাজক এবং ব্রহ্মসূত্র প্রণেতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস স্বয়ং ধীবরকন্যা সত্যবতীর সন্তান। দেবর্ষি নারদ ছিলেন দাসীপুত্র। ঋগ্বেদের তৃতীয় মন্ডলের ঋষি বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় রাজা হইয়া তপস্যার দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে সামবেদান্তর্গত ছান্দোগ্যের ন্যায় আদি এবং মুখ্য উপনিষদে উক্ত সত্যকাম উপাখ্যানের উল্লেখ করিতে হয়। সত্যকাম তাঁহার মাতার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার গোত্র ও পিতার নাম জানিতে পারে নাই। সত্যকামের মাতা বলিয়াছিলেন যে, বহুপরিচর্য্যানিরতা আমি যৌবনে তোমাকে লাভ করিয়াছিলাম, এজন্য তোমার গোত্র জানিতে পারি নাই। সুতরাং সত্যকাম দাসীপুত্র হওয়া অসম্ভব নহে;তাহা যদি নাও হয়, তাহা হইলেও গুরু গৌতম কেবলমাত্র সত্যকামের সত্য নিষ্ঠা দেখিয়াই তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করিলেন। এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উপনয়ন দান করিতে স্বীকৃত হইলেন। ... গুরু গৌতম সত্যকামকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, ঐ ব্রহ্মবিদ্যার বলে সত্যকাম নিজেই গুরু রূপে উপকোসলাদি শিষ্যকে আত্মবিদ্যা দান করিয়াছিলেন।

শূদ্রের বেদাধ্যয়ন* নিষিদ্ধ, ইহা যদি হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব হইত;তাহা হইলে শ্রী চৈতন্যকে সনাতন ধর্ম হইতে বহিঃষ্কৃত করা হইত, কারণ চৈতন্যদেব যবন হরিদাসের বেদ পাঠকে শুধু অনুমোদন নহে, প্রশংসা করিয়াছেন -

"হরিদাস কহে প্রভু না ছুঁইহ মোরে ।
মুই নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে।।
প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
নিরন্তর চারিবেদ কর অধ্যয়ন[1]।। (চৈতন্য চরিতামৃত)

স্বামীজী গুণগত বর্ণবিভাগ মানতেন - জন্মগত নয়। তিনি একাধিক বক্তৃতায় মহাভারতের এই বর্ণ বিভাগের উল্লেখ করেছেন ঃ "জাতিভেদের একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা মহাভারতেই পাওয়া যায়। মহাভারতে লিখিত আছে ঃ সত্যযুগের প্রারম্ভে একমাত্র ব্রাহ্মণজাতি ছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ বিভিন্ন জাতিতে

---

* শূদ্রের বেদপাঠে অধিকার নেই - এই নিয়ে সমালোচনার ঝড় । এখন তো সুলভে চারিবেদ, উপনিষদ সকলই পাওয়া যায়। নিম্নবর্ণের কথা থাক- তথাকথিত উচ্চবর্ণের কজনে এই শাস্ত্র গ্রন্থ সকল পড়েছেন .... ?

1. আচার্য্য ডঃ দুর্গাদাস বসু- হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব, পৃষ্ঠা ঃ ১৭৩-১৭৭

বিভক্ত হইলেন। জাতিভেদ-সমস্যার যত প্রকার ব্যাখ্যা শোনা যায়, তন্মধ্যে ইহাই একমাত্র সত্য ও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা। আগামী সত্যযুগে আবার ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই ব্রাহ্মণে পরিণত হইবেন। .... এই জগতের আদর্শ সেই অবস্থা যখন 'সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' পুনরায় হইবে, যখন শূদ্রবল, বৈশ্যবল ও ক্ষত্রিয়বলের আর আবশ্যকতা থাকিবে না। .... তখনই সমগ্র মনুষ্যজাতি ব্রাহ্মণ্যবিশিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ হইয়া যাইবে, তখনই জাতিভেদ লুপ্ত হইয়া প্রাচীন ঋষিদিগের দৃষ্ট সত্যযুগ সমুপস্থিত হইবে।"[1]

বেদমন্ত্রের অর্থ উপলব্ধি ও স্মরণ রাখিতে চাই মেধা। (শ্বে - ৪/২০) হৃদা হৃদিস্থং ... কঠ (১/৩/১৬) মেধাবী ... মহীয়তে। সেই মেধা অশুচি ও স্বেচ্ছাচারী দেহধারীর পক্ষ্যে লভ্য নহে। এমন কি সম্যক্ উচ্চারণ পর্যন্তও সম্ভব নহে; এই জন্যই শূদ্রের পক্ষে বেদমন্ত্র উচ্চারণ নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

এই একই অভিমত দিয়েছেন বিশ্ব বরেণ্য মনীষী ম্যাক্সমুলার। the four Vedas, containing about 1,00,000 verses ... The Vedas are handed down from mouth to mouth, not written on paper. There are in every generation some intelligent Brahmans who can recite those 1,00,000 verses. I myself saw such men..... and they had always to learn the veda by heart and from the mouth of a properly qualified teacher.[2] অত্যন্ত মেধাবী ও স্মৃতিধর না হইলে বেদের ১লক্ষ শ্লোক আবৃত্তি করা সম্ভব নয়।

স্বনামধন্য দার্শনিক ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বর্ণ বিভাগ সম্বন্ধে যে সুচিন্তিত অভিমত দিয়েছেন তা সবিশেষ প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেছেন - "বর্ণভেদ ব্যক্তিগত প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত কাজেই সেগুলি অমর নয়। প্রথমে একই বর্ণ ছিল। আমরা হয় - সবাই ব্রাহ্মণ বা সবাই শূদ্র ছিলাম। স্মৃতিতে আছে যে লোকে শূদ্র হয়েই জন্মায়, পরে সংস্কারের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়। "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কৈর্দ্বিজ উচ্যতে।" সামাজিক প্রয়োজনে ও ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপের দ্বারা ব্যক্তিদের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে ভাগ করা হত। ব্রাহ্মণেরা পুরোহিত। তাদের সম্পত্তিও থাকে না, শাসনাধিকারও থাকে না। তারাই তত্ত্বজ্ঞানী ও সমাজের বিবেক স্বরূপ। ক্ষত্রিয়েরা শাসক, তাদের মূল ভাব জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা। বৈশ্যরা ব্যবসায়ী ও শিল্পী, প্রযুক্তিবিদ, তাদের লক্ষ্য নিপুণতা। শূদ্ররা প্রোলিটেরিয়েট, গতানুগতিক শ্রমিক। তারা কাজের বৈশিষ্ট নিয়ে মাথা ঘামায় না, আদেশ

---

1. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত - চিতানায়ক বিবেকানন্দ, পৃষ্ঠা - ২৭-২৮ (বানী ও রচনা - ৫ম খন্ড, ১ম সংস্করণ, পৃষ্টা - ১৯০, ৪২০)।

2. F. Max Muller - INDIA-What can it teach us? P - 190, 191

মত কাজ করে যায়, নিজস্ব অবদান সামান্যই রাখে। তারা নির্দোষ আবেগময় জীবনযাপন করে ও পরম্পরাগত প্রথায় বিশ্বাসী। বিবাহ, সন্তানোৎপাদন ও অন্যান্য ব্যক্তিগত সম্পর্কজাত পারিবারিক দায় মেটাতে পারলেই তাদের আনন্দ ...

এই শ্রেণীবিভাগ সামাজিক ও মনস্তাত্তিক ভিত্তিতে গঠিত। মানুষের মধ্যে আত্মার অবস্থিতির স্বীকৃতি, হিন্দুধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ এবং এই দিক থেকে সকল মানুষই সমান। বৃত্তি বৈচিত্রই বর্ণভেদের কারণ। আর নিঃস্বার্থ সেবা দ্বারা বর্ণভেদ অতিক্রম করাই জীবনের উদ্দেশ্য। বর্ণভেদ প্রথা সমস্ত মানবজাতির পক্ষেই প্রযোজ্য। ... নন্দ, মৌর্য, গুপ্ত প্রভৃতি সাম্রাজ্য স্থাপয়িতারা গোঁড়ামতে নীচবর্ণের। গুপ্ত সম্রাটরা ম্লেছ লিচ্ছবি বংশে বিবাহ করেছিলেন। ... বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষ বা গোষ্ঠী বিশেষ বর্ণান্তর লাভ করেছে তার উদাহরণ আছে। বিশ্বামিত্র, অজামীড় ও পুরামীড় ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হয়েছিলেন, এমন কি বৈদিক স্তোত্রও রচনা করেছিলেন। ক্রীতদাসী ইলুষার পুত্র কবষকে যজ্ঞে ব্রাহ্মণ যাজকের পদে উন্নীত করা হয়। জনক ক্ষত্রিয় হয়ে জন্মালেও তাঁর গভীর জ্ঞান ও সাধুচরিত্রের জন্য ব্রাহ্মণ হতে পেরেছিলেন। শূদ্র হয়ে জন্মেও আমরা উচ্চতম পর্যায়ে উঠতে পারি।

শূদ্রযোনৌ হি জাতস্য সদ্‌গুণান উপতিষ্ঠতঃ, বৈশ্যত্বং
লভতে ব্রাহ্মং ক্ষত্রিয়ত্বং
তথৈব চ, আর্জবে বর্তমানস্য ব্রাহ্মণ্যমভিজায়তে। অরণ্য পর্ব"[1]

প্রথমে জাতিবিভাগ ছিল গুণ ও বৃত্তিগত। সামাজিক বিকারের ফলেই তাহা পরবর্তী যুগে জন্মগত বিভাগে পর্যবসিত হয়েছিল। হিন্দু জাতি ও সমাজের পক্ষে ইহা খুবই ক্ষতিকারক হয়। তাই "হিন্দু আচার্যরা বর্ণবিভাগের নিন্দা করলেন । হিন্দু জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য রামানন্দ, চৈতন্য, কবীর, নানক, দাদু ও নামদেবের মত মানবমৈত্রীর উদ্‌গাতাদের আবির্ভাব হয়েছিল .... রামমোহন রায়, দয়ানন্দ সরস্বতী ও গান্ধী আদি মহাপুরুষরা এই নীরব বিপ্লবে সহায়তা করেছেন। ... এমনকি হিন্দু মহাসভাও প্রস্তাব করেন, " যেহেতু বর্তমানে প্রচলিত জন্মগত বর্ণভেদ প্রথা চিরন্তন সত্য ও নীতির বিরোধী, যেহেতু ইহা হিন্দুধর্মের মূল ভাবের বিপরীত, যেহেতু ইহা মানবজাতির সাম্য, সম্বন্ধীয় মৌলিক অধিকারকে অগ্রাহ্য করে ... এই নিখিল ভারত হিন্দুমহাসভা এই প্রথার আপোসহীন বিরোধিতা ঘোষণা করছে এবং হিন্দু সমাজকে সত্বর এই প্রথা বর্জন করতে আহ্বান করছে [2]।"

---

1. ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ - ধর্ম ও সমাজ (Religion and Society), পৃঃ ১১৮-১২০
2. ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ - ধর্ম ও সমাজ (Religion and Society), পৃঃ ১২১

ডঃ নজরুল ইসলাম ইসলামি ধর্মশাস্ত্রে সুপন্ডিত। কিন্তু দিগন্ত প্রসারিত অতলান্ত জলধির ন্যায় আর্যধর্মশাস্ত্রের গভীরতা অনুধাবন নিঃসন্দেহে সুকঠিন। একটি বিষয় খুবই কৌতুহলোদ্দীপক। ডঃ ইসলাম হিন্দু সমাজের বর্ণবিভাগ ও তজ্জনিত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের জন্য খুবই ব্যথিত। কিন্তু সাম্য ও মুসলিম ভ্রাতৃত্বের (Muslim Brotherhood) উপর প্রতিষ্ঠিত ইসলামি সমাজের চিত্র কিরূপ? প্রথম - সিয়া সুন্নী সংঘাত। পয়গম্বর মহম্মদের তিরোধানের পর এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের শুরু - আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে । সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেই সংঘর্ষ তীব্রতর হচ্ছে। শিয়া মসজিদে নমাজের সময় আক্রমণ করে শত শত মানুষকে হত্যা প্রায় নিত্যকার ঘটনা। দ্বিতীয় - মুসলমান জাতির মধ্যে 'আহ্‌মেদিয়া' ও 'বোরা' নামে দুটি সম্প্রদায় আছে। ইসলাম ধর্মে এঁরা স্বীকৃত নয়, সর্বত্র নির্যাতীত।

ডঃ বি.আর.আম্বেদকর মুসলিম সমাজের জাতি বিভাগ সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ মুসলমানদের মধ্যে ৪টি প্রধান জনজাতি হল - শেখ, সৈয়দ, মোগল এবং পাঠান। তবে মুসলমানরা সকলকে দুইভাগে ভাগ করে। ক) আসরফ বা শরফ , খ) আজলফ । 'আসরফ' পদটির অর্থ হল 'অভিজাত'। বিদেশাগত মুসলমান ও তাদের বংশধর এবং উচ্চবর্ণের ধর্মান্তরিত হিন্দুরা এই শ্রেণীর অর্ন্তভুক্ত। শ্রমজীবি সহ অন্যসকল মুসলমান ও নিম্নবর্ণের ধর্মান্তরিত হিন্দুরা 'আজলফ' নামে পরিচিত। পদটি অবজ্ঞাসূচক - অর্থ হল - ঘৃণ্য, দুষ্ট, দীন, দুঃখী, পাজি। তাদের কামিনা ও ইতর নামেও সম্বোধন করা হয়। কোথাও কোথাও তৃতীয় একটি শ্রেণীর মুসলমানও আছে। তাদের নাম আরজল বা নিম্নতম শ্রেণী। অন্য মুসলমান এদের ছোঁয়া এড়িয়ে চলে। মসজিদে এদের প্রবেশ নিষেধ; মুসলিম কবরখানায় এদের স্থান হয় না।

১। আসরফ - অভিজাত শ্রেণীর মুসলমান।

ক) সৈয়দ, খ) শেখ, গ) পাঠান, ঘ) মোগল, ঙ) মালিক, চ) মীর্জা।

২। আজলফ - নিম্নশ্রেণীর মুসলমান।

ক) চাষী - যারা পূর্বে হিন্দু ছিল।

খ) দর্জি, জোলা, ফকির, র‍্যাঙ্গরেজ (Rangrez)।

গ) বারহি, ভাটিয়ারা, ধুনিয়া ইত্যাদি।

ঘ) আবদল, বাকো, বেদিয়া, ধোবি ইত্যাদি।

৩। আরজল অথবা দলিত শ্রেণী

ক) ভানার, হালালখোর, হিজরা, মেথর ইত্যাদি।

দুই শ্রেণীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ । যেমন একজন ধুমা (Dhuma) । সে ধুমা ব্যতীত অন্য কাউকে বিবাহ করতে পারে না।

(The conventional division of the Mahomedans in to four tribes - Sheikh, Saiad, Moghul and Pathan.... The Mahomedans themselves recognise two main social divisions. 1. Ashraf or Sharaf and 2. Ajlaf, Ashraf means 'noble' and includes all undoubted descendants of foreigners and converts from high cast Hindus. All other Mahomedans including the occupational groups and all converts of lower ranks, are known by the contemptuous terms, 'Ajlaf','wretches' or 'mean People'; they are also called Kamina or Itar .... In some places a third class, called Arzal or 'Lowest of all', is added. With them no Mahomedan would associate, and they are forbidden to enter the mosque to use the public burial ground.

1. Ashraf or better class Mahomedans :
   i) Saids, ii) Sheikhs, iii) Pathans, iv) Moghul, v) Mallik, vi) Mirza.

2. Ajlaf or lower class Mahomedans :
   a) Cultivating sheikhs and others who were originally Hindus.
   b) Darzi, Jolaha, Fakir and Rangrez.
   c) Barhi, Bhathiara, Dhunia etc.
   d) Abdal, Bako, Bediya, Dhobi etc.

3. Arjal or degraded class :
   a) Bhanar, Halalkhor, Hijra, Methar etc.

The prohibition on inter marriage extends to higher as well as to lower castes, and a Dhuma for example, may marry no one but a Dhuma.

সৃষ্টিকর্তার পদযুগল হতে সৃষ্ট, তাই হিন্দু সমাজে শূদ্ররা অবহেলিত। মুসলমান সমাজ তো সাম্য ও মুসলিম ভ্রাতৃত্ব নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে সেখানেও আজলফ ও আরজল শ্রেণীভুক্ত দলিত ও অস্পৃশ্য মুসলমান কেন? তারা কি বিধর্মী সংহারকারী পরম কারুণিক আল্লা অথবা জেহাদের (Holy War) নায়ক পয়গম্বর মহম্মদের পদ সঞ্জাত.... ?

আর্যসভ্যতা

পুরাতত্ত্ববিদ, পন্ডিত প্রবর ডঃ নজরুল ইসলাম লিখেছেন, "আজ যারা ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত তাঁরা আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে আর্যরূপে এ দেশে প্রবেশ করেন। প্রথমে তাঁরা উত্তর পশ্চিম ভারতে প্রবেশ করেন। ... আর্যরা ছিলেন পশুপালক যাযাবর। কৃষি বা নাগরিক সভ্যতার শুরু তাঁদের মধ্যে তখনও হয় নি। ... তারবহু বছর আগেই এদেশের বাসিন্দারা কৃষিকাজ শিখে, শিল্প গড়ে গ্রামীণ, এমনকি নাগরিক সভ্যতার পত্তন করেছেন। পান্ডুরাজার ঢিবি, হরপ্পা-মহেঞ্জদরো তার প্রমান। ... কিন্তু ঘোড়া এবং লোহার ব্যবহার তাঁদের জানা ছিল না বলেই মনে হয় । ফলে সভ্যতায় এগিয়ে থাকলেও যুদ্ধে যাযাবর আর্যদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেন নি।

আর্যরা তাই তাঁদের মেরে কেটে জয় করে, তাঁদের ওপর শোষণের নির্মম যন্ত্র বর্ণব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছেন।" - পৃঃ - ৭

ইতিহাস কি সাক্ষ্য দেয়?

বিশ্বের প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠতম সভ্যতা হল আর্যসভ্যতা। উৎপত্তি ও বিকাশ এই ভারতবর্ষে। আর্যধর্মশাস্ত্র বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ।

হাজার বৎসরের বর্বর নৃশংস মুসলিম শাসন ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতিকে সমূলে ধ্বংস করতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি। ভারতে প্রায় প্রত্যেক মন্দিরের সঙ্গেই থাকত গ্রন্থাগার। মুসলিম হানাদার বাহিনীর প্রথম লক্ষ্য ছিল এই মন্দির ও সংলগ্ন গ্রন্থাগার। ইসলামের মহান বীর যোদ্ধা বখ্‌তিয়ার খলজী। নালন্দা আক্রমণ করে ১০, ০০০ আবাসিক ছাত্রকে হত্য করে । বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের লক্ষ বই পুড়িয়ে ৬মাস ধরে সেনাবাহিনীর রান্না করেছে। কোন জাতিকে ধ্বংস করতে হলে তার শিক্ষা-সংস্কৃতিকে সর্বাগ্রে ধ্বংস করতে হয়। শুধু আরব বখ্‌তিয়ার খলজী নয় - বিংশ শতাব্দীতেও ডঃ নজরুল ইসলামের স্বদেশী বাঙালী মুসলমান (?) নির্বিচার হত্যা ও ধ্বংসে সমান পারদর্শী। ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর। জাতীয় গৌরবের দিন। মুঘল সম্রাট বাবর রামমন্দির ভেঙে যে বাবরি মসজিদ * তৈরী করেন;হিন্দুরা তা এই দিন ধুলিসাৎ করে দেয়। তার

---

* মার্কসবাদী ঐতিহাসিক নিশীথ রঞ্জন রায় "গণশক্তি" পত্রিকায় ৩১.১০.১৯৯০ (সি.পি.আই-এম পঃ বঙ্গ কমিটির মুখপত্র) একটি প্রবন্ধ লেখেন - "রামজন্মভূমি বাবরি মসজিদ ইতিহাসের দূরবীনে।" লেখকের বর্ণনায় - "মসজিদের গায়ে উৎকীর্ণ রয়েছে দুটি লিপি। প্রথমটি মসজিদের ভিতরে। দ্বিতীয় লিপিটি উৎকীর্ণ রয়েছে মসজিদের বাইরের দেওয়ালে। লিপিটির পাদটীকায় উল্লেখ আছে যে, একটি মন্দির ভেঙ্গে এই মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল ...। এ তথ্যটি আমাদের সকলেরই জানা যে, মুসলিম শাসনকালে বহু মন্দির ভেঙ্গে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। বাবরি মসজিদটিও এমনি ধরণের একটি স্থাপত্য।

বদলা নিতে মুসলমান ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশে ব্যাপক হিন্দু হত্যা করে। ভেঙে দেয় অসংখ্য মন্দির। সেই মুসলিম তাণ্ডব থেকে বিদেশের হিন্দু মন্দিরও রক্ষা পায় নি। তসলিমা নাসরিনের লেখায় - "পরদিন হাসপাতালে বসেই খবর পাই জেলার অবস্থা। জেলায় হিন্দু এলাকাগুলো তখন ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে। হাজার হাজার বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দশ হাজার পরিবার গৃহহারা হয়ে খোলা আকাশের নীচে বসে আছে ... । যতগুলো মন্দির আছে এলাকায় সব মন্দিরেই হামলা চলেছে, হিন্দুদের দোকান পাট একটিও অক্ষত নেই। বাড়িঘর ধ্বংস ... আমার লজ্জা যায় না। খবর পাই সিলেটে চৈতন্যদেবের বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে মৌলবাদীরা। চারশো বছরের পুরোনো লাইব্রেরীটিও রোষ থেকে রক্ষা পায় নি। ইচ্ছে হয় চিৎকার করে কাঁদি। আমার চেনাজানা অনেকে জেলার দুর্গতদের অবস্থা দেখে ফিরে বর্ণনা করেছে বীভৎস বর্বরতার কাহিনী, সহস্র নির্যাতিতের হাহাকার ক্রন্দন [1]।

হাজার বছরের নিশীথের দুঃস্বপ্ন সম ভয়ংকর ইসলামী শাসনে হিন্দুরা তাঁদের গৌরবময় অতীতকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল।

এল ইংরেজ। নবজাগরণের আলোকদীপ্ত। জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধিৎসা তাঁদের অন্তরে বাহিরে। বিশাল দেশ, প্রায় মহাদেশ তুল্য। তাঁরা বিষ্মিত অবিভূত। দেশটির অতীত ইতিহাস জানতে তাঁরা একান্ত আগ্রহী। কিন্তু প্রধান অন্তরায় ভাষা। দেশের প্রাচীন ইতিহাস সাহিত্য সকলই তো সংস্কৃত ভাষায়। সুতরাং পূর্বে ইউরোপ থেকে যাঁরা বাণিজ্য অথবা পর্যটনের উদ্দেশ্যে এদেশে এসেছিল - তাঁদের কাছ থেকে ভারত কাহিনী শুনে তাঁদের মনে গাঁথা হয় এক রূপ কল্পনা। ভারতের বেদ , সংস্কৃত সাহিত্য ও পুরাকীর্তি তাঁদের মুগ্ধ বিষ্মিত করে। শিল্পবিপ্লবের ফলে ইউরোপ বিজ্ঞানে দ্রুত উন্নতি করে। প্রাচ্যভূমি তখনও মধ্যযুগের ঘনতমসায় আচ্ছন্ন। সুতরাং তাঁদের ধারণা হয় আর্য সভ্যতার স্থপতি আর্যজাতি কোন এক সুদূর অতীতে বাইরের কোন দেশ থেকে এসে ভারতে বসতি স্থাপন করে। সৃষ্টি হল একটি নতুন শব্দ-বন্ধ Indo-Aryan. শ্বেতাঙ্গরা দাবি করে তাঁরাই আর্য। জার্মানীর সর্বাধিনায়ক হিটলারের ছিল এই আর্য গরিমা।

আর্য সাহিত্য ভাণ্ডার পৃথিবীতে বৃহত্তম। বেদ, উপনিষদ্, রামায়ণ-মহাভারত সহ অষ্টাদশ পুরাণের কোথাও উল্লেখ নাই যে আর্যরা বহিরাগত। ভারত আত্মার বাণীমূর্তি স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন - "কোন্ বেদে, কোন সূক্তে, কোথায় দেখেছ যে, আর্যরা কোন বিদেশ থেকে এদেশে এসেছেন? কোথায় পাচ্ছ যে, তারা বুনোদের মেরে কেটে ফেলেছেন? খামকা আহম্মকির দরকারটা কি? আর রামায়ণ পড়া তো হয়নি, খামকা এক বৃহৎ গল্প রামায়ণের উপর কেন বানাচ্ছ?

---

1. তসলিমা নাসরিন - দ্বি খণ্ডিত, পৃঃ ২৫৬-২৫৮

রামায়ণ ছিল আর্যদের দক্ষিণী বুনো-বিজয়! রামচন্দ্র আর্যরাজা, সুসভ্য;লড়ছেন কার সঙ্গে? লঙ্কার রাবণ রাজার সঙ্গে। সে রাবণ, রামায়ণ পড়ে দেখ, ছিলেন রামচন্দ্রের দেশের চেয়ে সভ্যতায় বড় বই কম নয়। লঙ্কার সভ্যতা অযোধ্যার চেয়ে বেশী ছিল বরং কম তো নয়ই। তারপর বানরাদি দক্ষিণী লোক বিজিত হল কোথায়? তারা হ'ল সব শ্রী রামচন্দ্রের বন্ধু মিত্র। কোন্ গূহকের কোন বালির রাজ্য রামচন্দ্র ছিনিয়ে নিলেন - তা বলো না?।" [1]

আমাদের পুরাণ গ্রন্থাবলী শুধু ধর্মগ্রন্থই নয়, ভারতের ইতিহাসও বটে। যদি ধরা যায় যে, সুদূর অতীতে একই ভাষাভাষি আর্যগোষ্ঠীভুক্ত মানুষ ভূমন্ডলের কোন এক অঞ্চলে বাস করত। তারপর যে কোন কারণেই হোক, তার থেকে একটা অংশ ভারতে চলে আসে। সেক্ষেত্রে অনেক পুরুষ ধরে তাঁদের আদি বাসস্থানের স্মৃতি, রীতি-নীতি তাঁদের মনে গাঁথা হয়ে থাকবে। সেই কাহিনীর উল্লেখ থাকবে তাঁদের সাহিত্য ইতিহাসে। প্রাচীন মিশরীয়, সুমেরিয়, ফিনিসীয়, রেড ইন্ডিয়ান ও ইহুদি প্রমুখ জাতির পূর্বপুরুষগণ যে বহিরাগত ছিলেন, সেই স্মৃতি তাদের মনে জাগরুক ছিল। উত্তর আমেরিকার (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) শেতাঙ্গ সম্প্রদায় যে একদা ইউরোপের অধিবাসী ছিল - তাদের সাহিত্য ইতিহাসে তার বিবরণ আছে। মাত্র ছয় দশক পূর্বে পঃ পাকিস্তান থেকে হিন্দু শিখ ও পূঃ পাকিস্তান থেকে বাঙালী হিন্দুরা যে সর্বস্ব হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে খন্ডিত ভারতে এসে নতুন বসতি স্থাপন করেছেন ;তা নিয়ে রচিত হয়েছে অনেক কাব্য সাহিত্য। কিন্তু আর্য সাহিত্যের কুত্রাপি সে রকম ইঙ্গিত পর্যন্ত নাই। দ্বিতীয়তঃ একই ভাষাভাষী ও কৃষ্টির যে মানবগোষ্ঠী সেই আদি বাসস্থানেই থেকে গেছে - সেখানেও তো আর্য সভ্যতার অনুরূপ একটি সভ্যতার বিকাশ হত ...। আর্যসভ্যতার সমসাময়িক অন্যান্য সভ্যতার কথা বলা হয়। এক্ষেত্রে "সমসাময়িক" শব্দবন্ধটির অর্থ হল সমসময়ের, তার অধিক নয়। আর্যরা বহিরাগত, পাশ্চাত্য পন্ডিতদের এই অভিমত হিন্দু ও ভারতবিরোধী মার্কসবাদী তাত্ত্বিকগণ সাগ্রহে গ্রহণ করেন। সঙ্গে দোসর মুসলমান। ইতিহাস পাঠ্য বইতে এই অসত্যই প্রচার করা হয়।

যারা বলেন আর্যরা বিদেশ থেকে এসেছেন, তারা মনে করেন আর্য একটা 'জাতি'। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে 'আর্য' এই পদটি 'জাতি' নয় গুণবাচক। যারা মার্জিত, পরিশীলিত, সজ্জন - তাঁদের বলা হয় আর্য। সীতাদেবী রামচন্দ্রকে 'আর্যপুত্র' বলেসম্বোধন করেছেন। "খৃষ্ট জন্মের বহু শতাব্দী পূর্বে আচার্য যাস্ক ঋগ্বেদে ব্যবহৃত শব্দ সমূহের অর্থ সম্বলিত যে নিরুক্ত গ্রন্থ রচনা করেন, তাতে আর্য শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন - 'অর্য' থেকে

1. একনাথ রাণাডে - স্বামীজীর হিন্দু রাষ্ট্র চিন্তা (Swami Vivekananda's Rousing Call to Hindu Nation) - পৃঃ ১২৪

'আর্য'। অর্য শব্দের অর্থ ঈশ্বর বা প্রভু, আর্য তৎপুত্র। প্রাচীন সংস্কৃত অভিধানে আর্য শব্দের অর্থ করা হয়েছে - যাঁরা গমনশীল বা জ্ঞান প্রাপ্ত, সুপ্রতিষ্ঠিত, সজ্জন, সাধু, কুলীন, মান্য, শ্রেষ্ঠ, সুসভ্য, উচ্চগুণশালী। সংস্কৃত অমরকোষ আর্য পদটির ব্যাখ্যা করেছে - 'মহাকুল, কুলীনার্য, সভ্য সজ্জন সাধবঃ'। বাল্মীকি রামায়ণের যুদ্ধ কান্ডে রাবণ বিভীষণকে ভৎর্সনা করেছেন ঃ 'তুমি ভ্রাতৃস্নেহহীন অনার্য। মধুকর যেমন রসপান করে পলায়ন করে, অনার্যের সৌহার্দও সেইরূপ। রাবণ নিজেকে আর্য মনে করতেন, ভাবতেন 'ব্রাহ্মণ বংশজাত'। পান্ডব পত্নী দ্রৌপদী অভিযোগ করে বলেছেন 'যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলায় নীচ অনার্য মানুষেরা প্ররোচিত করেছে' (সভাপর্ব)"[1] ।

সিন্ধু অববাহিকায় মহেঞ্জদরো - হরপ্পার সভ্যতা আর্য বা বৈদিক সভ্যতার পূর্ববর্ত্তী, বিদেশী ভারততত্ত্ববিদরা এরূপ প্রচার করেন। তাঁহারা বলেন বেদের যুগে আর্যদের মধ্যে মূর্তি পূজার প্রচলন ছিল না। অথচ হরপ্পায় ও মহেঞ্জদরোতে শিব ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে। এ নেহাতই অনুমান।

আচার্য ডঃ ডি. বাসু বলেন, "সাধারণ্যে প্রচলিত ধারণা যে, বৈদিক যুগে অগ্নি, সূর্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক বা নৈসর্গিক ব্যক্তিকেই দেবরূপে স্তুতি করা হইত, তাহা ঠিক নহে। বহু বৈদিক মন্ত্রে রুদ্র, ভারতী, শিব, সরস্বতী প্রমুখ সগূণ দেবতার স্তবও আছে। আবার উপনিষদগুলিতে রুদ্র, শিব, কালী, করালী দেবী শব্দের ব্যবহার আছে।

যজুর্বেদীয় সন্ধ্যামন্ত্র ওঁ নমঃ শিবায় - চ শিবতরায় চ'। ... যাঁহারা শিব বৈদিক দেবতা নহেন, অনার্যসভ্যতা হইতে আহৃত দেবতা, এই অপবাদ প্রচার করিয়া থাকেন - তাঁহারা যদি স্থিরমস্তিষ্কে যজুর্বেদের এই ষোড়শ অধ্যায়টি পড়েন, তবে তাহাদের অনার্য কণ্ঠ, চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। এই অধ্যায়কে 'রুদ্রাধ্যায়' - বলা হয় - কিন্তু শিবের নামও পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইয়াছে এবং পরবর্তী যুগের পুরাণ সমূহে আমরা শিবের যে মূর্তির পরিচয় পাই, এই রুদ্রাধ্যায়ে সেই সকল বিশেষণ দ্বারা একই আলেখ্য অঙ্কিত হইয়াছে - যথা গিরিশ, নীলগ্রীব, কৃত্তিবাস, পিনাকধারী, সহস্রাক্ষ, কর্পর্দি (বা জটাজুটধারী) পশুপতি ...। ঋগ্বেদের দেবীসূক্তে আদ্যাশক্তি মহামায়াকে জগৎপ্রসবিনী মাতৃরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ... শুধু তাহা নহে, তাঁহার রূপ বর্ণনা করিয়া আরাধনার ব্যবস্থা আছে -

তামাগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ।

হরপ্পা লিপিতে বৃষভবাহন শিব এবং শিবলিঙ্গের উল্লেখ আছে এবং হরপ্পা বৈদিক সভ্যতায় নিদর্শন ইহা বর্তমানে বহু গবেষক কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে - লিখেছেন

1. খগেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত - আর্য সভ্যতার সন্ধানে - পৃঃ ৪৯, ৫০, ৮২।

স্বামী অভেদানন্দ, ভারতীয় সংস্কৃতি, ২৯৮ - ৩০১।[1]

জার্মান ভারততত্ত্ববিদ Egbert Richter Ushanas প্রত্নতাত্ত্বিক খননে সিন্ধু সভ্যতার যে সকল Seal ও tablet পাওয়া গেছে তার মধ্যে অধিকাংশরই পাঠোদ্ধার করেছেন। তিনি ১৯৮৮ সালে এই Seal এর পাঠোদ্ধারের কাজ শুরু করেন। এই সকল Seal ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদের উপর ভিত্তি করে লিখিত। (German Indologist and Scientist of religion studies Egbert Richter Ushanas has claimed to have decoded major seals and tablets of Indus Valley Civilization scripts found during archeological excavations. Richter began decoding the seals in 1988. He has already decoded 1000 odd seals .... All seals are based on Rigveda and Atharbaveda...." (Hindustan Times, 07.02.2007)

আর্যরা বিদেশ থেকে এসেছে। সে স্থানটির অবস্থান সুমেরু থেকে কুমেরু - অর্থাৎ পৃথিবীর যে কোন স্থান হতে পারে। আর্যদের আদিম নিবাসরূপে ইওরোপীয় পন্ডিতগণ যে সকল স্থানের উল্লেখ করেছেন - তার মধ্যে কৃষ্ণসাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চল (পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়ার এশীয় ভূখন্ড) প্রধান। কিন্তু নির্দিষ্ট কোন স্থান আজও আবিষ্কৃত হয় নি। তা সত্ত্বেও আর্যরা বহিরাগত, এই অসত্য প্রচার এখনও চলছে। এর একটি কারণ বেদের ভাষা বা প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা। ঋষি অরবিন্দ বলেছেন - " বেদ রহস্যময়, এর ভাষা, কথার ভঙ্গি, চিন্তার গতি অন্যযুগের সৃষ্টি, অন্যধরণের মনুষ্যবুদ্ধি সম্ভূত। ইওরোপীয় অধিকাংশ পন্ডিতই এই কারণে ঋগ্বেদের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন নি। পারেন নি এই গ্রন্থের মূল্য অনুধাবন করতে।" এই সকল পন্ডিতদের অনেকেই ভারতবর্ষ কেমন তা সচক্ষে দেখেন নি। কিন্তু আছে জাত্যাভিমান। এত মহান উন্নত সভ্যতা কি অর্দ্ধসভ্য নেটিভদের সৃষ্টি হতে পারে? এ নিশ্চয়ই সুসভ্য ইওরোপীয়ান জাতির পূর্ব পুরুষদের কীর্তি। অর্থাৎ আর্যরা ভারতীয় নয়। তাঁরা ইওরোপীয় জাতির বংশধর।

এই পন্ডিতরাই প্রচার করেন যে, সিন্ধু বা হরপ্পা সভ্যতা বৈদিক সভ্যতার পূর্ববর্তী। আর্যরা এই প্রাচীন সভ্যতাকে ধ্বংস করে। স্বামীজী বলেন - "ইওরোপীয়রা যে দেশে বাগ পান, আদিম মানুষকে নাশ করে নিজেরা সুখে বাস করেন, অতএব আর্যরাও তাই করেছে! ওরা হা-ঘরে 'হা - অন্ন হা -অন্ন' করে কাকে লুঠবে মারবে বলে ঘুরে বেড়ায় - আর্যরাও তাই করেছে ! বলি এর প্রমাণটা কোথায় - আন্দাজ? ঘরে তোমার আন্দাজ রাখগে।"[2]

---

1. আচার্য ডঃ দুর্গাদাস বসু - হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব, পৃঃ ৮৭-৯১

2. একনাথ রাণাডে - স্বামীজীর হিন্দুরাষ্ট্র চিন্তা, পৃঃ ১২৫

কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় এ সত্য প্রমাণিত যে সরস্বতী (যা বর্তমানে রাজস্থানের মরুঅঞ্চলে অন্তসলিলা রূপে প্রবাহমান) অথবা সিন্ধু নদের অত্যধিক জলস্ফীতি জনিত প্লাবনে অথবা খরার জন্য জনগণ এই অঞ্চল পরিত্যাগ করে। কালক্রমে সভ্যতা ধ্বংস হয়।

বিশদ আলোচনার অবকাশ নেই, নেই প্রয়োজন। যদি আমরা শ্রেষ্ঠ ভারততত্ত্ববিদ জগৎবরেণ্য পণ্ডিত Maxmuller এবং Will Durant -এর সুচিন্তিত অভিমত বিবেচনা করি। Maxmuller বলেছেন, বৈদিক ধর্মই একমাত্র ধর্ম, যা বাইরের প্রভাব ছাড়াই পূর্ণতা লাভ করছে - শুধুমাত্র ভারতে, বিশেষ করে বৈদিক ভারতে একটি গাছরোপণ করা হয়েছে এবং স্বদেশের আলো বাতাসেই তার পরিপূর্ণ বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটেছে। (.... but that the Vedic religion was the only one the development of which took place without any extraneous influences..... In India alone, and more particularly in Vedic India, we see a plant entirely grown on native soil and entirely nurtured by native air)[1]. সুতরাং প্রমাণিত হল বৈদিক ধর্ম ও সভ্যতার যাঁরা স্রষ্টা, তাঁদের জন্ম এই পবিত্র ভারতভূমিতেই। তাঁরা বহিরাগত নয়। Maxmuller আরও বলেন, যাকে আমরা সর্বাধিক মূল্যবান মনে করি তা আমরা পূর্বদেশ (ভারত) থেকেই লাভ করেছি। (We all come from the East - all that we value most has come to us from East)[2].

রাজনৈতিক পরাধীনতার যুগেও খ্রীষ্টান বিদেশী পরিব্রাজক Mark Twain প্রয়াগের মাঘমেলা দেখে বিস্মিত, বিমুগ্ধ - "নিশ্চয়ই এই সেই ভারত .... মানবসভ্যতার শৈশবের আশ্রয়, মানুষের ভাষার জন্মদাত্রী, ইতিহাসের জননী, উপকথার মাতামহী, ঐতিহ্যের প্রমাতামহী .... সূর্যের নীচে একমাত্র দেশ, যার প্রতি রয়েছে বিদেশী রাজপুত্র এবং বিদেশী কৃষকের, বিপর্যস্ত এবং অজ্ঞের পণ্ডিত এবং মুর্খের, ধনী এবং দরিদ্রের বদ্ধ এবং মুক্তের অবিনাশী আগ্রহ; যাকে সকল মানুষই দেখতে চায় এবং ক্ষণিকের জন্য একটি বার মাত্র দেখলে সমগ্র বিশ্বকে একত্রে দেখার পরও সেই দেখা ভুলতে পারে না। (This is indeed India, ... the cradle of the human race, birth place of human speech, mother of history, grandmother of legends, the great grandmother of tradition ... antiquities of the rest of nations .... the one sole country

---

1. F. Max Muller - INDIA, What can it teach us ?, P - 114-115
2. Ibid, P - 29-30

under the sun that endowed with an imperishable interest for alien prince and alien peasant for the tattered and the ignorant, the wise and the fool, rich and the poor, the bound and the free, the one land that all men desire to see, and having seen once by even a glimpse, would not give the glimpse for the show of all the rest of the globe combined"[1].

বিদেশী আদর্শে অনুপ্রাণিত, বিদেশী গুরুর এদেশীয় শিষ্যরা এরূপ প্রচার করেন যে, দ্রাবিড়রা ছিলেন অনার্য কিন্তু সভ্য। আর্যরাই তাদের সভ্যতাকে ধ্বংস করেছে। তাঁদের উদ্দেশ্যে Maxmuller বলেন, ভারতের সকল ভাষা আর্য অথবা দ্রাবিড়, সকলেরই উৎস হল সংস্কৃত (... all the living languages of India, both Aryan and Dravidian draw their very life and soul from Sanskrit)[2] । শুধু ভারতের ভাষা নয় - "সংস্কৃত ইউরোপের ভাষা সমূহেরও জননী, ভারত আমাদের জাতিরও জননী। আমাদের উৎস এই ভারত, আমাদের যা কিছু গণিতশাস্ত্র আরবদের মাধ্যমে সে তারও জননী, খ্রীষ্টধর্মাশ্রিত আদর্শ সমূহের জননী হল ভারত বুদ্ধের মাধ্যমে। গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ভারতই হল স্বায়ত্ত্বশাসন গণতন্ত্রের প্রসবিত্রী। ভারত জননী নানাভাবে আমাদের সকলেরই জননী। বলেছেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক Wii Durant. (India was the motherland of our race and Sanskrit the mother of Europe's language; she was the mother of our philosophy, mother through the Arabs of much of our Mathematics; mother through the Buddha of the ideals embodied in Christianity; mother through the village- community of self - government and democracy. Mother India is in many ways the mother of us all)[3]. ডঃ নজরুল ইসলাম ও তাঁর প্রগতিশীল বন্ধুরা কি "আর্যরা বহিরাগত" এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত অপপ্রচারে এবার ক্ষান্ত হবেন? মনে হয় না।

---

1. প্রজ্ঞাভারতী ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী - সংস্কৃতির সংকটে ভারত, পৃঃ ৫১-৫২
2. F.Max Muller- INDIA, What can it teach us ? P-75
3. প্রজ্ঞাভারতী ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী - জনশিক্ষায় সংস্কৃত , পৃঃ ৩৫

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ও বন্দেমাতরম্

ডঃ নজরুল ইসলাম সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ও জাতীয় সংগীত "বন্দেমাতরম্"-এর উপর ভীষণ গোঁসা করেছেন। তিনি লিখেছেন-"স্কুলে বাংলার ক্লাসে শিক্ষক মহাশয় বললেন বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস দেশের (ভারতবর্ষের) স্বাধীনতা সংগ্রামের গীতা স্বরূপ। পড়তে গিয়ে বিপদে পড়লাম। এটা তো ভারতবর্ষ থেকে বিদেশী ব্রিটিশদের তাড়ানোর গল্প নয়; বাংলা থেকে মুসলমানদের তাড়িয়ে ইংরেজদের রাজা করার গল্প। এটাকে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের গীতা বানানোটা পুরোপুরি ভ্রান্ত প্রচার। এই ভ্রান্ত প্রচারে বা পরিকল্পনামাফিক মিথ্যা প্রচারের ফলেই এই উপন্যাসে বাংলা থেকে মুসলমানদের তাঁড়িয়ে যাঁরা ইংরেজদের রাজা করতে চান, সেই সন্তান দলের দ্বারা গীত 'বন্দেমাতরম্' গানটি আমাদের 'ন্যাশানাল সং'রূপে গৃহীত হয়েছে' - পৃঃ ২৪-২৫

বঙ্কিম চন্দ্র শুধু অসাধারণ সাহিত্য প্রতিভারই অধিকারী ছিলেন না;তিনি ছিলেন ক্রান্তদর্শী। তাঁর ছিল প্রথর ইতিহাস চেতনা। তাই তিনি দিব্যচক্ষে দেখেছিলেন - সহস্র বৎসর ধরে মুসলমান পদদলিত, অত্যাচারিত, নিপীড়িত হিন্দুজাতি ও মাতৃভূমি ভারতের মুক্তি কোথায়। 'আনন্দমঠের' পটভূমি বাংলা, সে তো উপলক্ষ। লক্ষ্য সমগ্র ভারতবর্ষ। তাই 'সপ্তকোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে' গানটি মাতৃভূমির মুক্তিসংগ্রামের অগ্নিমন্ত্ররূপে গৃহীত হয়েছিল। বঙ্কিম চন্দ্র আনন্দমঠে লিখেছেন - ' ... কোন দেশের মানুষের সিন্দুকে টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঘরে ঝি - বউ রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঝি - বউয়ের পেটে ছেলে রাখিয়া সোয়াস্তি নাই? পেট চিরে ছেলে বার করে। সকল দেশের রাজার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের সম্বন্ধ;আমাদের মুসলমান রাজা রক্ষা করে কই? ধর্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, কুল গেল, এখন তো প্রাণ পর্যন্তও যায়। এ নেশাখোর নেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানি থাকে?" মুসলিম রাজত্বের বর্বর নৃশংসতা সম্বন্ধে সাহিত্য সম্রাট শুধু আভাষ দিয়েছেন। তাতেই ডঃ সাহেব ক্রোধে অগ্নিশর্মা ! ইতিহাসবিদ ডঃ নজরুল ইসলাম মুসলমানের ভারত বিজয় ও হাজার বৎসরের শাসন সম্বন্ধে সম্যক অবহিত। স্মৃতি বিভ্রম হতেই পারে। সাহিত্য সম্রাট শুধু আসর বন্দনা করেছেন। তাই এবার মূল পালা থেকে তাঁর জ্ঞাতার্থে অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হল।

বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক Will Durant বলেছেন 'মুসলমানের ভারত বিজয় ইতিহাসের সর্বাধিক রক্তাক্ত অধ্যায় - (The Mohammedan conquest of India is probably the bloodiest story in History)[1].

---

1. Will Durant - The Story of Civilization, P - 463

মহম্মদ বিন্ কাশিম -

স্বদেশবাসীর একাংশের বিশ্বাস ঘাতকতায় সিন্ধু রাজ দাহির পরাজিত ও নিহত। বিন্ কাশিম দূর্গ অধিকার করে ৬০০০ হিন্দুকে হত্যা করে। অতঃপর রাজা দাহিরের ছিন্ন মুন্ড ইরাকের শাসক হজ্জাজের নিকট প্রেরণ করেন। সঙ্গে একখানি পত্র। পত্রে বিন্ কাশিম জানান ঃ "রাজা দাহিরের ভ্রাতুষ্পুত্র, সেনাপতি ও পদস্থ রাজকর্মচারীদের ইতিপূর্বেই যমালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিধর্মীদের ইসলামে ধর্মান্তর অথবা বধ করা হয়েছে (Either Islam or Death)। মন্দির ভেঙে নির্মিত হয়েছে মসজিদ। সকাল সন্ধ্যায় আল্লার উদ্দেশ্যে পাঠ করা হয় নামাজ। জেহাদের অনুপ্রেরণায় বিন্ কাশিম অধিকৃত দেবল নগরীর সকল ব্রাহ্মণদের সুন্নত করতে আদেশ দেন। তাঁরা অসম্মত হলে, তিনি ১৭ বৎসরের উর্দ্ধে সকল পুরুষকে হত্যা করেন। শিশু মহিলা সহ অন্যসকলের ভাগ্যে জুটল দাসত্বের শৃঙ্খল। (The nephew of Raja Dahir, his warriors and principal officers have been dispatched and the infidels converted to Islam or destroyed. Instead of Idol-temples, mosques and other places of worship have been created ... The takbir and praise to the Almighty God are offered every morning and evening .... Mohammed bin Qasim's first act of religious zeal was forcibly to circumcise the Brahmins of the captured city of Debal; but on discovering that they objected to this sort of conversion he proceeded to put all above the age of 17 to death, and to order all others, with women and children, to be led into slavery)[1].

সুলতান মামুদ -

ইসলামের মহান যোদ্ধা গজনীর সুলতান মামুদ। তাঁর সম্বন্ধে ঐতিহাসিক Al'Utbi লিখেছেন - তিনি মন্দির ধ্বংস করে ইসলামের প্রতিষ্ঠা করেছেন। নগরের পর নগর তিনি অধিকার করেছেন ;মুসলমানদের অভিলাষ পূর্ণ করতে নীচ কাফেরদের (হিন্দু) হত্যা করেছেন - ভেঙ্গেছেন তাঁদের দেবতার বিগ্রহ। তারপর স্বদেশে ফিরে গিয়ে সগর্বে প্রচার করেছেন ইসলামের বিজয় কাহিনী। খোদার নামে শপথ নিয়েছেন প্রতি বছর তিনি হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ পরিচালনা করবেন। (He demolished idol temples and established Islam. He captured ... cities, killed the polluted wretches, destroying

1. Dr. B. R. Ambedkar - Writings & Speeches , Vol - 8, P - 55, 57

the idolators, and gratifying Muslims. He then returned home and promulgated accounts of the victories obtained for Islam .... and vowed that every year he would undertake a holy war against Hind)[1].

সোমনাথ মন্দির ধ্বংস মামুদের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি। ... ক্রমশ এগিয়ে আসছে ইসলামের ধর্মযোদ্ধারা মত্ত কলরবে। শোনা যাচ্ছে তাদের রণধ্বনি - আল্লা হো আকবর। ভীত অসহায় নরনারীর আকুল আর্তনাদ প্রতিধ্বনিত হয় দিক হতে দিগন্তরে। পৈশাচিক উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ে মামুদের সৈন্যদল। বয়ে গেল রক্তের প্লাবন। লুণ্ঠিত হয় সোমনাথের অতুল ঐশ্বর্য। ধূলিসাৎ হয় তাঁর মন্দির। নিহত হয় ৫০,০০০ হিন্দু। (মামুদের ভয়ে যাঁরা মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিল)। (.... The foreigners, nothing daunted, scaled the walls; .... fifty thousand Hindus suffered for their faith and the sacred shrine sacked to the joy of the true believers)[2].

মহম্মদ ঘোরী -

হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে মহম্মদ ঘোরীর সাফল্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে মুসলিম ঐতিহাসিক Hasan Nizami বলেন - তিনি তাঁর শাণিত কৃপাণের দ্বারা হিন্দুস্থান থেকে অবিশ্বাস (ইসলাম ধর্মে) ও ব্যাভিচারের পাপ নির্মূল করেন। মুক্ত করেন সমগ্র দেশকে বহু দেবত্ববাদ ও মূর্তিপূজার অপবিত্রতা থেকে। তাঁর অমিত বিক্রম, দুর্জয়সাহস ও ক্ষাত্র শৌর্যের রুদ্রতেজে ধ্বংস হয় সকল মন্দির। (He purged by his sword the land of Hind from the filth of infidelity and vice, freed the whole of that country from the thorn of God plurality and the impurity of idol - worship and by his regal vigour and intrepidity left not one temple standing)[3].

কুতুবুদ্দিন আইবক -

তরাইনের যুদ্ধে জয়লাভ করে মহম্মদ ঘোরী স্বদেশে ফিরে যান। ক্রীতদাস কুতুবুদ্দিন আইবকের উপর অর্পিত হয় ভারত সাম্রাজ্যের দায়িত্ব। কুতুবুদ্দিন তাঁর মনিবের

---

1. Ibid, P - 56
2. Ibid, P - 58
3. Ibid, P - 56

ন্যায় ছিলেন ধর্মান্ধ - ভয়ঙ্কর ও নির্দয়। মুসলিম ঐতিহাসিকের সপ্রশংস মন্তব্য - 'তাঁর ছিল লক্ষ গুণ - তিনি লক্ষ মানুষকে (হিন্দু) হত্যা করেন। (Kutubuddin Aibak was normal specimen of his kind - fanatical, ferocious and merciless. His gifts, as the Mohammadan historian tells us, 'Were bestowed by hundreds of thousands, and his slaughters likewise were by hundreds of thousands)[1].১২০৩ খ্রীঃ আইবক বুন্দেলখন্ড জয় করেন। তৃপ্ত, পূর্ণ অভিলাষ ঐতিহাসিকের বর্ণনায় - সকল মন্দির রূপান্তরিত হল মসজিদে ... পৌত্তলিকতার নাম পর্যন্ত লুপ্ত হয়। ৫০,০০০ মানুষ (হিন্দু) দাসত্বের শৃঙ্খলে হল বন্দী। (The gratified historian of the conqueror's exploits states that the temples were converted into mosque ... and the very name of idolatry was anihilated ... fifty thousands men came under the collar of slavery)[2].

উলুগ খান বলবন -

ঐতিহাসিক Will Durant বলেন - আর একজন সুলতান বলবন বিদ্রোহী ও দস্যুদের (হিন্দু কাফের) হাতীর পায়ের তলায় ফেলে শাস্তি দিতেন। অথবা বিদ্রোহীদের জীবন্ত চামড়া ছাড়িয়ে* তারপর সেই চামড়ার খোলে খড় ভর্তি করে দিল্লীর ফটকে ঝুলিয়ে রাখা হত। (Another Sultan Balban, punished rebels and brigands by casting them under the feet of elephants, or removing their skins, stuffing those with straw and hanging them from the gates of Delhi)[3].

মহম্মদ বিন তুঘলক -

স্কুল কলেজের পাঠ্য ইতিহাসে ইনি খামখেয়ালী কিন্তু বিদ্যোৎসাহী বলে বন্দিত। পিতাকে হত্যা করে ইনি সিংহাসন অধিকার করেন। Will Durant এর ভাষায় - হত্যা ও বর্বরতায় তিনি তাঁর পূর্বসুরীদের কীর্তিকেও ম্লান করেছেন। জনৈক মুসলিম ঐতিহাসিকের বর্ণনায় - তিনি এত হিন্দু হত্যা করেছেন যে তাঁর রাজপ্রাসাদ ও দরবারের

---

* খিলাফত আন্দোলনেও কেরালার মুসলমানরা হিন্দুদের জীবন্ত চামড়া ছাড়িয়ে নিত।

---

1. Will Durant - The Story of Civilization , P - 461
2. Vincent A. Smith - The Oxford History of India , P - 236
3. Will Durant - The Story of Civilization , P - 461

সম্মুখে সর্বদাই রাশি রাশি মৃতদেহ স্তূপীকৃত থাকত। সর্বক্ষণ হত্যা ও মৃতদেহ সরানোর কাজে নিযুক্ত জল্লাদ ও সাফাইওয়ালার দল ক্লান্ত হয়ে পড়ত। (.... He surpassed his predicessors in bloodshed and brutality. He killed so many Hindus that, in the words of a Muslim historian, 'there was constantly in front of his royal pavilion and his civil court a mound of dead bodies and heaps of corpses, while the sweepers and executioners were wearied out by their work of dragging)[1].

ফিরোজ শা তুঘলক -

মহম্মদ বিন্ তুঘলকের পর ফিরোজ শাহ্ তুঘলক দিল্লীর মসনদে আসীন হন। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারাউনির মতে ফিরোজ শাহ্ ছিলেন দয়ালু ও প্রজাবৎসল সুলতান*। সেনাপতিদের প্রতি তাঁর নির্দেশ ছিল - যুদ্ধে যত সম্ভব অধিক সংখ্যায়

---

* এ প্রশস্তি বাচন যথার্থ। কিন্তু প্রশ্ন হল মুসলিম রাষ্ট্রে প্রজা বা নাগরিক কে? হিন্দু নয়, প্রজা হল মুসলমান। ইসলামের বিধানে হিন্দু হল করদাতা (Payer of tribute kharaj Gujar)। আল্লাহ'র দৃষ্টিতে তাঁরা ঘৃণ্য। হিন্দুকে নির্যাতীত ও নিপীড়িত করা আবশ্যিক ধর্মীয় কর্তব্য। কারণ তারা হল পয়গম্বরের জাতশত্রু। তাই হজরত মহম্মদ বলেছেন, তাদের হত্যা কর, বন্দী কর, সম্পত্তি লুণ্ঠন কর, ইসলামে ধর্মান্তরিত কর। (They are called payers of tribute, God holds them in contempt ... for he says, 'keep them in subjection. To keep the Hindus in abasement is specially a religious duty. Because they are the most inveterate enemies of the prophet, and because the prophet has commanded us to slay them, plunder them and make them captive saying "Convert them to Islam or kill them".

1. Sir J.N. Sarkar - History of Aurangzib, Vol - III, P- 166
2. Dr. B. R. Ambedkar - Writings & speeches, Vol - 8, P - 63

গান্ধী-নেহেরু-কংগ্রেস মধ্যযুগের ইতিহাস রচনার জন্য যে নীতি-নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছিলেন - তদানুযায়ী লিখিত পাঠ্য পুস্তকেও এই বিকৃত ইতিহাস পড়ানো হয়। এদেশে যাঁরা ইতিহাসের শিক্ষক ও পূর্ব পাকিস্তান থেকে মুসলমানের ভয়ে পালিয়ে আসা স্বঘোষিত ইতিহাসবিদ্; তাঁরা কোরান পড়েন নাই, পড়েন নাই ইসলামের ইতিহাস। ক্লাসে ইতিহাসের নামে গল্প বলেন, লেখেন রম্যরচনা।

---

1. Ibid, P - 461

হিন্দুদের বন্দী করে ক্রীতদাস সংগ্রহ করতে হবে। সুলতানের ছিল ১২,০০০ ক্রীতদাস। যাঁদের বিভিন্ন পেশায় দক্ষতা ছিল। রাজধানী ও বিভিন্ন প্রদেশে মোট ১,৮০,০০০ ক্রীতদাস ছিল। কালক্রমে এই সকল ক্রীতদাস বাধ্য হত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে (..... altogether, in the city and in the various fiefs, there were 1,80,000 slaves .... the slaves, of course all became Muslims and the proselytism thus effected probably was the chief reason why the sultan favoured the system)[1]. Will Durant বলেন ফিরোজ শা বঙ্গদেশ আক্রমণ করে প্রতি হিন্দুর ছিন্ন শিরের জন্য নগদ পুরস্কার ঘোষণা করেন। ১,৮০,০০০ হিন্দুর ছিন্ন মুন্ডের জন্য তাঁকে নগদ মূল্য দিতে হয়েছে। হিন্দু ক্রীতদাস সংগ্রহের জন্য তিনি বিভিন্ন গ্রামে হানা দিতেন। (Firoz shah invaded Bengal, offered a reward for every Hindu head, paid for 1,80,000 of them, raided Hindu villages for slaves [2].

তৈমুরলঙ

ইসলামের গৌরব, বীর শ্রেষ্ঠ;হিন্দুস্তানের ত্রাস ! হিন্দুস্থান আক্রমণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে তিনি বলেন - আমার উদ্দেশ্য হল কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ পরিচালনা করে মহম্মদের (তাঁর ও তাঁর পরিবারের ওপর আল্লার কৃপা বর্ষিত হোক) নির্দেশ অনুসারে তাদের সত্যধর্ম ইসলামে ধর্মান্তরিত করা, অবিশ্বাস ও পৌত্তলিকতার পাপ থেকে দেশকে মুক্ত করা এবং মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস করা। এর দ্বারা আমরা হব 'গাজী' ও 'মুজাহিদ'। (My object in the invasion of Hindustan is to lead a campaign against the infidels to convert them to the true faith according to the command of Muhammad (on whom and his family be the blessing and peace of God), to purify the land from the defilement of misbelief and poly-theism, and overthrow the temples and idols whereby we shall be 'Ghazis and Mujahids'[3].

---

1. V.A.Smith - The Oxford History of India, P - 258
2. Will Durant - The Story of Civilization , P - 461
   Lane Poole - Medieval India, P - 155
3. Quoted from Dr. B. R. Ambedkar - Writings & Speeches, Vol - 8, P - 56

কালের ব্যবধানেও তৈমুরের অত্যাচারের দানবীয় বীভৎসতার স্মৃতি কিছুমাত্র ম্লান হয় নি। ঐতিহাসিক Will Durant বলেন ঃ ১৩৯৮ সালে তৈমুর সিন্দুনদ অতিক্রম করে হিন্দুস্থান আক্রমণ করেন। যাঁরা পালাতে পারেননি তাঁদের সকলকে হত্যা অথবা বন্দী করেন। দিল্লীর শাসক মামুদ তুঘলককে পরাস্ত করে অধিকার করেন দিল্লী, ঠান্ডামাথায় হত্যা করেন ১,০০,০০০ বন্দীকে। দিল্লী নগরী লুণ্ঠন করে ফিরে যান সমরখন্দে - সঙ্গে লক্ষ বন্দী - নারী ও দাস। হিন্দুস্থানের জন্য রেখে গেল অরাজকতা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। Timur crossed the Indus (1398 A.D.), massacred or enslaved such of the inhabitants as could not flee from him, defeated the forces of Sultan Mahmud Tughlak, occupied Delhi, slew a hundred thousands prisoners in cold blood, plundered the city of all the wealth - and carried it off to Samarkhand with a multitude of women and slaves, leaving anarchy, famine and pestilence in his wake)[1]। পন্ডিত নেহেরু বলেন ঃ চেঙ্গিস খাঁ ও মঙ্গলবাহিনী ছিল নিষ্ঠুরতা ও ধ্বংসের প্রতীক। কিন্তু তাঁরা তাঁদের সমসাময়িক মানুষের মত ছিল। তৈমুর ছিলেন শতগুণ জঘণ্য, নির্মম ও ভয়ংকর। দানবীয় অত্যাচারের জন্যই তিনি সকলের থেকে স্বতন্ত্র। এক জায়গায় ২০০০ জীবিত মানুষকে স্তম্ভের আকারে সাজিয়ে তাঁদের চারিদিকে ইট গেঁথে জীবন্ত কবর দেন। (.... Chengis khan and his mongols were cruel and destructive, but they were like others of their time. But Timur was much worse. He stands apart for wanton and fiendish cruelty. In one place, it is said, he erected a tower of 2000 live men and covered them with brick and mortar)[2].

আহম্মদ শাহ্ আবদালি -

১৭৫৬ সালের অক্টোবরে ৮০,০০০ সেনা নিয়ে আহম্মদ শাহ্ আবদালি আক্রমণ করে হিন্দুস্থান। অসহায় দুর্বল মোগল সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীর আত্মসমর্পণ করেন। অতঃপর হত্যা ও লুণ্ঠনে দুরাণী সৈন্যদের অনুপ্রাণিত করার জন্য ঘোষণা করা হল - তাদের লুণ্ঠিত সামগ্রী সম্রাটের উপঢৌকন বলেই গণ্য হবে। কাফেরদের প্রতিটি

---

1. Will Durant - The Story of Civilization , P - 463
2. Pandit Nehru - Glimpses of World History, P - 247

ছিন্ন শিরের জন্য বকশিষ দেওয়া হবে টাঃ ৫ টাকা। এই ছিন্নমুন্ডগুলি প্রধান মন্ত্রীর শিবিরে জমা দিতে হবে। তা দিয়ে নির্মিত হবে নরমুন্ডের স্তম্ভ। (The shah also conveyed a general order to the army to plunder and slay at every place they reached. Any booty they might take was declared a free gift to them. Any person cutting off and bringing in heads of infidels should throw them down before the tent of the chief minister, wherewith to build a high tower. Five rupees for each enemy head would be paid from the govt. funds)[1].

হিন্দু বেথেলহেম পূণ্যভূমি মথুরা নগরী। সম্পূর্ণ অরক্ষিত। ১৭৫৭ সাল, ১লা মার্চ সকালে দুরাণী বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে মথুরার ওপর। মথুরাবাসী হিন্দুরা নিরস্ত্র অসামরিক জনতা। অধিকাংশই সাধু-সন্ন্যাসী, পুরোহিত। চার ঘন্টা ধরে চলল নির্বিচার হত্যা ও নারী নির্যাতন, ধর্ষণ। দু'একজন মুসলমানও নিহত হয়েছে। তার কারণ - তারা যে মুসলমান সে প্রমাণ দেওয়ার অবকাশ ছিল না;তাঁর পূর্বেই তাঁদের ছিন্নমুন্ড লুটিয়ে পড়েছে। হুসেন শাহ্ লিখেছেন - ইসলামের বীর সৈনিকরা পদাঘাতে বিগ্রহ চূর্ণ করে তা দিয়ে পোলো বল খেলেছে। (Idols were taken and kicked about like Polo Balls by the Islamic Heroes)[2]. প্রত্যক্ষদর্শী মুসলমানের বর্ণনায় - পুরা শহরটাই জ্বলছে। ভগ্ন অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপ, বাজার, প্রশস্ত রাজপথ, সরুগলি সর্বত্রই রাশি রাশি মুন্ডহীন মৃতদেহ। এই ব্যাপক হত্যাকান্ডে যমুনার জল ৭দিন পর্যন্ত ছিল রক্তবর্ণ। তারপর (দূষিত হয়ে) রঙ হয় হলদে। নদীর এক তীরে দেখলাম বৈরাগী ও সন্ন্যাসীদের কুটীর। প্রতি কুটিরেই একটি নরমুন্ড। তাঁদের মুখে একটি করে গরুর মাথা দড়ি দিয়ে গলার সঙ্গে বাঁধা। (Everywhere in lane and Bazar lay the headless trunks of the slain, and the whole city was burning. .... At the edge of the stream I saw a number of huts of vairagis and sannyasis, in each of which lay a severed head with the head of a dead cow applied to its mouth and tied to it with a rope round its neck)[3].

---

1. Sir J. N. Sarkar - Fall of the Mughal Empire, Vol - II , P - 82
2. Ibid, P - 83
3. Ibid, P - 84

মথুরার পর এবার বৃন্দাবন। জনৈক মুসলমানের বর্ণনায় - নিশুতি রাত, অশ্বারোহী দুরাণী সৈন্যরা একে একে নিষ্ক্রান্ত হল। প্রত্যেকের সঙ্গে অতিরিক্ত ১০-২০ টি ঘোড়া। সূর্যোদয়ের প্রায় তিন ঘন্টা পর দেখলাম তারা ফিরে আসছে। প্রত্যেক সৈনিকের ঘোড়ার পিঠে লুটের মাল তার ওপর বসে আছে বন্দী নারী ও ক্রীতদাস। শস্যের আঁটির ন্যায় নরমুন্ড গুলি বেঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে বন্দীদের মাথায় (হয়তো তার মধ্যে ছিল প্রিয়জনের রক্তাক্ত ছিন্ন শির!) বখশিষের বিনিময়ে বর্শার মাথায় গেঁথে এই মুন্ডগুলি জমা দেওয়া হল মুখ্য উজীরের শিবিরের দ্বারপ্রান্তে। রাত্রিবেলা শিবিরে শিবিরে উঠত ধর্ষিতা নারীর কর্ণভেদী আর্তনাদ। (... it was midnight when the camp followers went out to the attack. One horseman mounted a horse and took ten to twenty others ... when it was one watch (3 hrs) after sunrise I saw them come back. Every horseman had loaded up all his horses with the plundered property and atop of it rode the girl captives and the slaves. The severed heads were tied up in rugs like bundles of grain and placed on the heads of the captives.... Then the heads were stuck upon lances and taken to the gate of the chief minister for payment... And at night the shrieks of the women captives who were being ravished deafened the ears of people)[1].

এই হল ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাসের নির্যাস। আদিম হিংস্র নৃশংসতাও যার কাছে হার মানে। কলকাতা - নোয়াখালি ও ৪৭-৫০ সালে পাকিস্তানের উভয় অংশে যে গণহত্যা (Genocide) অনুষ্ঠিত হয়; তা প্রমাণ করে যে, মুসলমান পূর্বপুরুষদের সেই গৌরবময় ঐতিহ্য আজও পরম নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করে*।

---

* ১৯৪৭-৪৮ সাল। হায়দ্রাবাদের নিজামের কুখ্যাত রাজাকার বাহিনী। নাম পাল্টে এখন হয়েছে Majlis-e-Ittehadul Muslimean. প্রতিষ্ঠাতা সুলতান সালাউদ্দিন ওয়াসিস। বর্তমানে নেতা হল তাঁর পুত্র Akbarauddin. ২৪শে ডিসেম্বর (২০১২) হায়দ্রাবাদ শহর থেকে ৩০০ কিমি দূরে আদিলাবাদে এক জনসভায় সরকারকে হুমকি দিয়ে বলেন - মাত্র ১৫মিনিট জন্য পুলিশ তুলে নাও। আমরা ১০০ কোটি হিন্দুকে হত্যা করব। Remove police for 15 minutes, we will finish off 100 crore Hindus - The Times of India, 29.12.2012

কিন্তু প্রশ্ন হল, তা হলে ডঃ নজরুল ইসলামের মুসলিম দলিত ঐক্য জোটের কি হবে? সে যে মাঠে মারা যায় ... আকবরাউদ্দিনের রণহুংকারে এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত যে, মুসলমানের নিকট ব্রাহ্মণ, শূদ্র বলে কোন ভেদাভেদ নেই। সকল হিন্দুই কাফের! অতএব বধ্য ...।

---

1. Ibid, P : 86 - 87

বিশ্ববিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ Max Muller বলেন ..... 'ভারত ইতিহাসে আমি ১০০০ খ্রীষ্টাব্দকে যুগসন্ধিক্ষণ বলে মনে করি। সেই সময় থেকে ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভ পর্যন্ত মুসলিম বিজেতারা ভারতবর্ষে যে ভয়াবহ অত্যাচার করেছে তা আপনারা সম্যক অবহিত। আমি অপার বিস্ময়ে ভাবি, সেই নরককুন্ডে ভয়ংকর অত্যাচারেও হীন পাষন্ডে পরিণত না হয়ে একটি জাতি কিভাবে স্বীয় অস্তিত্ব অটুট রাখতে পারে! ঈর্ষাকাতর বিরুদ্ধ বাদীরা যাই বলুন না কেন, মনুষ্যত্বের মৌল সত্যগুলি ভারতবর্ষে আজও সমাদৃদ ও সম্মানিত। (... historically I should like to draw a line after the year one thousand after Christ. When you read the atrocities committed by the Mohammedan conquerors of India from that time to the time when England stepped in and whatever may be said by her envious critics, made, at all events, the broad principles of our common humanity respected once more in India, the wonder to my mind, is how any nation could have survived such an inferno, without being turned into devils themselves)[1].

মধ্যযুগে ভারত ইতিহাসে যে সকল মুসলিম সুলতানকে বীর যোদ্ধা, মহান, প্রজানুরঞ্জক বলে বর্ণনা করা হয়েছে - তাঁদের সম্বন্ধে বিদেশী ঐতিহাসিক H.M. Elliot বলেন - " যে সকল চরিত্র জাঁকজমক ও বহু যুদ্ধ জয়ের নায়করূপে বিখ্যাত* সালংকার বাগ্মিতা বর্জন ও স্তাবকতার আবরণ উন্মোচন করে তাঁদের যদি সত্যের আলোকে উপস্থাপিত করা হয় তবে তাঁরা মানবজাতির ঘৃণ্য বিষ্ঠা রূপে গণ্য হবে। (Characters now renowned only for the splendour of their achievements and succession of victories, would, when we withdraw the veil of flattery, and divest them of rhetorical flourishes, be set forth in a truer light and probably be held up to the excretion of mankind)[2].

* ইসলামের সেবাদাস হিন্দু-বিদ্বেষী কংগ্রেস-কম্যুনিষ্ট জোটের সৌজন্যে মধ্যযুগের মুসলিম শাসনের ইতিহাস আজও এইভাবেই লেখা হয়।

1. F. Maxmuller - India, What can it teach us? P- 50
2. Sir H.M. Elliot and Dowson - The History of India as told by its own Historians Vol - I, Preface - XXII

ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে ভারতের কিংবদন্তি ঐতিহাসিক Sir J.N. Sarkar -এর অভিমত প্রণিধান যোগ্য ঃ যে ধর্ম তার অনুগামীদের শিক্ষা দেয় হত্যা ও লুণ্ঠনই হল ধর্মীয় কর্তব্য, পূণ্যের কাজ - সে ধর্ম মানবজাতির উন্নতির পরিপন্থী; বিশ্ব শান্তির পক্ষে বিপদ্জনক। (A religion whose followers are taught to regard robbery and murder as religious duty is incompatible with the progress of mankind or with the peace of the world)[1]. এই একই কথা বলেছেন ইংলন্ডের স্বনামধন্য প্রধানমন্ত্রী গ্লাডস্টোন। পার্লামেন্টে কোরান গ্রন্থখানি হাতে নিয়ে বলেছিলেন - "যতদিন এই গ্রন্থ আছে; ততদিন পৃথিবীতে শান্তি আসবে না।" (So long as there is this book, there will be no peace in the world)[2].

এই হল ইসলাম ও তার সেবক মুসলমানের অতুলনীয় কীর্তি ... ডঃ সাহেব কি আশা করেন বঙ্কিমচন্দ্র ও হিন্দুরা তাঁদের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হবে? তিনি বঙ্কিম ও অন্যান্য হিন্দু মনীষীদের লেখায় 'মুসলিম বিদ্বেষের উল্লেখ করেছেন'। চেঙ্গিস খাঁ - মধ্যযুগের বিখ্যাত মোঙ্গল সমরনায়ক। এদেশে তৈমুর - আবদালির ন্যায় তিনিও মধ্যপ্রাচ্য বিধ্বস্ত করেছিলেন। মুসলমানের রক্তে হোলি খেলেছিলেন। মুসলমানরা তাঁর নাম শুনলে ঘুমের মধ্যে আঁৎকে ওঠে। তাঁকে বলে আল্লার অভিশাপ (Scourge of God). ডঃ নজরুল ইসলাম কি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আ-ভূমি প্রণতঃ?

বঙ্কিম চন্দ্র 'বন্দেমাতরম্' গানটি 'আনন্দমঠ' রচনার ৬ বৎসর পূর্বে ১৮৭৫ খৃঃ রচনা করেন। পরে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে উপযুক্ত প্রেক্ষাপটে গানটি সন্নিবেশিত হয়। গানটির প্রথম সুরকার প্রবাদ প্রতিম শিল্পী যদু ভট্ট। সুর দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ । ১৮৯৬ খ্রীঃ কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি গানটি পরিবেশন করেন। আপত্তি জানায় মুসলমান। তাঁদের অভিযোগ - গানটিতে পৌত্তলিকতা আছে। মুসলিম বান্ধব গান্ধী-নেহেরু গানটির অঙ্গচ্ছেদ করে মাত্র প্রথম দুটি স্তবক গাওয়ার অনুমতি দেন। তীব্র প্রতিবাদ জানায় নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু। জিন্নাও 'বন্দেমাতরম্'-এর বিরোধী ছিলেন। তিনি দাবি করেন The Bandemataram song to be given up.

'বন্দেমাতরম্' দেশের মুক্তিসংগ্রামের মহাসঙ্গীত। জনপ্রিয়তায় এমন গান পৃথিবীতে বিরল। মুসলমান শুধু গান নয় - 'বন্দেমাতরম্' এই ধ্বনিরও বিরোধী। তারা কখনও 'বন্দেমাতরম্' বলে না। 'বন্দেমাতরম্' তো মাতৃসমা মাতৃভূমির বন্দনা। কিন্তু

---

1. Sir J. N. Sarkar - History of Aurangzib, Vol - III, P - 169
2. Rafiq Zakaria - Muhammad and The Quran , P- 59

মুসলমান 'ভারতবর্ষকে' মাতৃভূমি বলে মনে করে না। তাই তারা 'বন্দেমাতরম্' এর বিরোধী। "জাতীয় সংগীত ভিন্ন - জাতীয় চিত্তের অবসাদ দূর হয় না। জাতীয়ভাব যথোচিত বল বেগ লাভ করে না।" লিখেছেন সখারাম গণেশ দেউস্কর। মুসলমান নিজেকে ভারতীয় মনে করে না। তাই তাঁরা 'বন্দেমাতরম্'-এর বিরোধী।

সংগীত তো কাব্য। কাব্যের তো অলঙ্কার থাকবেই। এই গানে কোন পৌত্তলিকতা নেই। ওটা অজুহাতমাত্র। ঋষি অরবিন্দ এই গানের ইংরেজী অনুবাদে দেখিয়েছেন - যে দেশে আমার জন্ম - যাঁর জলবায়ুতে আমার দেহের পরিপুষ্টি - তাকে "মাতা" রূপে কল্পনা করে কৃতজ্ঞতা জানানো পৌত্তলিকতা নয়। জন্মভূমিকে তো পিতৃভূমি বা মাতৃভূমি বলতেই হবে। ধর্মবিরোধী কম্যুনিষ্ট রাশিয়া ও চীনের সংবিধানেও পিতৃভূমি-মাতৃভূমি রক্ষা করা নাগরিকদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে বিধিবদ্ধ হয়েছে। (... to express gratitude to the soil from which you sprang and which sustains you with milk and honey every moment of your life is not idolatry, simply because it is called 'mother'. In fact, the country of one's origin can only be described either as Fatherland or as Motherland.[1]

রাশিয়া ও চীন -

Art.62 of the 1977 constitution of the U.S.S.R. says, "Defence of the socialist Motherland is the sacred duty of every citizen of the U.S.S.R. Betrayal of the Motherland is the gravest of crime against the people".

Art. 55 of the 1982 Constitution of the Chinese Republic says, " It is the sacred duty of every citizen to defend the motherland and resist aggression" [2]।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র ছিলেন চিন্তানায়ক। ঋষি-দ্রষ্টা। তাঁর মানস চক্ষে উদ্ভাসিত ভবিষ্যৎ ভারত। উপন্যাসের শেষে চিকিৎসক/মহাপুরুষের চরিত্রে বঙ্কিম চন্দ্র বলেছেন " ... প্রকৃত হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্মক, কর্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার, বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। অন্তর্বিষয়ক যে জ্ঞান, সেই সনাতন ধর্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি, তাহা না জানিলে, সুক্ষ্ম কি, তাহা জানা যায় না। এখন এদেশে অনেক দিন হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে - কাজেই প্রকৃত সনাতন ধর্মও লোপ

---

1. Dr. D. Basu - Introduction To The Constitution of India, P - 433
2. Ibid, P - 433

পাইয়াছে। সনাতনধর্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহির্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক। এখন এদেশে - বহির্বিষয়ক জ্ঞান নাই - শিখায় এমন লোক নাই; আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি। অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতিসুপন্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। ইংরেজী শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন সনাতনধর্ম প্রচারে আর বিঘ্ন থাকিবে না। তখন প্রকৃত ধর্ম আপনা আপনি পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। যতদিন না তা হয়, ততদিন ইংরেজ রাজ্য অক্ষয় থাকিবে। ইংরেজরাজ্যে প্রজা সুখী হইবে। নিষ্কন্টক ধর্ম্মাচারণ করিবে।"[1]

বঙ্কিম চন্দ্র ছিলেন সনাতন হিন্দু। হিন্দু বলে তাঁর গর্ববোধ ছিল*।

পরাধীন ভারতে জাতীয়তার আদর্শ ও হিন্দু ভাবাবেগের তিনিই প্রথম প্রচারক। তিনি তাঁর অসাধারণ দূরদৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন, অত্যাচারী মুসলিম শাসনের অবসান না হলে হিন্দু ও ভারতবর্ষের মুক্তি নাই। পলাশীর যুদ্ধে মুসলমানের পরাজয় তাই ভারতের পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ। কিন্তু ভারত তখন বহুধা বিভক্ত। সুতরাং রাজনৈতিক ঐক্যের (Political Unity) একান্ত প্রয়োজন। রাজনৈতিক ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হলেই আসবে সাংস্কৃতিক ঐক্য (Cultural Unity)। উন্মেষ হবে জাতীয়তাবাদের। এই রাজনৈতিক ঐক্য ও সুশাসনের জন্য প্রয়োজন একটা অর্ন্তবর্তী ব্যবস্থা। ইংরেজ শাসন তাই স্বাগত। পরাধীন ভারতের মুক্তির জন্য সত্যদ্রষ্টা বঙ্কিম চন্দ্র যে পথের দিশা দিয়েছিলেন;ভারতপথিক রাজা রাম মোহন রায়ও ছিলেন সেই পথেরই দিশারী। তিনি ইংলন্ডেশ্বরকে এক পত্রে লিখেছেন -

প্রায় সমগ্র হিন্দুস্থান কয়েক শতাব্দী ধরে মুসলিম শাসনাধীন থাকায় - দেশের আদি অধিবাসীদের ধর্মীয় ও নাগরিক অধিকার সমূহ সর্বদাই হয়েছে পদদলিত .... অবশেষে ঈশ্বরের আশীর্বাদে ইংরেজ জাতি বিবেকের ডাকে সাড়া দিয়ে নির্যাতীত নিপীড়িত বঙ্গবাসীকে শৃঙ্খলমুক্ত করে স্বীয় শাসনাধীনে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে... আপনার কর্তব্যপরায়ণ প্রজাবৃন্দ ইংরেজকে বিজয়ী রূপে নয়, বরণ করছে মুক্তিদাতারূপে। আপনি

---

* বর্তমান সময়ের বিদ্বজ্জনদের ন্যায় হিন্দু পরিচয়ে লজ্জিত হইতেন না। এবৎসর স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম সার্ধশতবর্ষ। বাংলা ও ভারতবর্ষে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপনের আয়োজন চলেছে। স্বামীজী হিন্দু পরিচয়ে গর্ব বোধ করতেন। পাশ্চাত্যে তিনি Hindu monk নামেই অভিহিত হতেন। কিন্তু বর্তমানে এদেশের প্রগতিশীল বিদ্বজ্জনেরা হিন্দু পরিচয়ে লজ্জা বোধ করেন। তাঁরাই কিন্তু স্বামীজীর জন্মোৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা ....।

---

1. বঙ্কিম রচনাবলী - আনন্দমঠ, পৃঃ ৭৪১
(তুলি-কলম)

শুধু সম্রাট নন, আপনি পিতৃতূল্য, আমাদের অভিভাবক। (The greater part of Hindustan having been for several centuries subject to muhammadan rule, the civil and religious rights of its original inhabitants were constantly trampled upon ... Divine providence at last ... stirred up the English nation to break the Yoke of those tyrants and to receive the oppressed natives of Bengal under its protection) - রামমোহন রচনাবলী;হরফ, ১৯৭৩, পৃঃ ৫০৮-৯, আনন্দবাজার - ১৪-০১-২০১৩

'বন্দেমাতরম্' গানটি মুসলমান তাড়াবার জন্য নয় (হলে দেশের অশেষ কল্যাণ হত), পরবর্তী কালে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধেই এই গান কোটি কণ্ঠে গীত হয়েছিল। 'বন্দেমাতরম্' দেশের মুক্তি মন্ত্রের গান।

পরিতাপের বিষয় বঙ্কিম চন্দ্রের স্বপ্ন সফল হয় নাই। দেশ পরাধীনতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়েছে সত্য। কিন্তু মুসলমান - দুরাত্মা গান্ধী-নেহেরু ও কম্যুনিষ্টদের ষড়যন্ত্রে মাতৃভূমি হয়েছে দ্বিখন্ডিত। ভারতের এক-তৃতীয়াংশ ভূ-খন্ড হতে 'হিন্দু' নামটি লুপ্ত হয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষ সরকার ও মুসলমানের যৌথ উদ্যোগে হিন্দুর ধর্মাচরণের স্বাধীনতাও ক্রমশ সীমিত। হিন্দুর দেওয়া করের (ট্যাক্স) টাকায় মুসলমান বিদ্যালয়ে কোরান হাদীস পড়তে পারে কিন্তু হিন্দু বেদ-গীতা-রামায়ণ-মহাভারত পড়তে পারবে না। তাতে নাকি ধর্ম নিরপেক্ষতার অঙ্গহানি হয়। বঙ্কিম স্বপ্ন দেখেছিলেন, ইংরেজ শাসনে হিন্দু আবার জ্ঞানবান, গুণবান ও বলবান হবে। কিন্তু শতবর্ষ ধরে ধর্মনিরপেক্ষতার ঔষধি বটি সেবন করে হিন্দু আজ ক্লীব, বীর্যশুষ্ক কাপুরুষে পরিণত হয়েছে। তার না আছে ধর্মে অনুরাগ, না স্বজাতি প্রীতি ও দেশপ্রেম। তাই 'অভিশপ্ত ধর্মনিরপেক্ষতাকে' সমূলে উৎপাটিত করতে না পারলে - এই খন্ডিত ভারতে আবার স্থাপিত হবে মুসলিম রাজত্ব - দার-অল-ইসলাম্। হিন্দু তাই শংকিত ...।

খন্ডিত ভারতে মুসলমান

ডঃ নজরুল ইসলাম মুসলমানের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। সমস্যার সমাধানে মুসলমানদের জন্য আরও সুযোগ সুবিধা ও সংরক্ষণের দাবি করেছেন। আমরা মনে করি এ সকলই অপ্রাসঙ্গিক, আলোচনার যোগ্য নয়। মূল প্রশ্ন হল ভারত বিভাগ। মুসলমান ভারতীয় নয় - তারা একটি স্বতন্ত্র জাতি। বিষয়টি পূর্বেই বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। সুতরাং দেশ ভাগ করে তাঁদের একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র দিতে হবে। তাদের দাবি মেনেই গঠিত হল পাকিস্তান। ১৯৪৭ সালে এদেশে মুসলমান ছিল ২৩ শতাংশ। তাঁরা জমি নিল ৩০ শতাংশ। এরপর তাদের এদেশে বাস করার কোন অধিকার আছে কি? যুক্তি ও নীতি কি বলে? অবশ্য সংবিধানে মুসলমানের স্বার্থরক্ষার জন্য সকল ব্যবস্থাই আছে। কে বা কারা এই সংবিধানের রচয়িতা সে সম্বন্ধে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়।

ক) সংবিধান রচনা করে গণ পরিষদ (Constituent Assembly) । মাত্র ১৪ শতাংশ জনগণের ভোটে (তখন সর্বজনীন ভোটাধিকার ছিল না) নির্বাচিত প্রাদেশিক আইন সভার সদস্যরা গণপরিষদের সদস্যদের নির্বাচিত করেন।

খ) গণপরিষদে ব্রিটিশ ভারতের আসন সংখ্যা ছিল ২৯২ টি। সেই আসন - "মুসলমান - ৭৮, শিখ - ৪, ও সাধারণ ২১০" - এই ভাবে ভাগ করা হয়। যে মুসলিম লীগ হিন্দুরক্তে হোলি খেলে দেশভাগ করল; খন্ডিত ভারতের গণ পরিষদে তাদেরও ২৯ জন সদস্য ছিল। ছিল না হিন্দুর কোন প্রতিনিধি - যাঁরা দেশের জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ। যাদের অপরিসীম ত্যাগ ও রক্তদানেই অর্জিত হয়েছে ভারতের স্বাধীনতা। পূর্বে মুসলিম লীগ সদস্যরা গণ পরিষদ বয়কট করে। দেশভাগের পর পাকিস্তান রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে লিয়াকত আলি খাঁন লীগ সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন ঃ তাঁরা যেন প্রয়োজনীয় রক্ষাকবচের মাধ্যমে মুসলিম (সকল জনগণের নয়) স্বার্থরক্ষার জন্য ভারতের সংবিধান রচনায় গণপরিষদের অধিবেশনে যোগদান করে। (Liaqat Ali Khan issued an appeal to such league members to attend the Constituent Assembly and play their part in the framing of the future constitution of the Union of India, with a view to securing the right of Musalmans by means of adequate and effective safeguards in the Constitution)[1]. গান্ধী-নেহেরুর সৌজন্যে মুসলিম স্বার্থ সর্বাধিক সুরক্ষিত।

---

1. V.P. Menon - The Transfer of Power in India, P - 412

গ) গণপরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ। ডঃ বি.আর. আম্বেদকর ছিলেন খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান। * সংবিধান রচনায় প্রধান ভূমিকা ছিল নেহেরু, প্যাটেল, আজাদ ও রাজেন্দ্র প্রসাদের - আম্বেদকরের নয়। গণ পরিষদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কমিটি ছিল ৮টি। এরকম্ প্রতিটি কমিটির সভাপতি পদে নেহেরু, প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদের মধ্যে কোন না কোন একজন আসীন ছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক আদর্শই ভারতীয় সংবিধানের আদর্শ লক্ষ্য ও দর্শনে পরিণত হয়েছে। কারণ গণ পরিষদে কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য ছিল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যে কোন আলোচনা সমালোচনা বন্ধ করার জন্য নির্দেশ (Whip) জারি করত। মহাবীর ত্যাগীর মতে খসড়া কমিটির সদস্যদের হাত অন্যত্র বাঁধা ছিল। ক্ষোভের সঙ্গে আম্বেদকর বলেছেন - "সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আমাদের অন্যত্র যেতে হয়"। (we had to go to another place to obtain a decision and thus come to the Assembly.) অধ্যাপক J.C.Johari বলেন ঃ .... both the Assembly and its Drafting Committee were the formal centres of work ; the real place of work was the premises where congress leaders used to meet and take important decissions. The congress working committee became the real architect of our constitution.

বিশিষ্ট সংবিধান বিশারদ K.V.Rao তাঁর Parliamentary Democracy of India গ্রন্থে বলেছেন - My reading of the constitution makes me feel that it is inappropriate to call Dr. Ambedkar, the father of the constituon. If any people are entitled to be called so they are Nehru and Patel.

সর্বোপরি রচিত সংবিধানটিকে গণভোটে পেশ করা হয় নি। তাই এই সংবিধানকে জনগণের সংবিধান বলা যায় না। " We, the people of India" in the preamble is high sounding but empty; the people were neither directly nor indirectly connected with the framing of the constitution either at the begining or at the end বলেন K.V.Rao । জনগণের অনুমোদনের জন্য গণভোটের প্রশ্ন ছাড়াও - এই সংবিধান প্রণয়ণে হিন্দুর কোন প্রতিনিধিত্ব ছিল না। সুতরাং এই সংবিধানের প্রতি হিন্দুর কোন দায়বদ্ধতা নেই।

---

* The draft was prepared by Sir B. N. Rao, Advisor to the Constitutent Assembly. A seven Member Committee chaired by Sir Alladi Krishnaswami Iyer was set up to examine the draft, Dr. B. R. Ambedkar who was minister for law from 15.08.47 to 26.01.1950 piloted the draft Constitution in the Assembly - Dr. D. Basu - Introduction to the Constitution of India, P - 19.

কূ-চক্রী ভ্রষ্টাচারী গান্ধী-নেহেরু-কংগ্রেস দেশভাগ করেই ক্ষান্ত হয় নি। ভারতকে যাতে পুনর্বার বিভক্ত করা যায়, সেই উদ্দেশ্যেই ৩ কোটি ৫০ লক্ষ মুসলমানকে এদেশে রেখে দিল। দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে ডঃ আম্বেদকর ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী লোক বিনিময় দাবি করে। উত্তরে গান্ধী বলেন - "লোক বিনিময়ের কথা আমি ভাবতেই পারি না। আমি মনে করি উহা সম্পূর্ণ অসম্ভব প্রস্তাব। যিনি যে প্রদেশেই থাকুন না কেন, হিন্দুই হউন আর মুসলমানই ইউন অথবা আর কোন ধর্মে বিশ্বাসী ইউন, তিনি ভারতবাসী। এ সমন্ধে ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদারের তির্যক মন্তব্য - "গান্ধীজির এই সিদ্ধান্ত যে কত বড় ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত, পাকিস্তানের ২৭ বৎসরের ইতিহাসই তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ। পাকিস্তান পঃ এশিয়ার মুসলমান দেশের সঙ্গেই যে এক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং ভারতের সম্পূর্ণ বিরোধী - ইহার চূড়ান্ত প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেহ পাকিস্তানের লোক ভারতবাসী - এই দাবি করেন তবে তাঁহার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার সঙ্গত কারণ আছে।"[1] পাকিস্তানের মুসলমানের কথা থাক্। ভারতের মুসলমান কি রকম ভারতবাসী? কাশ্মীরে আজাদির মিছিলে (পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্তি) লক্ষ্য মুসলমান। সরকারি কর্মচারী, ডাক্তার, নার্স, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ব্যবসায়ী, আইনজীবি, পাক পতাকা হাতে মিছিল করে যান রাষ্ট্রপুঞ্জের পর্যবেক্ষকের অফিসে স্মারকলিপি পেশ করতে। সেই উন্মত্ত জনতা শ্লোগান দেয় - "জিয়ে জিয়ে পাকিস্তান, তেরি জান, মেরি জান, পাকিস্তান পাকিস্তান ! তেরি মণ্ডি, মেরি মণ্ডি - রাওয়াল পিণ্ডি, রাওয়াল পিণ্ডি ! -The Times of India, 19.08.2008 লক্ষ কণ্ঠে কাশ্মীরের মুসলমান শ্লোগান দেয় - "আমরা পাকিস্তানি, পাকিস্তান আমাদের, ইসলাম ধর্ম আমাদের এক সূত্রে গ্রথিত করেছে"। (We are Pakistanis and Pakistan is us because we are tied with the country through Islam. (The Times of India, 24.08.2008) । প্রকাশ্যে দেশদ্রোহিতা! অন্যদেশ হলে স্থান হত কারাগারে। কিন্তু এ যে ধর্মনিরপেক্ষ ভারত ! কাশ্মীরের মুসলমান যখন দাবি করে, "আমরা পাকিস্তানি, পাকিস্তান আমাদের" - তখন তা কি ভারতে বসবাস করি ২০ কোটি মুসলমানের মনের কথা নয়? * কাশ্মীরের All Party Huryat Conference (মুসলিম জেহাদী গোষ্ঠী সমূহের রাজনৈতিক সংগঠন) এর নেতা সৈয়দ আলি শা গিলানী বলেন ঃ জম্মু-কাশ্মীরে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও ইসলামিক রাজত্বের প্রতিষ্ঠায় APHC অধিকারবদ্ধ । The APHC is committed to propagating

---

* ইসলাম ধর্ম যদি কাশ্মীরের মুসলমানদের পাকিস্তানের সঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত করে থাকে - তবে ভারতের অবশিষ্ট মুসলমানরা কি পাকিস্তানের সঙ্গে একই ধর্মীয় সূত্রে আবদ্ধ নয়?

1. রমেশ চন্দ্র মজুমদার - বাংলা দেশের ইতিহাস, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ - ৪৩৭

Islam and create an Islamic society in Jammu and Kashmir - Hindustan Times, 20.06.2001) । এই হল মুসলমান ! পঃ পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা "ধর্ম নিরপেক্ষ" প্রতিবন্ধি প্রধান মন্ত্রী মনমোহন সিং ফতোয়া জারি করেছেন, দেশের সম্পদ ভান্ডারের উপর সংখ্যালঘুদের আছে অগ্রাধিকার ....। এ হতভাগ্য দেশকে কে দেবে সুরক্ষা? এই **ধর্মনিরপেক্ষতাকে** সাগর জলে বিসর্জন দিতে না পারলে - ভাবীকালের ইতিহাসে লেখা হবে; একদা ভূ-মন্ডলের এই অংশে ভারত নামে একটি দেশ ছিল।

সমরনীতি ও বিদেশনীতির অন্তরায় মুসলমান -

পাকিস্তানের সঙ্গে এ পর্যন্ত ভারতের তিনটি বড় রকমের যুদ্ধ হয়েছে। ১৯৪৭, ১৯৬৫ ও ১৯৭১ সালে । প্রতিবারেই আক্রমণকারী পাকিস্তান পরাজিত হয়েছে। জয়ী হয়েছে ভারত। কিন্তু শান্তি চুক্তিতে লাভবান হয় পাকিস্তান। কেন? ১৯৪৭ সালের কাশ্মীর যুদ্ধ । কাশ্মীরের প্রায় অর্ধাংশ তখনও পাকিস্তানের অধিকারে। কিন্তু রণক্ষেত্রের সর্বত্রই পাল্টা আক্রমণ করে ভারত এগিয়ে চলেছে। সামরিক অবস্থা ভারতের অনুকূলে বলেছেন V.P. Menon, খন্ডিত ভারতের যোগ্যতম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। (By this time, let me add, the initiative was definitely in our favour along the entire front)[1]. এই পরিস্থিতিতে প্রধান মন্ত্রী নেহেরু রাষ্ট্রপুঞ্জের তদারকীতে গণভোটের জন্য যুদ্ধ বিরোধী ঘোষণা করেন। নেহেরুর এই ঘোষণায় কাশ্মীর রণাঙ্গনে সেনাবাহিনী ক্ষুব্ধ হয়। তাই " দিল্লীর সদর দফতর থেকে সৈন্য রসদ পাঠানো বন্ধ করে দেওয়া হয়। এবং এ সত্ত্বেও যখন ভারতীয় সেনা সাফল্য অব্যাহত রাখে। তখন দিল্লীর সদর দফতর থেকে গতিপথ পরিবর্তনের অবিশ্বাস্য নির্দেশ আসে, যাতে পাক হানাদার বাহিনী পরাজয় থেকে অব্যাহতি পায়। ... বিজয়ের পরিবর্তে আসে অচলাবস্থা। এ সবের ব্যাখ্যাও সীমাহীন ভাবে লজ্জাজনক" - লিখেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক, শ্রী জয়ন্ত কুমার রায় - আনন্দ বাজার পত্রিকা, ২২.০৬.৯৯। '৬৫ ও '৭১ সালে পাক-ভারতযুদ্ধে ভারত মূল পাক ভূ-খন্ডের বিশাল এলাকা অধিকার করে। কিন্তু পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল করতে কোন চেষ্টা করে না। যা ছিল খুবই সহজসাধ্য। কারণটি সহজেই অনুমেয় - মুসলিম ভাবাবেগ। কাশ্মীরে গণভোট পাকিস্তান দাবি করেনি। দাবি ভারতের। তবে এখন রাষ্ট্রপুঞ্জে পাকিস্তান গণভোট দাবি করলে ভারত কেন বিরোধিতা করে? কারণটি খুবই পরিষ্কার। গণভোট হলে মুসলমান পাকিস্তানের পক্ষেই ভোট দেবে।

---

1. V.P. Menon - The Story of the Integration of the Indian States, P - 393

V.P. Menon জাতিকে সতর্ক করে বলেছিলেন - "আজ শ্রীনগর, আগামী কাল দিল্লী। যে জাতি তার ইতিহাস অথবা ভূ-গোল বিস্মৃত হয়, তার বিনাশ আসন্ন। (Srinagar today, Delhi tomorrow, A nation that forgets history or geography does so at its peril)[1]. ভারত বিস্মৃতির অন্ধকারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ....।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারতযুদ্ধ। আক্রান্ত ভারত প্রবল প্রতি আক্রমণে অধিকার করে বিশাল পাক-ভূখন্ড। ভারতের সাঁজোয়া বাহিনী এগিয়ে চলে রাজধানী রাওয়াল পিন্ডি অভিমুখে। নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে পাকিস্তান। তখন সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন পাকিস্তানের ত্রাণকর্তার ভূমিকায়। ভারত যুদ্ধ বিরতি করতে বাধ্য হয়। যুদ্ধ হয় পাকিস্তানে, শান্তি চুক্তি হয় রাশিয়ার তাসখন্দে। নিঃশর্তে ভারত অধিকৃত পাক-ভূখন্ড ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। তাসখন্দেই রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হয় প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর। মৃতদেহের post Mortem পর্যন্ত হয় নি। হয়নি কোন তদন্ত।

১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও সিমলাচুক্তি। এই যুদ্ধে পাকিস্তান শোচনীয় ভাবে পরাজিত ও বিধ্বস্ত। তার পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ নাম নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে *। ভারত পঃ রণক্ষেত্রে ৯০৪৭ বঃ কিঃ ভূমি দখল করে। বন্দী করে ৩৭০৩ জন পাক সৈন্য। পূর্ব রণক্ষেত্রে এ. এ. কে. নিয়াজী সহ ৯৩০০৭ জন পাক সৈন্য ভারতের হাতে বন্দী। এই যুদ্ধে ভারতের অন্তত ১০০০ সৈন্য নিহত হয়। ব্যয় হয় হাজার কোটি টাকা। মার্কিন সেনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় ১ কোটি মানুষ ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এদের মধ্যে ৮০ শতাংশ হিন্দু, ১৫ শতাংশ মুসলমান, অন্যান্য ৫ শতাংশ। পাক সরকার নিযুক্ত হামদুর রহমান কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়, পাক সেনা ৩০,০০,০০০ মানুষকে হত্যা করে। ধর্ষণ করে ২,০০,০০০ নারীকে। হতভাগ্যদের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল হিন্দু। ... পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো ১৯৭১ সালের এপ্রিলে ভারতে এলেন শান্তি চুক্তি করতে। বৈঠক হয় সিমলায়। তাই ইহা সিমলাচুক্তি নামে খ্যাত। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ঃ ক) ভারত অধিকৃত সকল ভূমি প্রত্যর্পণ করে। মুক্তি দেয় সকল পাক যুদ্ধ বন্দীকে। কিন্তু পাকিস্তানের হাতে বন্দী ২৩০৭ জন জওয়ান মুক্ত হয় না। লিখেছেন Brig. Man Monhan Sharma তাঁর বই - Indian Prisoners of war in Pakistan বইয়ে- The Sunday Statesman 13.01.2013 প্রশ্ন - সিমলা চুক্তিতে ভারত কি পেল? একটি শূন্য গর্ভ আশ্বাস - "অতঃপর সিমলা চুক্তির কাঠামোর মধ্যে বকেয়া সকল ভারত পাক সমস্যার সমাধান করতে হবে।" পৃথিবীর ইতিহাসে সিমলা চুক্তি অভিনব, নজীর-বিহীন। ভারতীয় নেতৃত্বের চরম নির্বুদ্ধিতা ও অদূর দর্শিতায় পাকিস্তানের শোচনীয় সামরিক বিপর্যয় রূপান্তরিত হল কূটনৈতিক বিজয়ে। যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত একটি দেশ -

---

* পাকিস্তান ভেঙ্গে "স্বাধীন মুসলিম বাংলাদেশের" সৃষ্টি সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের পক্ষে শুভ হয় নি। পূর্বে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ছিল বিশাল ভারত। উভয় অংশের মধ্যে যোগাযোগের জন্য পাকিস্তান ভারতের উপর ছিল সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। যুদ্ধের সময় সৈন্য ও রসদ পাঠানোর জন্য পাকিস্তানকে জলপথের উপর নির্ভর করতে হত। আরবসাগর, ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর হয়ে পূর্ব পাকিস্তান। আর এই জলপথে ভারতীয় নৌবাহিনীর নিরঙ্কুশ আধিপত্য। এখন সে নির্ভরশীলতা নেই - বরং সংকট বেড়েছে ভারতের। তার দুই পাশে দুটি শত্রুদেশ - পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। ভারতে ইসলামি জেহাদ পরিচালনা করে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা I.S.I. প্রধান ঘাঁটি বাংলাদেশে।

---

1. Ibid, P - 394

এই প্রথম তার সকল দাবি আদায় করে নিল। আর বিজয়ী দেশ পেল শুধু প্রতিশ্রুতি।... পার্লামেন্টের সদস্য ও রাজনীতিবিদ্‌রা (যাঁদের না আছে রাজনৈতিক দূরদর্শিতা - না রণনীতি ও রণকৌশল সম্বন্ধে নূন্যতম ধ্যান ধারণা) প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে। সরকারের পোষ্য বুদ্ধি জীবির দল সিমলা চুক্তির মাহাত্ম কীর্তনে উদ্বাহ নৃত্য শুরু করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মান ও জাপানী যুদ্ধ পরাধিদের বিচারের জন্য দুটি পৃথক ট্রিব্যুনাল - ন্যুরেমবার্গ ও টোকিও ট্রিব্যুনাল গঠিত হয়। বিচারে জেনারেল ও ফিল্ড মার্শালদের ন্যায় উচ্চপদস্থ সেনাপতিদেরও প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। পাক সরকার নিযুক্ত কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী লেঃ জেনারেল নিয়াজী ও তাঁর সেনারা পূঃ পাকিস্তানে গণহত্যার অপরাধে অপরাধী। তবে তাঁদের সসম্মানে মুক্তি দেওয়া হল কেন?

কিন্তু কেন এমন হয়? ভারতে বসবাসকারী মুসলমান মনে করে তাঁদের স্বদেশ হল পাকিস্তান;পাকিস্তান তাঁদের অভিভাবক ও রক্ষক। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান দু'টুকরো হয়ে "স্বাধীন বাংলাদেশের" আবির্ভাব হলে ভারতের মুসলমান শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়ে। ভারতে উপর হয় তারা ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ। For no reason many Muslims in India feel most insecure and think that their very survival is in danger লিখেছেন - বাংলাদেশের বিখ্যাত লেখক Salam Azad[1]. কংগ্রেস রাজনীতি মুসলিম কেন্দ্রিক; সেই মুসলমানকে তুষ্ট করতেই রণক্ষেত্রে জয় শান্তি চুক্তিতে পরিণত হয় লজ্জাজনক পরাজয়ে।

ইজরায়েল। বয়সে নবীন, আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও - কৃষি, শিল্প, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, উচ্চ প্রযুক্তি ও উন্নততর সমরাস্ত্র নির্মানে বিশ্বে শীর্ষস্থানীয়। ভারতকে সকল বিষয়ে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য একান্ত আগ্রহী। অন্তরায় মুসলমান। তারা ইজরায়েলের চিরবৈরী। তাই আন্তর্জাতিক মঞ্চে ইজরায়েল বিরোধিতায় ভারত অগ্রনী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আল্‌কায়দা ও তালিবানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ রত। সেই কারণে ভারত মার্কিন সুসম্পর্ক মুসলমানের পছন্দ নয়।

জেহাদীতোষণ -

এদেশে "ধর্ম নিরপেক্ষতার" সারতত্ত্ব হল নগ্ন মুসলিম তোষণ। দেশের স্বার্থে নীতি-নির্দ্ধারণের প্রধান অন্তরায় এই মুসলমান। মুসলমান রুষ্ট হবে - তাই একদেশ

---

1. Salam Azad - Role of Indian People in Liberation war of Bangladesh, P - 344

এক আইন হবে না, সংবিধানের বিচ্ছিন্নতাবাদী ৩৭০ ধারা বাতিল করা যাবে না। মুসলমান রুষ্ট হবে। তাই পার্লামেন্টে জাতীয় সঙ্গীত বন্দেমাতরম্ নিষিদ্ধ। মুসলমান রুষ্ট হবে - তাই কোটি কোটি বাংলাদেশী মুসলমানদের এদেশ থেকে বিতাড়ণ করা হবে না। ইসলামের বিধান অনুযায়ী জেহাদ মুসলমানের অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় কর্ত্তব্য। তাই মুসলিম তোষণ আজ জেহাদী তোষণে পরিণত। ধর্মনিরপেক্ষতার ছত্রছায়ায় ভারত আজ ইসলামি জেহাদীদের নিরাপদ স্বর্গ। ২০০৬ সালের ১২ই জুলাই সন্ধ্যায় মুম্বই রেল ষ্টেশনে তিনটি বিস্ফোরণ ঘটে। নিহত - ২০০, আহত - ৬০০। বিস্ফোরণের পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার প্রতিক্রিয়া আনন্দ বাজার পত্রিকার (১৫-০৭-২০০৬) বিবরণে - "সন্ত্রাসে পাক মদত প্রশ্নে ভারত কতটা সরব হবে তা নিয়ে একেবারেই দ্বিধাবিভক্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। নেতারা জানেন, পাকিস্তানকে কাঠগড়ায় তুলে সুর চড়ালে মুসলিম ভোটের আশা পুরোপুরি ছেড়ে দিতে হবে। মন্ত্রীসভার বৈঠকে তীব্র পাক বিরোধিতার প্রশ্নটি তুলে সরব হয়েছেন অর্জুন সিং ও এ.আর. আন্তুলের মত বর্ষীয়ান নেতারা ... অর্জুন সিং বলেন, আসলে হিন্দুরাই মুসলমান সেজে এসব করেছে।" এদেশের মুসলমান নাকি ভারতীয়। তবে ভারতের চিরবৈরী পাকিস্তানকে অভিযুক্ত করলে মুসলমান কেন ক্রুদ্ধ হবে? ২৬-১১-২০০৮-এ মুম্বাইতে ভয়ংকর জেহাদী হানার পরেও কংগ্রেস সরকারের একই লজ্জাজনক ভূমিকা। সেই জেহাদী হানায় একমাত্র জীবিত ধর্মযোদ্ধা (Holy Warrior) আজমল কাসভের ফাঁসী দেওয়া হয় অতি গোপনে। পাছে মুসলমান রুষ্ট হয় ...।

ভারত একটি সুবৃহৎদেশ। আয়তন, জনবল, ধনবল ও অস্ত্রবলে পাকিস্তান অপেক্ষা কয়েকগুণ শক্তিশালী। সেই পাকিস্তান কোন সাহসে বিগত ছয় দশক ধরে ভারতের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে হামলা করতে পারে? ১৯৯২ সালের বোম্বাই বিস্ফোরণ ও ২০০৮ সালে বোম্বাইতে পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ মদতপুষ্ট ভয়ংকর জেহাদী হানা উল্লেখ্য। গত ৮ই জানুয়ারী (২০১৩ খ্রীঃ) জম্মু-কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণরেখা অতিক্রম করে - ঝটিকা আক্রমণে পাকিস্তান দুই ভারতীয় সেনাকে বন্দী করে নিয়ে যায়। সর্বাঙ্গে ইসলামি বর্বরতার ক্ষতচিহ্নে বিকৃত দুই জওয়ানের মৃতদেহ পরে ভারত উদ্ধার করে। ল্যান্সনায়ক হেমরাজ সিং-এর মুন্ডটি পাওয়া যায় নি। এই প্রথম নয়। পূর্বেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। ম্যাডামের বশংবদ প্রতিবন্ধী খোজা প্রধানমন্ত্রী কোন প্রতিবাদ করে না। উপেক্ষিত হয় রাজধর্ম। আমেরিকা-রাশিয়া-চীন-জাপান-ফ্রান্স-জার্মান-ইংলন্ডের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবেশী দেশ এরকম দুঃসাহস কি কল্পনাও করতে পারে? এরূপ অবস্থায় রাজধর্ম কি দাবি করে, রাষ্ট্রের যদি মর্যাদা ও স্বাভিমানবোধ থাকে - তবে রাষ্ট্রনায়কের প্রতিক্রিয়া

কি হয় - তার অনেক দৃষ্টান্ত আধুনিক বিশ্ব ইতিহাসে পাওয়া যায়। অষ্ট্রিয়ার যুবরাজকে হত্যার জন্য শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। বিগত শতাব্দীর ছয়-এর দশকে আর্জেন্টিনা ক্ষুদ্র ফকল্যান্ড দ্বীপ অধিকারের চেষ্টা করলে - ইংলন্ডের মহিলা প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক (total war) যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ২০০১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে World Trade Centre - এ মুসলিম জেহাদী বিমান হানার বিরুদ্ধে আমেরিকা অলকায়দা ও আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। সে যুদ্ধ এখনও চলছে।

মুসলিম শাসনকালে নবাব-বাদশারা হাবসী ক্রীতদাসদের খোজা বানিয়ে বেগম মহলে পাহারায় নিযুক্ত করতেন। আর আমাদের খোজা প্রধানমন্ত্রী গোটা জাতটাকেই খোজা বানিয়েছেন .....।

আফজল গুরু -

ইসলামের এক মহান ধর্মযোদ্ধা। ভারত যুক্ত রাষ্ট্রের প্রাণকেন্দ্র পার্লামেন্ট আক্রমণের নায়ক। বিচারে আফজল গুরুর ফাঁসী হয়। ২৩ শে অক্টোবর, ২০০৬। তাঁর ফাঁসীর দিন ধার্য হয়*। এই দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে কাশ্মীর উপত্যকায় মুসলমান একদিনের বনধ্ পালন করেন। আফজলের ফাঁসী হলে কাশ্মীর উপত্যকায় নতুন করে আগুন জ্বলতে পারে। এই অবস্থায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী গুলাম নবী আজাদ ফাঁসীর আদেশ রদ করার জন্য কেন্দ্রকে অনুরোধ জানিয়েছেন। C.P.I. (M) নেতা সীতারাম ইয়েচুরিও ফাঁসীর আদেশ রদের পক্ষে সওয়াল করেন (আঃ বাঃ পত্রিকা - ৪-০১-২০০৬)

সংবাদ মাধ্যমের প্রচারের কল্যানে জনমানসে এরূপ একটি ভ্রান্ত ধারণা তৈরী হয়েছে যে, কংগ্রেস সহ ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলি মুসলমান ভোটের জন্যই দেশ ও জাতির স্বার্থের বিরূদ্ধে মুসলমানদের তোয়াজ (তোষণ) করে। ধারণাটি সর্বৈব ভিত্তিহীন। সদ্য সমাপ্ত গুজরাট বিধানসভার নির্বাচন তার অকাট্য প্রমাণ। সেখানে নরেন্দ্র মোদী নির্বাচনে একজন মুসলিম প্রার্থীও দেন নি। ঘোষণা করেন নি মুসলমানদের জন্য কোন বিশেষ প্রকল্প। তা সত্ত্বেও বি-জে-পি বিপুল ভোটে জয় লাভ করে। যাই হোক এদেশে এই সীমাহীন মুসলিম তোষণের পরিণতি কি হতে পারে?

ক) জনসংখ্যা বিশারদদের আশঙ্কা, ২০৬০ সালের মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা বর্তমান ৫৫ কোটি (১৯৯০ সাল) হিন্দুকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। হিন্দু মুসলমানেরজন্মহার তুলনামূলক বিচার করে বলা যায় যে, একবিংশ শতাব্দীর মধ্যে ভারত হবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলামি রাষ্ট্র (The Statesmam 18.07.1990)। তখন মুসলমান

---

* এবারে আসরে অবতীর্ণ হয় "ধর্মনিরপেক্ষ চক্র"।

হবে ভারতের উজীর-এ-আজম। বিনা যুদ্ধে দখল হবে ভারত।

খ) অথবা তার পূর্বেই ভারতে যে অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠ হবে - সেখানেই তারা পাকিস্তান দাবিতে হবে সোচ্চার। ১৯৪৭ ও ১৯৫০ সালের ন্যায় পুনরায় হিন্দুমেধ যজ্ঞ। ভারতের রাজপথে স্বজনহারা সর্বহারা উদ্বাস্তুদের মিছিল।

দে-গঙ্গায় বাঙালী (?) মুসলমান হাজী নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সেবাশ্রম সংঘের পূজ্যপাদ স্বামী যুক্তানন্দ পঃ বঙ্গে হিন্দুর ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন;ভারত সম্পর্কে তা খুবই প্রযোজ্য। তিনি লিখেছেন ঃ "দে-গঙ্গার ঘটনা পড়লে কি মনে হয় না, এভাবে হিন্দুদের ওপর যদি অত্যাচার হয় - তবে আফগানিস্থান, পাকিস্তান থেকে যেমন হিন্দু লুপ্ত হয়েছে (কাশ্মীরও আজ হিন্দুশূন্য। ইসলামী জেহাদী তান্ডবে ৫,০০,০০০ হিন্দু আজ স্বদেশে উদ্বাস্তু হয়ে জম্মু ও অন্যত্র সরকারি ত্রাণ শিবিরে বাস করছে), বাংলাদেশের অবশিষ্ট হিন্দুরা (মাত্র ৫ শতাংশ) যেমন অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে;ভারতেও একদিন তাই হবে।" তাঁর প্রশ্ন "পঃ বঙ্গের হিন্দুরাও কি এবার অস্তিত্ব রক্ষার সঙ্কটের মুখোমুখী হতে চলেছে? আজ যারা অত্যাচারিত, তারা অসঙঘবদ্ধ, দুর্বল। সুতরাং হিন্দুকে বাঁচার তাগিদে সঙঘবদ্ধ হতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই। হিন্দু যেন মনে রাখে এই ভূমিই তাঁর শেষ ভূমি। এরপর অত্যাচারীর হাতে জীবনদান, না হয় অতল সমুদ্রে আত্মবিসর্জন করতে হবে। মনে রাখতে হবে হিন্দুকে বাঁচাতে পারে একমাত্র প্রকৃত হিন্দুই। কোন রাজনৈতিক দল বা তাদের নেতা, নেতৃগণ, বুদ্ধি জীবি, সাংবাদিক, প্রশাসন হিন্দুকে বাঁচতে আসবে না। হ্যাঁ, আসবে তখনই, যখন তাঁরা দেখবে হিন্দু সঙঘবদ্ধ, শক্তিশালী, তাদেরও ভোটের মূল্য আছে" - (প্রণব, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৪১৭)

১৯৯০ সালে পাকিস্তানের হিসাব অনুযায়ী ভারতে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ১৫কোটি। পাকিস্তানের Defence Journal, জানু-ফেব্রুয়ারী ঃ ১৯৯০, Jehad Syndrome শীর্ষক নিবন্ধে বলা হয়েছে, বিশ্বব্যাপী ধর্মযুদ্ধে রাশিয়ার বিরূদ্ধে আমাদের মিত্র হল সে দেশের কয়েক কোটি মুসলমান। তেমনি আঞ্চলিক ক্ষেত্রে ভারতের বিরূদ্ধে আমাদের প্রধান সহায় ভারতের ১৫কোটি মুসলমান (The Jan-Feb, 1990 issue of the Defence Journal of Pakistan under "Jehad Syndrome" says in a global role vis-a-vis the U.S.S.R., our allies are the millions of Muslims in the U.S.S.R. Similarly in the regional role vis-a-vis India, our allies are 150 millions - our greatest asset is the Muslims to destabilisethese two countries - Writes Wing. Commander Amar Jutshi - The Statesman, 18.07.1990) ১৯৯০ সালে ১৫ কোটি আর আজও (২০১৩) সেই ১৫ কোটি!

আলিগড়ের মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা বলেছেন - "যদিও মুসলমানের সংখ্যা ২০ শতাংশ, কিন্তু সরকারি অফিসে মুসলমানের সংখ্যা ২ শতাংশ। (2% Muslims in Govt. jobs, even as the minority community makes up 20% of the total population - Hindustan Times, 16.07.2004. মুসলমান দাবি করে ভারতে তাদের সংখ্যা ২০ কোটি;আর সরকার থেকে প্রচার করা হয় মাত্র ১৫ কোটি। ১৯৪৭ সালের ন্যায় হিন্দুকে রক্ত দিয়ে এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত মিথ্যা প্রচারের মূল্য দিতে হবে। মুসলমান নিজেদের ভারতীয় বলে না। স্বীকার করে না ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে। ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার তাই বলেছেন ঃ গান্ধীও প্রকারন্তরে স্বীকার করেছেন যে তাঁরা একটি পৃথক জাতি। তারা বাস করে ভারতে। কিন্তু ভারতের নয়। (Gandhi himself admitted in a way that they formed a seperate nation; they were in India, but not of India)[1]. তাঁদের পূর্ণ ও নিঃশর্ত আনুগত্য পাকিস্তান সহ অন্যান্য মুসলিম দেশের প্রতি। বিষয়টি পূর্বে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত এক বিশাল জাতিগোষ্ঠীর বাস দেশের মূল স্বার্থ ও নিরাপত্তার পক্ষে বিপদজনক। পৃথিবীর কোন দেশই বিদেশী জাতিগোষ্ঠীকে স্বদেশে আশ্রয় দেয় না। তবে ভারত দেবে কেন? হিন্দুস্থান হিন্দুর মাতৃভূমি - বাসভূমি;ধরমশালা নয়। আর একটি কথাও বিবেচ্য। ১৯৪৭ সালে ভারতে মুসলমান ছিল ৯ কোটি। তখনও ইসলামিক রাষ্ট্রজোট গঠিত হয় নি। ছিল না আরবের তরল সোনার অফুরন্ত ভাণ্ডার। সর্বপ্রকার সাহায্যের জন্য সীমান্তে ছিল না পাকিস্তানের ন্যায় কোন বৈরী যুদ্ধবাজ মুসলিম রাষ্ট্র। আজ অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। আরবের তেল ও মক্কার হজের অর্থে বিশ্বব্যাপী মুসলমান আজ সুসংগঠিত ও আগ্রাসী। ভারতকে পুনরায় বিভক্ত করতে সে সর্বদাই তৎপর। ১৯৪৭ সালে ৯ কোটি মুসলমান যদি দেশভাগ করতে পারে;তবে বর্তমানের ২০ কোটি বা ৩০ কোটি (আগামী দুই দশকের মধ্যেই হবে) মুসলমান কেন দেশভাগ করতে পারবে না? দেশ ও জাতির জীবনে আজ এই বিষয়টিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। গান্ধী-নেহেরু-কংগ্রেসের পাপের বোঝা হিন্দু আর কতদিন বয়ে বেড়াবে এবং কেন?

সমস্যার সমাধানে - অবিলম্বে মুসলমানের বহু বিবাহ রদ করে জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মুসলিম অনুপ্রবেশ কঠোর হস্তে বন্ধ করে ২ কোটি বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীকে বাংলাদেশে ফেরত (Push Back) পাঠাতে হবে। দৃষ্ঠান্ত মায়ানমার। ক্ষুদ্র মায়ানমার যা পারে - বৃহৎশক্তি ভারত তা পারবে না কেন? পরবর্তী পর্যায়ে সকল মুসলমানকেই তাদের স্বদেশ পাকিস্তান অথবা বাংলাদেশে পাঠাতে হবে। যতদিন তা সম্ভব না হয় - তাঁরা এদেশে বাস করবে বিদেশী (alien) হিসেবে। বিদেশীদের ভোটাধিকার থাকে না। জনতা পার্টির সভাপতি সুব্রমনিয়াম স্বামী যেমন বলেছেন - এইভাবে যদি মুসলিম ভোট ব্যাংককে নিষ্ক্রিয় করা যায় - তবেই পুনরায় ভারত ভাগের চক্রান্ত প্রতিরোধ করা যাবে।

---

1. R.C. Majumder - History of the Freedom Movement In India, Vol - III, P - 50

গ্রন্থপঞ্জী -

1. R. C. Majumder : History of the Freedom Movement in India, Vol - I & III
2. Dr. B. R. Ambedkar : Writings and Speeches, Vol - 8
3. Ayesha Jalal : Self and Sovereignty
4. K. K. Aziz : The Murder of History
5. Leonard Moslay : The Last Days of the British Raj
6. V. S. Naipal : Beyond Belief
7. V. P. Menon : The Transfer of Power
   The Story of The Integration of the Indian States
8. Brigitte Gabriel : They Must Be Stopped
9. F. Max Muller : INDIA - What can it teach us ?
10. Will Durant : The Story of Civilization
11. J. N. Sarkar : History of Aurangzib, Vol - III
    Fall of the Mughal Empire, Vol - II
12. H. M. Elliot & Dowson : The History of India as told by its own Historian, Vol - I
13. Vincent A. Smith : The Oxford History of India
14. Akbar S. Ahmad : Discovering Islam
15. Dr. Durga Das Basu : Introduction to the Constitution of India
16. Bhawami Sen : Muktir Pathe Bangla
17. Abul Kalam Azad : India Wins Freedom
18. Rafiq Zakaria : Muhammad and the Quran
19. ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার ঃ বাংলা দেশের ইতিহাস, ৪র্থ খন্ড
20. আচার্য ডঃ দুর্গাদাস বসু ঃ হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব
21. ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ঃ ধর্ম ও সমাজ
22. নীরদ চন্দ্র চৌধুরী ঃ আমার দেশ আমার শতক
23. আচার্য ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্ত্তী ঃ সংস্কৃতির সঙ্কটে ভারত
24. তসলিমা নাসরিন ঃ দ্বি-খন্ডিত
25. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ (সম্পাদিত) ঃ চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ
26. একনাথ রাণাডে ঃ স্বামীজীর হিন্দুরাষ্ট্রচিন্তা
27. খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ঃ আর্যসভ্যতার সন্ধানে
28. সাংবাদিক শংকর ঘোষ ঃ সাপ্তাহিক দেশ
29. বঙ্কিম রচনাবলী (তুলি ও কলম) ঃ আনন্দমঠ